493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/9433387953

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.com

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

গিরীশ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ ঃ ১৩ সংখ্যা ঃ ২৬ পৌষ- ৩ মাঘ, ১৪২০ ঃ ১১ জানুয়ারি - ১৭ জানুয়ারি, ২০১৪, ৯ রবিঃআউঃ-১৫ রবিঃআউঃ, হিজরি ১৪৩৪, ১৬ পাতা মূল্য ৩ টাকা

সুচিত্রা সেনের অবস্থা সঙ্কটজনক

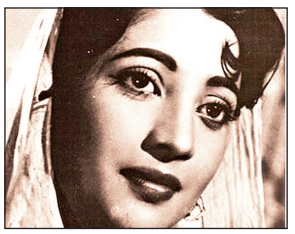

নিজস্ব প্রতিনিধি: সুচিত্রা সেনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে

এরপর পাঁচের পাতায়

+ যুব সমস্যা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের দিশারী স্বামী বিবেকানন্দ *পৃষ্ঠা-১৪*
+ 'জীবনের কথা লিখতে গেলে অনেকের মুখোশ খুলে দিতে হবে, আমার জীবনে অনেক বদমাইশের আবির্ভাব হয়েছে'- তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনিই রীণা ব্রাউন, *পৃষ্ঠা-১১*

সংগঠনের দায়িত্বে থাকতে চাইছেন রাহুল গান্ধী

প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা, এ্যান্টনী ও কেজরিওয়াল

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

দিল্লির রাজনীতিতে একটা কথা খুব চালু আছে। বরফ যত গলবে ততই সেখানকার রাজনীতি জোরদার হয়ে উঠবে। তবে এবারের এই রাজনৈতিক গতপ্রকৃতি আবর্তিত হচ্ছে ১২, তুঘলক রোডে, রাহুল গান্ধীর বাড়িকে কেন্দ্র করে। আসরে এবার সরাসরি অবতীর্ণ হয়েছেন প্রিয়াঙ্কা বঢ়রা গান্ধী। তাঁকে দেখলেই মনে পড়ে যায় ইন্দিরা গান্ধীর কথা। অন্যদিকে যে কোনও কারণেই হোক বিশেষ সূত্রের খবর, বিভিন্ন এজেন্সির রিপোর্ট হল আগামী লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করলে রাহুল গান্ধী তথা বর্তমান শাসক দলের ভরাডুবি অনিবার্য। এরই মধ্যে শরীরটা আদৌ ভাল যাচ্ছে না সোনিয়া গান্ধীর। তিনি রায়বেরিলি কেন্দ্র থেকে লোকসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কিনা, তা নিয়েও যথেষ্ট সংশয় থেকে যাচ্ছে। এতো গেল তাঁর শারীরিক দিক। রাজনৈতিক দিক থেকেও তিনি খুবই চিন্তিত। কারণ, গত বিধানসভা নির্বাচনে রায়বেরিলিতে একটা আসনেও জিততে পারেনি কংগ্রেস

এই পরিস্থিতিতে শুধু গান্ধী পরিবার নয়, চিন্তিত কংগ্রেসের শীর্ষনেতৃত্বের সবাই। কিছুদিন আগেই 'আলিপুর বার্তা'য় লেখা হয়েছিল লোকসভা নির্বাচনে রায়বেরিলি অর্থাৎ ফুলপুর (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন) কেন্দ্র থেকে আসরে অবতীর্ণ হতে পারেন প্রিয়াঙ্কা বঢ়রা গান্ধী। কারণ আর কিছুই নয়, মা সোনিয়া গান্ধী এবারে নির্বাচনে

এরপর পাঁচের পাতায়

নেতাজীর বাড়ি সংস্কারে মমতা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

কোদালিয়া: গত বছর ২২ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী জেলার এক জনসভা থেকে ফেরার পথে হটাৎই

সুভাষগ্রাম কোদালিয়ার বোস পাড়াতে অবস্থিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পৈতৃক ভিটেতে এসে উপস্থিত হন। খবর পেয়ে দৌড়ে আসেন ২০ নম্বর

এরপর পাঁচের পাতায়

সর্বভারতীয় ভাবমূর্তি গড়তে মেলাকে ব্যবহার মমতার

কুনাল মালিক

কলকাতা: কুম্ভমেলার পর ভারতের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় মেলা গঙ্গাসাগর। সারা ভারতবর্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থী মকর সংক্রান্তির আগেই কপিল মুনির সাগর ধামে ভিড় জমান। এবার গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থযাত্রীর সংখ্যা পূর্বের সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে যেতে পারে বলে প্রশাসন অনুমান করছে। কারণ, এবার ভারতের কোনও জায়গায় অর্ধ কিংবা পূর্ণ কুম্ভ মেলা নেই। তার ওপর ধর্মীয় গুরুরা জানাচ্ছেন ৬৫ বছর পর এক বিরল মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। ১৪ জানুয়ারি সন্ধা ৭টা ৪ মিনিট থেকে পরের দিন ৭টা ৪ মিনিটের মধ্যে স্নান করলে সর্বোচ্চ পূণ্য অর্জন করা যাবে। হিন্দু পুরাণ মতে কপিল মুনির অভিশাপে ধ্বংস হওয়া সাগর রাজার বংশধরদের উদ্ধার করতে ভগীরথ যে সময়ে গঙ্গাকে এনেছিলেন। সেই সময়ের গ্রহ-নক্ষত্ররা যে অবস্থানে ছিল, এবারের মকরসংক্রান্তিতে নাকি সেই অবস্থান থাকছে। এই পুরাণ ব্যাখ্যা ইতিমধ্যেই সংবাদমাধ্যম এবং বিভিন্ন ধর্মগুরুদের মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছে।

ছবি: অরুণ লোধ

রাজ্য সরকার এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনও এবারের গঙ্গাসাগর মেলাকে সবদিক দিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে অনেক আগে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বিশেষ সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গঙ্গাসাগর মেলাকে সামনে রেখে নিজের স্বচ্ছ সেবার মনোভাবকে আরোও উজ্জল করে তোলার উদ্যোগী হয়েছেন। পুণ্যার্থীদের যে কোনও সহযোগিতায় মন্ত্রী-জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি আমলাদের ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশ দিয়েছেন। পানীয় জল, চিকিৎসা পরিষেবা, পরিবহণ, নিরাপত্তা, অগ্নি নির্বাপন কোনও ক্ষেত্রেই

এরপর পাঁচের পাতায়

গঙ্গাসাগর মেলায় আগত তীর্থযাত্রীদের স্বাগতম

সৌজন্যে: দিলীপ মণ্ডল, বিধায়ক, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

পুরসভা ও মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসে উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায় নিয়োগ

কলকাতা পুরসভা ও মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে শতাধিক প্রার্থী নিয়োগ করবে। নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি ৬-২০১৩। দুটি তালিকা তৈরি করা হবে। একটি মূল তালিকা অপরটি পরবর্তীকালের শূন্যপদ পূরণের জন্য অতিরিক্ত তালিকা।

শূন্যপদ: পুরসভা: সাধারণ ৫২, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৩, তপশিলি জাতি ২২, তপশিলি উপজাতি ৬, ওবিসি-এ ৬, ওবিসি-বি ৭। অতিরিক্ত তালিকার শূন্যপদ ৫০। সাধারণ ২৬, প্রতিবন্ধী ১, তপশিলি জাতি ১১, তপশিলি উপজাতি ৩, ওবিসি-এ ৫, ওবিসি-বি ৪।

মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন: শূন্যপদ ৪। সাধারণ ২, তপশিলি জাতি ১, ওবিসি-এ ১।

যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক পাশ, কম্পিউটারে জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স: ১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে ১৮-৪০ বছরের মধ্যে হবে। তপশিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ছাড় পাবেন।

বেতন: পে ব্যান্ড ২ অনুযায়ী ৫৪০০ টাকা থেকে ২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২৬০০ টাকা।

পরীক্ষা পদ্ধতি: লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। প্রার্থী বাছাই করবে মিউসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন। অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হবে। জেনারেল নলেজ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, বিজ্ঞান, অংক, রিজিনিং বিষয়ে প্রশ্ন থাকবে। মোট সময় আড়াই ঘণ্টা। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রশ্ন পিছু ২ নম্বর করে থাকবে।

ভুল উত্তর হলে ১ নম্বর কাটা যাবে। লিখিত পরীক্ষায় সাফল্যমান সাধারণপ্রার্থীদের ৪৫ শতাংশ, ওবিসিদের ৪০ শতাংশ, তপশিলি ও শারিরীক প্রতিবন্ধীদের ৩৫ শতাংশ নম্বর। লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে তৈরি মেধা তালিকা থেকে মোট শূন্যপদের তিনগুন প্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। ইন্টারভিউয়ের সর্বাধিক নম্বর ৪০। লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা তৈরি হবে।

কীভাবে আবেদন করবেন: দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করবেন www.mscwb.org ওয়েবসাইট থেকে। যথাযথভাবে পূরণ করে খামে ভরে কমিশনের দফতরে জমা দিতে হবে। পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হবে এককপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো সেল্ফ অ্যাটেস্টেড করে দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। সঙ্গে আরও দেবেন বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জাতিগত শংসাপত্র সবকিছুর সেল্ফ অ্যাটেস্টেড জেরক্স কপি। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর আবেদনের ক্যাটাগরি লিখে দেবেন। পাঠাবেন এই ঠিকানায় সাধারণ ডাকে অথবা হাতে হাতে জমা দিয়ে। TO THE SECRETARY, MUNICIPAL, SERVICE COMMISSION, 149 AJC. BOSE ROAD, KOL-700014. আবেদনের ফিজ ১৫০ টাকা। ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা চালানের মাধ্যমে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় অ্যাকাউন্ট নম্বর ০০৮৮০৫০০০৬৩২৩-তে ফিজ জমা দিতে হবে। প্রসেসিং ফিজ ৫০ টাকা। চালানের কাউন্টার আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ ২৮ জানুয়ারি, ২০১৪ বিকেল ৪টে।

সেনাতে গ্রুপ সি গ্রেডে মাধ্যমিক ও আইটিআই পাশ

পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে আরমিদের ওয়ার্কশপে ইলেকট্রনিক্স ও মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার্স কোরে নিয়োগ করা হবে।

শূন্যপদ: জব্বলপুর ২৬ এখানে নেওয়া হবে পেন্টার অ্যান্ড ডেকরেটর, ফিটার, ট্রেডসম্যান ও মাল্টি টাস্কিং স্টাফ। আবেদন করবেন এই ঠিকানায় কম্যান্ডান্ট ৫০৬, আর্মি বেস ওয়ার্কশপ ইএমই, পোস্টবক্স নম্বর -৪১, জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশ, পিন-৪৮২০০১।

কাঁকিনাড়া, পশ্চিমবঙ্গ- এখানে নেওয়া হবে ট্রেডসম্যান পদে। দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায়। কম্যান্ডান্ট ৫০৭, আর্মি বেস ওয়ার্কশপ, ইএমই, পোস্ট - ইএসডি (মেশিনারী), কাঁকিনাড়া, ডিস্ট্রিক্ট -নর্থ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১২৪। এছাড়া এলাহাবাদ, আগ্রা, মিরাট, পুনে প্রভৃতি জায়গাতেও ট্রেডসম্যান সহ ওয়েলডার, কুক, ভেহিক্যাল মেকানিক প্রভৃতি পদে লোক নেওয়া হবে।

যোগ্যতা: আর্মামেন্ট মেকানিক, ভেহিক্যাল মেকানিক, হাইলি স্কিল্ড-২ এবং ভেহিক্যাল মেকানিক পদের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক সঙ্গে আইটিআই পাশ। অথবা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অংক নিয়ে বিএসসি। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক সঙ্গে কম্পিউটারে ইংরাজিতে মিনিটে ৩৫টি শব্দ অথবা হিন্দিতে ৩০টি শব্দ টাইপিংয়ের দক্ষতা থাকতে হবে।

কুকের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পাশ ও ভারতীয় রান্নার বিষয়ে দক্ষ হতে হবে।

পেন্টার ও ডেকরেটর, ফিটার, ওয়েলডার ও মেসিনিস্ট পদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও আইটিআই পাশ।

দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ৩১ জানুয়ারি, ২০১৪

ট্রেডসম্যান ও মাল্টি টাস্কিং স্টাফের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক।

বয়স: ৩১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে ১৮-২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিতপ্রার্থীরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ছাড় পাবেন।

আবেদন পদ্ধতি: দরখাস্তর এফোর মাপের টাইপ করবেন। তাতে দেবেন কী পদের জন্য আবেদন করবেন, প্রার্থীর নাম, বাবা বা স্বামীর নাম, জন্মতারিখ, বর্তমান ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা, কোন ক্যাটাগরিতে পরছেন অর্থাৎ সাধারণ-সংরক্ষিত অথবা প্রতিবন্ধী। শিক্ষাগত যোগ্যতার সম্পূর্ণ বিবরণ, অভিজ্ঞতা থাকলে তার বিবরণ। আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন এককপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো, বয়স এবং সমস্ত যোগ্যতার সেল্ফ অ্যাটেস্টেড জেরক্স কপি, এবং নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও পাঁচ টাকার ডাক টিকিট সাঁটানো একটি খাম।

আগামী সংখ্যায় এলাহাবাদ, আগ্রা, মিরাট, পুনেতে দরখাস্ত পাঠানোর ঠিকানা দেওয়া হবে।

মাধ্যমিক ও আইটিআই পাশদের রেলে গ্রুপ ডি গ্রেডে নিয়োগ

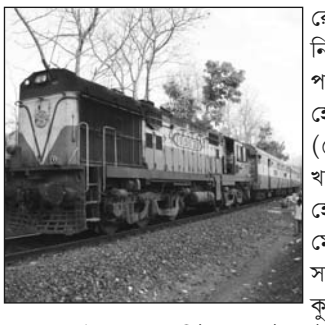

রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল নিউদিল্লির মাধ্যমে উত্তর রেলে পয়েন্টসম্যান, গেটম্যান, খালাসী হেল্পার, ট্রাকম্যান, গ্যারেজ ক্লিনার (মেকানিকাল), ডিএসএল খালাসী (মেকানিকাল), খালাসী হেল্পার (ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেকানিকাল ও এস অ্যান্ড টি), সাফাইওয়ালা (মেডিকাল), কুকমেট (মেডিকাল), খালাসী হেল্পার (স্টোরস), হসপিটাল অ্যাটেন্ডেন্ট (পুরুষ ও মহিলা) প্রভৃতি পদে ৫৬৭৯ জন গ্রুপ ডি পদে নিয়োগ করা হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক অথবা আইটিআই পাশ।

বেতন: ৫,২০০ থেকে ২০,২০০ সঙ্গে গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা ও অন্যান্য ভাতা।

বয়স: ১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে বয়স ১৮-৩৩ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিতপ্রার্থীরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ছাড় পাবেন।

পরীক্ষা পদ্ধতি: লিখিত পরীক্ষায় থাকবে সাধারণ জ্ঞান, অংক ও রিজিনিং। ১০০টি প্রশ্ন থাকবে মাল্টিপল চয়েজ টাইপের। সময় দেড় ঘণ্টা। শারিরীক সক্ষমতার পরীক্ষায় পুরুষদের ৪ মিনিট ১৫ সেকেন্টের মধ্যে ১০০০ মিটার দৌড়াতে হবে। মহিলাপ্রার্থীদের ৩ মিনিট ১০ সেকেন্টের মধ্যে ৪০০ মিটার দৌড়াতে হবে।

আবেদন পদ্ধতি: www.rrcnr.org ওয়েবসাইট থেকে দরখাস্ত ডাউনলোড করে ডটপেনে পূরণ করবেন। সম্প্রতি তোলা এককপি ফটো নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন। ছবির নিচে নির্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষর করবেন। এছাড়া আরও এককপি ছবির পিছনে নাম ও জন্মতারিখ লিখে আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন। আবেদনের ফিজ বাবদ ১০০ টাকা দিতে হবে চালানের মাধ্যমে - সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় ৩৩১১৪০৩৬৮৭ অ্যাকাউন্ট নম্বরে। এনইএফটি'র মাধ্যমে যে কোনও ব্যাঙ্কে সিবিআই নম্বর ২৮০৩১১ কোড নম্বরে টাকা দিতে হবে। চালানের একটি কপি আবেদনের সঙ্গে দেবেন। এছাড়া পোস্টাল অর্ডারের মাধ্যমে অ্যাসিসটেন্ট পার্সোনেল অফিসার, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল, লাজপত নগর ১, নিউদিল্লি -১১০০২৪-এর অনুকূলে টাকা জমা দিতে হবে। মহিলা, তপশিলি, সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সেনাকর্মীদের আবেদনের ফিজ লাগবে না। এছাড়া পারিবারিক আয় বছরে ৫০,০০০ টাকার কম হলে ফিজ লাগবে না। দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায় - অ্যাসিসটেন্ট পার্সোনেল অফিসার, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল, লাজপত নগর ১, নিউদিল্লি -১১০০২৪। খামের ওপর লিখতে হবে অ্যাপ্লিকেশন ফর দি রিক্রুটমেন্ট টু দ্য পোস্ট ইন পে ব্যান্ড ১ (রুপীস ৫২০০-২০২০০ + গ্রেড পে ১,৮০০), এমপ্লয়মেন্ট নোটিস নম্বর ২২০-ই /ওপেনএমকেটিৎআরআরসি/২০১৩ ডেটেড ৩০-১২-২০১৩।

দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে সারা বাংলা নিখিলবঙ্গ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও গ্রামোন্নয়ন মেলা ২০১৪

১৯ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০১৪

স্থান : সামালি, মনসাতলা, বিবেকনিকেতন, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

মেলার স্টল এবং প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে জানার জন্য যোগাযোগ- ৯৮৩০৮৫৪০৮৯ অথবা ৯৮৩০২৮৪৯৯২।

মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা

কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি হয়েছে মেলা প্রাঙ্গণে

বিশ্বজিৎ পাল

গঙ্গাসাগর: পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার দিকে তাকিয়ে গঙ্গাসাগর মেলার ৫কিমি অঞ্চল কড়া সুরক্ষা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। ইতিমধ্যে কপিলমনির মন্দির চত্বর জুড়ে চলছে পুলিশি টহলদারি। মেলায় চালু করা হয়েছে স্থায়ী জেলখানা এবং আদালত। ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পৈলান থেকে নামখানা ও হারউড পয়েন্ট পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে খোলা হয়েছে পুলিশি সহায়তা কেন্দ্র। এমনকি তীর্থযাত্রীদের সহায়তার জন্য পিলগ্রিম শেডে থাকছে স্বেচ্ছাসেবী দল।

জলপথে দুর্ঘটনা এড়াতে থাকছে আপদকালীন ৫৪টি স্পিড বোট, ৯০টি লঞ্চ। এমনকি রাখা হয়েছে অগ্নিনির্বাপক রাসায়নিক।

জেলার পুলিশ সুপার প্রবীণ ত্রিপাঠী জানিয়েছেন, গঙ্গাসাগর মেলায় ৬হাজার পুলিশ, ডিএসপি র‍্যাঙ্কের ৬০জন আধিকারিক, ১৮জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ১২৫ জন ইন্সপেক্টর এবং ১ হাজার কনস্টেবল ও স্বেচ্ছাসেবক থাকছেন মেলায়। তাছাড়া মেলায় অ্যান্টি ক্রাইম টিম, বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজিতে পথ নির্দেশিকার জন্য তথ্যচিত্র, ৩৭টি সিসিটিভি, ৩৮টি পুলিশ বুথ,১৮টি হট লাইন নম্বর, ১৪ টি লঞ্চ। এখনও পর্যন্ত এলাকা শান্তিপূর্ণ। সময় যত এগিয়ে আসছে ভিড় বাড়ছে পুণ্যার্থীদের। যদি মকর সংক্রান্তির দিন পুণ্যার্থীদের চাপ বাড়লে আরও পুলিশ কর্মী নিয়োগ করা হবে বলেন পুলিশ সুপার।

অন্যদিকে পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে কলকাতা- হাওড়া স্টেশন থেকে লট নম্বর-৮ এবং নামখানা যাওয়ার জন্য ৬৮টি বাস চালু করা হয়েছে। কচুবেড়িয়া থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ১৯০টি বেসরকারি বাস চালু করা হয়েছে। চেমাগুড়ি থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ৫০টি মিনিবাস চলাচল করছে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে।

প্রশাসনসূত্রে জানানো হয়েছে, ১০জানুয়ারি থেকে হুগলি নদীতে নৌকা চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। এছাড়া প্রতিদিন বিকেল ৪টে থেকে নামখানায় যাত্রীবাহী লঞ্চ পারাপার বন্ধ করে দেওয়া হবে। সম্প্রতি গঙ্গাসাগর মেলার আলোক সজ্জা পি এইচ ই দফতরের অফিস উদ্বোধন করেন রাজ্যের কারিগরী ও পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মণ্টুরাম পাখিরা। সুব্রতবাবু বলেন, গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থযাত্রীদের ভিড় বাড়ছে। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার দিকে তাকিয়ে ৪৫টি অ্যাম্বুলেন্স, ৫লাখ টাকার লাইফ ইনসিওরেন্সের ব্যবস্থা রয়েছে। তীর্থকরও এবার মুকুব করা হয়েছে। সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী মণ্টুরাম পাখিরা জানিয়েছেন, কুম্ভমেলা না হওয়ায় গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যার্থীদের ভিড়বে।

তাই নিরাপত্তার দিকটা আঁটোসাটো করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে পুণ্যার্থীদের রাতভর মুড়িগঙ্গা পারাপারের জন্য লট নম্বর ৮ জেটি চালু করা হয়েছে।

গঙ্গাসাগর

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি

মেহবুব গাজি

ডায়মন্ড হারবার: মকরসংক্রান্তির মাহেন্দ্রক্ষণের লক্ষ্যে সেজে উঠেছে গোটা গঙ্গাসাগর। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে শেষ প্রস্তুতির কাজ। ১৪ জানুয়ারির আগে ডায়মন্ড হারবার ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের মেরামতির কাজ শেষ করতে জোরকদমে কাজ করছেন শ্রমিকরা। কাকদ্বীপ লট নং ৮-এ চাষ জমিতে তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী বাসস্ট্যান্ড। ইতিমধ্যে সারি সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্যুরিস্ট বাস। যার মধ্যে বেশিরভাগই ভিনরাজ্যের। লট নং-৮-এ স্থায়ী ১ নম্বর জেটি মেরামতির জন্য যাত্রী পারাপার আপাতত বন্ধ। পরিবর্তে চলছে বেশি সংখ্যক ভেসেল। যাতে করে লাখ লাখ পুণ্যার্থী পার হচ্ছেন মুড়িগঙ্গা নদী। জোয়ারের সময় মিনিট ৪০-র মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে কুচুবেড়িয়ায়। এরপর ৩০ কিমি পথে বামনখালি, কৃষ্ণনগর, হরিণবাড়ি ও ব্লক অফিস রুদ্রনগর পার করে গঙ্গাসাগর পৌঁছে যাবেন পুণ্যার্থীরা। গঙ্গাসাগর পৌঁছে পুণ্যার্থীদের চোখে পড়বে রাস্তার পাশের গাছগুলিতে নীল-সাদা রঙের নতুন পোচ। কপিলমুনির মন্দিরের চারদিকে কংক্রিটের ঢালাই পড়েছে। মন্দিরের পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে বছর খানেক আগেই। আগের থেকে মন্দির বেশ প্রশস্ত হয়েছে। মন্দিরে ঢোকার দুপাশে প্রতিবারের মত হাজির নাগা সাধুদের দল। প্রায় ৫০টিরও বেশি ছোট ছোট হোগলার ঘরে ঠাঁই নিয়েছেন তাঁরা। দীপাবলীর পর ভিন রাজ্যের সাধুদল গঙ্গাসাগরে চলে আসতে শুরু করেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রতিবারের মত হরিদ্বারের নাগাবাবা পুরুষোত্তম গিরি চলে এসেছেন। সঙ্গে নাগাবাবা নারায়ণ গিরিরাও। পুরুষোত্তম গিরির গলায়ও এবার বেশ আশার সুর ধরা পড়ল। তিনি জানালেন, 'এবার কুম্ভ মেলা নেই। আগে থেকে গঙ্গাসাগরে আসাও অনেক সহজ হয়েছে। ফলে পুণ্যার্থীর ভিড় অন্যবারের তুলনায় এবার বাড়বে। তবে রাজ্যে সাম্প্রতিক নাশকতার খবরে বিচলিত হতে পারেন ভিন রাজ্যের পুণ্যার্থীরা।'

সাগরতটজুড়ে সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে ত্রিফলা আলো লাগানো হয়েছিল গত বছর। এবার মন্দির থেকে তট পর্যন্ত পাকা রাস্তা ও সুদৃশ্য গাছ লাগানো বুলেভার্ড। দুপাশে সারি দিয়ে মনোহারি, শাঁখ, রুদ্রাক্ষের মালার দোকানিরা পসরা নিয়ে হাজির।

মেলা শুরু হওয়ার আগেই সমুদ্রতট জুড়ে পুজারী, পুণ্যার্থী, ভিখারীর দল এবং বিচ ফোটোগ্রাফদের ভিড় দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রস্নান করছেন পুণ্যার্থীরা। ইতিমধ্যে ভিন রাজ্যের ও জেলার পুণ্যার্থীরা উৎসবে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন।

তটের একপাশে দুপুরের তপ্তবালিতে রক্তবর্ণের পোশাক পরিহিত লালবাবার ভাণ্ডারায় সাধু থেকে ভিখিরিদের ভিড়। এরকম অসংখ্য অসম ছবির কোলাজে সেজে উঠেছে পুণ্যভূমি গঙ্গাসাগর।

বিবেক চেতনা উৎসব

গ্রামেও অনেক প্রতিভা আছে: ডেপুটি স্পিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে গত ২ ও ৩ জানুয়ারি যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে বিবেক চেতনা উৎসব সম্পন্ন হল। ২ জানুয়ারি মুচিসা থেকে মশাল দৌড়ের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ উৎসবে উপস্থিত থেকে ছাত্র-যুবকের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন। সোনালী গুহ বলেন, ছাত্র-যুব উৎসবের লক্ষ্য হল গ্রামগঞ্জ থেকে প্রকৃত প্রতিভাদের অন্বেষণ করা। তিনি বলেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আবৃত্তি-গান শুনে আমি অভিভূত। গ্রামেও অনেক প্রতিভা আছে। আমার সাতগাছিয়া এলাকার জন্য গর্ব অনুভব হয়। স্বামীজীকে স্মরণ করে ডেপুটি স্পিকার বলেন, স্বামীজী বলেছিলেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'। তিনি যুব সমাজকে স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হবার ডাক দেন। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বিধায়ক অশোক দেব, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনের সুশান্ত নন্দজী মহারাজ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, বিডিও অমর বিশ্বাস প্রমুখ। ৩ জানুয়ারি সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রতিদিন সাংস্কৃতিক মঞ্চে বাউল ও তরজা গানের ব্যবস্থা ছিল। উৎসবে লোক সমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো। ব্লক যুব আধিকারিক অমিত ঘোষ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শুরু হচ্ছে সঞ্চিতা মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্যতম বড় উৎসব সঞ্চিতা শিশু-কিশোর উৎসব ও মেলা শুরু হচ্ছে আগামী ১২ জানুয়ারি। এবছর এই মেলা ২২তম বর্ষে পদার্পণ করছে। মেলা চলবে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। মেলার কর্ণধার ও আয়োজক সংস্থা সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্রের সম্পাদক স্বপন রায় জানালেন, উৎসবে প্রতি বছরের মতো এবারও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে ঘোড়ার গাড়িতে বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি নিয়ে মশাল দৌড়ের মাধ্যমে মেলার সূচনা হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক মঞ্চে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে। এছাড়াও কৃষি-পুষ্প প্রদর্শনি, সেমিনার, ডেলি শো ও নানা আকর্ষণীয় বিষয় থাকছে। মেলায় কোনও প্রবেশ মূল্য নেই।

গ্রাহক হোন

আলিপুর বার্তার গ্রাহক হতে যোগাযোগ করুন ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

বজবজ-২ নম্বর ব্লক

মাটি, কৃষি, উদ্যান পালন, মৎস ও প্রাণী সম্পদ মেলা ২০১৪

স্থান: বাওয়ালী ফুটবল ক্লাব মাঠ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

তারিখ: ১৯-২১ জানুয়ারি, ২০১৪

বিশেষ আকর্ষণ:
- কৃষিজ (কৃষি, উদ্যান পালন, মৎস ও প্রাণী সম্পদ) দ্রব্য প্রদর্শনী।
- কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ক আলোচনা
- কেসিসি ক্যাম্প
- সরকারি সাহায্যের ফর্ম বিতরণ
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
- ভ্রাম্যমান সম্প্রসারণ যান
- কৃতি কৃষক পুরস্কার প্রদান

সবারে করি আহ্বান

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষি দফতর

টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে দুঃস্থদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিল স্কুলের পড়ুয়ারা

সাবির হোসেন

ডায়মন্ড হারবার : ওরা সকলেই মথুরাপুরের কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। প্রতিদিন স্কুলে আসার পথে গ্রামের গরিব মানুষদের শীত দুর্দশা চোখে পড়ত। কিন্তু প্রত্যেকের পক্ষে শীতবস্ত্র কিনে দেওয়ার সামর্থ্য ওদের নেই। তাই ডিসেম্বরের শুরুতে স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা একটি আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে। ঠিক হয় এক সপ্তাহের টিফিনের কিছু পয়সা বাঁচিয়ে একটি তহবিল তৈরি করবে। সেই তহবিলে সংগৃহীত টাকা দিয়ে গরিব দুঃস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র কিনে দেওয়া হবে। স্কুলের বাকি তিন হাজার ছাত্রছাত্রীকে এই সদিচ্ছার কথা জানিয়ে দেয় তারা। যেমন কথা তেমন কাজ। চলতে থাকে চাঁদা তোলার কাজ। এরপর স্থানীয় ৩০টি গ্রামের ১০১জন দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা।

একাদশ শ্রেণির ছাত্রী দেবপ্রিয়া হালদার বলে, প্রথমে আমাদের ক্লাসের সব বন্ধুরা মিলে টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে কিছু করার কথা ভাবি। কিন্তু কত টাকা উঠবে তা নিয়ে ধন্দে ছিলাম। পরে বিষয়টি স্কুলের শিক্ষক ও সকল ছাত্র-ছাত্রীকে জানাই। পরের বছর আরও বেশি দিন ধরে চাঁদা তুলে বৃহৎ সংখ্যক মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়ার চেষ্টা করব। স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি বলেন, পুরোটাই ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে হয়েছে। আমরা শুধু মনিটরিং করেছি। পরের বছর একটু আরও বৃহত্তর করার চিন্তাভাবনা করছি। শীতবস্ত্র প্রাপক লালপুর বাসিন্দা রহিমা বেওয়া জানালেন, নাতি নাতনির বয়সী কয়েকটা ছেলে মেয়ে গিয়ে আমাদের কষ্টের কথা জেনে এসেছিল। এবার একটি উলের চাদর হাতে তুলে দেয় তারা। সত্যি এবারের শীতের অনেকটাই বাঁচালো এই খুদেরা।

নিখরচায় ৩০ হাজার টাকার স্বাস্থ্য বীমা

কুনাল মালিক, দক্ষিণ ২৪ পরগণা: সম্পূর্ণ নগদ খরচবিহীন স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প পাওয়া যাচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের সদস্যদের। প্রত্যেক বছরে প্রতিটি বিপিএল পরিবার (কর্তা ও নির্ভরশীল নথিভুক্ত সদস্য মিলিয়ে সর্বোচ্চ ৫জনকে) সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করাতে পারবেন। পাশাপাশি বাড়ি থেকে হাসপাতাল বা হাসপাতাল থেকে বাড়িতে যাতায়াতের জন্য প্রত্যেকবার ১০০টাকা, এমনকি বছরে পরিবহণ ব্যয়ের

জন্য অধিকতম ১হাজার টাকা দেওয়া হবে।

বীমাভুক্ত পরিবারকে সুবিধা পাওয়ার জন্য অবশ্যই স্মার্ট কার্ড পেতে হবে। যা সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট পরিবারকে বছরে ৩০ টাকা দিতে হবে। স্মার্ট কার্ড করানোর জন্য নিজ নিজ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে আবেদন করতে হবে। স্মার্ট কার্ডের মেয়াদ এক বছর। স্মার্ট কার্ড নবীকরণের জন্য ফের ৩০ টাকা জমা দিতে হবে। বীমা কোম্পানি দ্বারা নথিভুক্ত হাসপাতালে নিখরচায় এক বছরে ৩০ হাজার টাকার চিকিৎসার পরিষেবা পাবেন। হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়ার সময় স্মার্ট কার্ড সঙ্গে রাখতে হবে।

দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কান্দিতে কারিগরী শিক্ষার কলেজের দাবি

রাজেন্দ্রনাথ দত্ত

কান্দি : এই মহকুমার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সরকারি পলিটেকনিক এমনকি সরকারি আইটিআই পড়তে হলেও ছুটতে হয় জেলা সহ বহরমপুরে কিংবা অন্য জেলায়। জেলার একমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটিও জেলা শহরেই। সেটি আবার বেসরকারি কলেজ অর্থাৎ ব্যয়বহুল। কিন্তু আর্থিক দুরবস্থার কারণে এই মহকুমার অজস্র ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে বহরমপুরে গিয়ে থেকে পড়াশুনো করা অথবা যাতায়াত করাটা অনেকটা সমস্যার। এছাড়া জেলায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় কারিগরী শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে আসন সংখ্যাও কম। কান্দিতে এখন একটি বেসরকারি আইটিআই কলেজ হয়েছে। তার যা খরচ তা এখানকার অধিকাংশ পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। খড়গ্রামের ছাত্র সমরকুমার দাস বলেন, বেসরকারি কলেজে আইটিআই পড়বার সামর্থ্য আমার মতো অনেকেরই নেই। কান্দি অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষই কৃষিজীবী।

অভিভাবকদের বক্তব্য, এইসব পরিবারের ছেলে মেয়েদের পক্ষে জেলা শহর বা ভিন্ন জেলায় গিয়ে পড়াশুনো চালানোটা মুস্কিল। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ওইসব পরিবারের ছেলে মেয়েরা পড়াশুনো করতে পারছে না। এইরকম এক কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা উচ্চপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি পার্থসারথি সেন বললেন, আমি বহরমপুর কলেজে পড়াশোনা করেছি, এইজন্য বাবাকে জমিও বিক্রি করতে হয়েছিল। অনেক পরিবারে মেধাবী সন্তান আছে, কিন্তু এইটুকু সামর্থ্যও নেই। এই মহকুমার ১২টি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভোকেশনাল কোর্স চালু হয়েছে। খড়গ্রাম থানার পুরাপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা ভোকেশনাল বিভাগে কো-অর্ডিনেটর মিহির মণ্ডল বলেন, ভোকেশনালে মর্যাদা আইটিআইয়ের সম মানের নয়। পুরপাড়া স্কুলটি এবছর পাইলট প্রোজেক্টের অনুমোদন পেয়েছে।

কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি ব্লকে একটি করে আইটিআই কলেজ গড়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কান্দিতে হওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তাঁর অভিযোগ, এখানে কংগ্রেস সমর্থনের পাল্লা ভারী তাই এখানে কলেজ গড়ার সম্ভাবনা খুব কম। বিধায়কের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে কান্দি মহকুমা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বললেন, ওঁরা সব বিষয়ে রাজনীতি দেখেন। আমরা উন্নয়নের পক্ষে। কান্দিতে আইটিআই কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মন্ত্রী পর্যায় আলোচনা হয়েছে। সিপিএমের কান্দি জোনাল কমিটির শোভাকর পাল বলেন, এলাকায় কলেজ গড়ে ওঠা খুবই প্রয়োজন। তাহলে এখানে কারখানাও তৈরি হতে পারে। এক্ষেত্রে এলাকার আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে।

পুড়িয়ে মারার অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা : পুড়িয়ে মারার অভিযোগে স্বামীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ২৭ ডিসেম্বর ক্যানিং থানার মিটাখালি গ্রামের কল্পনা দেবীর (৩২) আর্তনাদ শুনে প্রতিবেশীরা ওই বাড়িতে ছুটে গিয়ে দেখতে পান গৃহবধূ আগুনে পুড়ছেন। একদিনের মাথায় হাসপাতালে মারা যায় ওই গৃহবধূ। কল্পনাদেবীর বাপের বাড়ির তরফ থেকে স্বামী বরুণ নস্করের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়।

গঙ্গাসাগরের মুখে বেহাল ডায়মন্ডহারবার রোড

অভিমন্যু দাস

শুরু হতে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সবচেয়ে বৃহৎ উৎসব গঙ্গাসাগর মেলা। সেখানে প্রতিবছরই কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। এবারও তাঁর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কলকাতার সঙ্গে গঙ্গাসাগরে যাবার মূল সংযোগ রাস্তা হল ডায়মন্ডহারবার রোড। অথচ এই রাস্তার হাল এবার সাংঘাতিক খারাপ। বেহালা চৌরাস্তা থেকে জোকা পর্যন্ত রাস্তার দশা একেবারে বেহাল। জোকা-বিবাদিবাগ মেট্রো প্রকল্পের কাজের জন্য ডায়মন্ডহারবার রোডের উপর ট্রামলাইন বরাবর রাস্তা এখনও খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। ফলে রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। এর ওপর জলের পাইপ লাইনে ফাটল ধরায় সেই রাস্তা আরও ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। এই রাস্তার পাশে কোথাও বালি পাথর পড়ে আছে। আবার ট্রামলাইনের লোহাও পড়ে আছে। মেট্রোর কাজ এবং পাইপ লাইনের কাজ একসঙ্গে হবার ফলে বহু অংশ দিয়ে গাড়ি চলার ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রতিদিনই যানজটের দরুণ সাধারণ মানুষের দুর্ভেগের শেষ থাকছে না। একইরকম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন বাস অটো চালকরা। প্রতিদিন এই বেহাল রাস্তার জন্য ঘটছে ছোটবড় নানান দুর্ঘটনা। দিন কয়েক আগে রাস্তার ওপর ছড়িয়ে থাকা ইটের টুকরো গাড়ির চাকার তলায় পড়ে ছিটকে এক পথচলতি মহিলার মাথায় আঘাত লাগে এবং গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। এইরকম ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই এখন বেহালাবাসীর নিত্য সঙ্গী। যানজট প্রসঙ্গে ম্যান্টনের বাসিন্দা দেবরঞ্জন দেব জানালেন, 'গাড়ি নিয়ে বেহালার রাস্তায় চলা এখন আতঙ্কের বিষয়। যানজট ও দুর্ঘটনা নিত্যসঙ্গী। খারাপ রাস্তার দরুণ গাড়ির অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।' বেহাল রাস্তার বিষয়ে চৌরাস্তা-রাসবিহারী রুটের এক অটোচালক শিবু

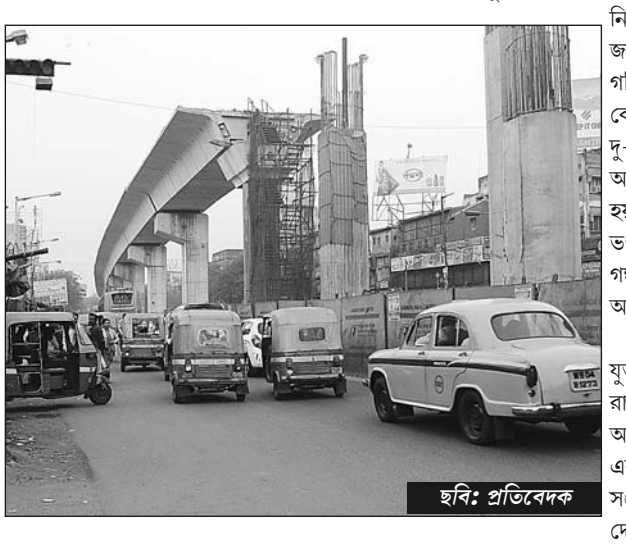

কর্মকার জানালেন, রাস্তার হাল খারাপ হয়ে যাবার ফলে অটোর সংখ্যা রাস্তায় কমে গিয়েছে। আমাদের অনেক ঘুরে যেতে হয় বলে যাত্রীদের সঙ্গে প্রতিদিন অশান্তি হচ্ছে। এভাবে বেশিদিন চললে গাড়ি চালানো বন্ধ করে দিতে হবে।' বেহালা অঞ্চলের এক কর্তব্যরত ট্রাফিক সার্জেন্ট মনোজ শর্মা জানালেন, 'আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। কিন্তু রাস্তার যা অবস্থা আর গাড়ি যা চাপ তাতে সমস্যা তো হচ্ছেই। গঙ্গাসাগরের সময় গাড়ির চাপ আরও বাড়বে। জানি না তখন কীভাবে রাস্তা সামলাবো।' এই বেহালা রুটের একটি বেসরকারি মিনিবাসের চালক সুবল কুণ্ডুর গলায় একই কথা শোনা যায়। বেহালা থানার বাসিন্দা পম্পা মৌলিক জানালেন, প্রতিদিন সকালে অফিসে যাবার জন্য একঘন্টা অতিরিক্ত সময় হাতে নিয়ে বের হতে হয়। আর রাতে ফেরার জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত টাকা। কারণ গড়িয়াহাট থেকে এক অটোতে কোনওদিনই আসা সম্ভব হয় না। ফলে দু-তিনটি ব্রেক করে আসতে হয়। অনেক সময় অতিরিক্ত ভাড়াও দিতে হয়। কবে যে মেট্রোর কাজ শেষ হবে ভগবানই জানেন। এর ওপর আবার গঙ্গাসাগর মেলা আসছে। তখনতো আরও সমস্যা বাড়বে।

শুধু যানজট সমস্যা নয় এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধুলোর সমস্যা। গোটা রাস্তায় এতো ধূলো আর বালিতে আকাশ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। বেহালা বাজারের এক ফাস্টফুডের দোকানের মালিক সঞ্জয় দলুই জানালেন, ধুলোর উৎপাতে দোকানপাট খুলে রাখাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাস্টোমার কমে যাচ্ছে। রেলের তরফে রাস্তায় জল ঢালার ব্যবস্থা হচ্ছে বটে, কিন্তু ঘন্টাখানেকের মধ্যেই তা শুকিয়ে ফের ধুলো উড়ছে। ফলে ব্যবসার সাংঘাতিকভাবে ক্ষতি হচ্ছে। এই পরিস্থিতি গঙ্গাসাগরের সময় আরও ভয়ঙ্কর রূপ নেবে। ডায়মন্ডহারবার রোডের এই বেহাল দশা নিয়ে প্রশাসনের কিন্তু কোনও হেলদোল নেই। অথচ এটি এখন জাতীয় সড়ক।

প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন

একের পাতার পর

দাঁড়ানোর (শারীরিক কারণে) ঝুঁকি নিতে পারবেন কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অন্যদিকে দাদা রাহুল গান্ধীর ওপর কোনও ভরসা করতে পারছে না কংগ্রেস তথা দেশের অধিকাংশ মানুষ। তাহলে কি প্রিয়াঙ্কা বঢ়রা গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে কাঁটার মতো বিঁধে রয়েছেন রবার্ট বঢ়রা। কমনওয়েলথ গেমস বা কয়েকটি জমি বন্টনের ক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে কান পাতলেই শোনা যাবে নানান দুর্নীতির অভিযোগ।

গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো, কংগ্রেসের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে সাম্প্রতিক কয়লা কেলেঙ্কারি। কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টের কাছে স্বীকার করে নিয়েছে, কয়লা ক্ষেত্রে বন্টনে বেশ কিছু অনিয়ম হয়েছে। অতি সম্প্রতি ভারতের এ্যাটর্নি জেনারেল জি.ই. বাহনবতি কেন্দ্রীয় সরকারকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, ২০০৫ সাল থেকে যে সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত সংস্থাকে কয়লাখনি বন্টনের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি বাতিল করে দেওয়া হোক। তবে এই ধরনের নির্দেশ তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যারা এখনও মাইনিং লাইসেন্স হিসেবে সেগুলি পরিবর্তন করিয়ে নিতে পারেনি। অর্থাৎ কংগ্রেসের কাছে দুর্নীতি আর নিত্যপ্রয়োজনী জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধি লোকসভার নির্বাচনে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে বিষয়ে কারোরই বোধহয় কোনও সন্দেহ নেই।

দেশের একজন খ্যাতনামা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি একটি ঘরোয়া আলোচনায় কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন, এদেশে এখন পুরোপুরি সৎ হিসেবে কাউকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তারই মধ্যে দেখতে হবে, কোন নেতা বা নেত্রী, কত কম অসৎ। তাই প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে কংগ্রেসের উচ্চমহলে মাঝে মধ্যেই উঠে আসছে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী তথা ১০ জনপথের অত্যন্ত কাছের মানুষ হিসেবে চিহ্নিত এ.কে. এ্যান্টনী'র নাম।

এ.কে. এ্যান্টনী

অরবিন্দ কেজরিওয়াল

এ.কে. এ্যান্টনী'র নাম শুনে অনেকেই ভ্রুকুঞ্চিত করলেও রাহুল গান্ধী তাঁকে প্রার্থী করা যায় কিনা, এ বিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে একটি নামকরা এজেন্সিকে দিয়ে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করলে কিফল হতে পারে, সে নিয়ে একটি সার্ভেও করানো হয়েছে। যতদূর জানা গিয়েছে, এজেন্সির রিপোর্টে এ.কে. এ্যান্টনীকে একেবারে প্রত্যাখান করা হয়নি। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এরও এক সময় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মতো তেমন কোনও গ্ল্যামার ছিল না। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ ভারত থেকে (আংশিকভাবে পি.ভি নরসিমা রাও ছাড়া) আর কাউকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করা হয়নি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, শ্রী অ্যান্টনী ১০, জনপথের একান্ত আস্থাভাজন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হলে তাঁকে 'ট্যাকল' করতে গান্ধী পরিবারের কোনও অসুবিধা হবে না। প্রিয়াঙ্কা বঢ়রা গান্ধী কিংবা এ.কে. এ্যান্টনীর নাম প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হলে, লোকসভা নির্বাচনের সময় তিনি কোন ভূমিকা থাকবেন। সম্প্রতি দলের সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদক এবং বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে, সংগঠনের কাজে আরও মনোনিবেশ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন রাহুল।

রাজধানীর রাজনীতিতে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে আম আদমি পার্টির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বর্তমানে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পক্ষে দাবি ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠছে। দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এমনকী পাঞ্জাব থেকে আম আদমি পার্টির পক্ষে প্রার্থী দেওয়া হতে পারে এবং একটি সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী তারা একশোটি আসন পেতে পারেন বলেও জানানো হয়েছে।

দিল্লির রাজনীতি নাকি সকালে যা থাকে, বিকেলে ঠিক তার উল্টো দিকে প্রবাহিত হয়। এখন সব খবরের জন্য তাকিয়ে থাকতে হবে ১৭ জানুয়ারির দিকে যেদিন এআইসিসি-র কর্মসমিতির বৈঠকে ঠিক হবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে হবেন।

নেতাজীর বাড়ি সংস্কারে মমতা

একের পাতার পর

ওয়ার্ডের পৌরপিতা ডাঃ পল্লব দাস, ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা অমিতাভ চৌধুরী, রাজপুর টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শিবদাস ঘোষ। নেতাজীর মূর্তির পাদদেশে মোমবাতি জ্বালিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রণাম করেন। তারপর বলেন, নেতাজীর বাড়ি এভাবে ভগ্নদশায় রয়েছে ও ভেঙে পড়েছে এটা আমাদের লজ্জা।

এই বাড়িটিকে হেরিটেজ বিল্ডিং হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সংস্কারের জন্য ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেন। পরদিন বারুইপুর মহকুমা শাসক পার্থ আচারিয়া স্থানীয় দুই পৌরপিতার সঙ্গে সংস্কারের পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলে কাজ শুরু করান। সিমেন্ট না ব্যবহার করে চুন, সুড়কি দিয়েই বাড়িটি পুরনো আমলে যেমন ছিল হুবহু সেই রূপ ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নেতাজীর পৈতৃক বাড়ি শুধু নয় এলাকার রাস্তা সংস্কার করে সম্পূর্ণ বোস পাড়া ত্রিফলা আলো দিয়ে ঘিরে ফেলা হবে। পাকা করা হচ্ছে স্থানীয় নর্দমা। তিন রাস্তার মোড়ে নেতাজীর নামে সতেরো ফুট উঁচু তোরণ তৈরি হচ্ছে। পাশের পুকুরটির চারিপাশ আলোয় সুসজ্জিত করে বসার জায়গা নির্মাণ করা

নেতাজীর বাড়ি সংস্কারের আলোচনা চলছে। ছবিঃ শঙ্কর হালদার

হচ্ছে। রাজপুর সোনারপুর উপপৌরপ্রধান অমিতাভ চৌধুরী বললেন, এতকাল কোনও রাজনৈতিক দল এই বাড়িটিকে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেনি। কিন্তু আজ থেকে ২০ বছর আগে মমতা দেবী নিজেই উপস্থিত হয়েছিলেন এখানে নেতাজীর জন্মজয়ন্তী পালন করতে।

অবস্থা সঙ্কটজনক

একের পাতার পর

রক্তচাপ, হৃদস্পন্দনের হার এবং রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক থাকলেও তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস মাঝে মধ্যেই ওঠানামা করছে। অক্সিজেন গ্রহণের হার গতিপ্রকৃতি পরিবর্তন করার ফলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাঁকে নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনে রাখা হচ্ছে। তাঁকে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার তাঁকে দেখতে আবার হাসপাতালে গিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, শ্রীমতী সেনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, কথাও হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ব্যায়ামের সাহায্যে তাঁর জমে থাকা কফ বার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। শুক্রবার সকালে তাঁকে সামান্য নরম খাবার দেওয়া হয়েছে। তেরো দিন আগে তাঁকে যখন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় সেই থেকে ফুসফুসের অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি।

নেবুলাইজার দশ মিনিটের বেশি সময় ধরে তিনি নিতে পারছেন না। বর্তমানে মহানায়িকা হাসপাতালের তিনতলার আই.টি.ইউ'তে সাত নম্বর ঘরে রাখা হয়েছে। অবস্থার কিছুটা অবনতি হওয়ায় প্রায় দিনরাত হাসপাতালে রয়েছেন কন্যা মুনমুন সেন, নাতনি রাইমা ও রিয়া সেন।

বাস্তুশাস্ত্রে তুলসীপাতার প্রভাব

ইদানীংকালে দূষণ নিয়ন্ত্রণের নানান ধরনের প্রতিষেধক বাজারে চালু আছে। অনেকক্ষেত্রে তার মধ্যে অনেকগুলি খুবই ব্যয়সাধ্য। সেই দিক থেকে দূষণ নিয়ন্ত্রণে তুলসীপাতা প্রায় নিখরচায় ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে, যেখানে কোনও বাড়ির বাইরে একটি তুলসীমঞ্চ তৈরি করে সেখানে তুলসীগাছ রাখা হয়, সেখানে ঘরের মধ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণে কি ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব? এই ব্যাপারে বাস্তুশাস্ত্রে কিছু বিশেষ নির্দেশ দেওয়া আছে। তা হল, যে কোনও পরিষ্কার পাত্রে (কাচের পাত্র হলে ভাল হয়) রেখে বসার এবং শোওয়ার ঘরে রেখে দেওয়া যেতে পারে। তারপর সন্ধ্যার সময় তুলসীগাছ রাখা পাত্রটিকে ঘরের বাইরে এনে একটি খোলা জায়গায় রাখতে হবে। তারপর সকাল হলেই তা আবার ঘরে রাখা যেতে পারে। ২৪ ঘণ্টায় এই দু'ধরনের ব্যবস্থায় বাসস্থান দূষণমুক্ত হতে পারে। যারা ফ্ল্যাট বাড়িতে বসবাস করেন, তাদের জায়গার অভাব থাকায় যাতায়াতের পথে বা দরজার সামনে তুলসীগাছ রাখতে পারেন।

দর্শনশাস্ত্রের অধিকারী মানুষজন যাঁরা আর্থিক দিক থেকে সব স্বচ্ছল, তাঁরাও তাদের বাসস্থানের চারদিকে যে খোলা জায়গা থাকে সেখানে তুলসীবন তৈরি করতে উদ্যোগ নেন।

ঘটনাচক্রে লক্ষ্য করা গিয়েছে, এই ধরনের বাসস্থানের অধিকারীদের বেশিরভাগ মানুষই সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করেন।

প্রতিদিন যে ব্যক্তি পাঁচটি করে তুলসীপাতা খান তাঁর শরীরে অনেক গুরুতর রোগ বাসা বাঁধতে পারে না।

যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে খালি পেটে তুলসীপাতার রস খান, তাঁরা শারীরিক, মানসিকভাবে খুবই সুস্থ থাকেন এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন।

তুলসীপাতা নিয়মিতভাবে খেলে দেহের ওজন কমানো বা বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে।

কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলে কয়েকফোঁটা তুলসীপাতার রসে সামান্য নুন মিশিয়ে, তা খাইয়ে দিলে তাঁর জ্ঞান ফিরতে সাহায্য করবে।

চায়ে তুলসীপাতার রস মিশিয়ে খেলে তা শরীরের জ্বর সারাতে সাহায্য করে, ঠাণ্ডা লাগা বা শরীরের ব্যথা বেদনা দূর করতে সাহায্য করে।

১০ গ্রাম তুলসীপাতার রসের ৫ গ্রাম মধু মিশিয়ে খেলে অ্যাজমা এবং হিক্কা থেকে রক্ষা করে।

তুলসীপাতার রসের সঙ্গে সামান্য সৈন্ধব লবণ মিশিয়ে এবং তা শুকিয়ে খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হতে পারে।

দুপুরের খাবার খাওয়ার পর পাঁচটি তুলসীপাতা চিবিয়ে খেলে তা হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও ১০ গ্রাম তুলসীপাতার রস এবং তার সঙ্গে ৫ গ্রাম মধু ও ৫ গ্রাম কালো মরিচ মিশিয়ে খেলে হজমশক্তি বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব।

দূষণযুক্ত জলে কয়েকটি তুলসীপাতা ফেলে দিলে তা পরিশুদ্ধ করা সম্ভব হয়।

কানে কোনও সমস্যা দেখা দিলে তুলসীপাতার রস লাগালে সমস্যার অবসান হয়।

তুলসীপাতা চিবিয়ে খেলে অথবা তা রস করে খেলে বুকের ব্যথা, সর্দি এবং সুগারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

বাস্তুর নানান বিষয়ে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন প্রখ্যাত বাস্তুবিদ প্রতুল চন্দ্র দাশ। চিঠি পাঠানোর ঠিকানা : বাস্তুশাস্ত্র, প্রযত্নে আলিপুর বার্তা, ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৭।

মেলাকে ব্যবহার মমতার

একের পাতার পর

যেন কোনও খামতি না থাকে সে ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। জনস্বাস্থ্য কারিগরী মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি ৭ জানুয়ারি গঙ্গাসাগরে পৌঁছে গিয়েছেন। ওই দিনই তিনি জনস্বাস্থ্য কারিগরী দফতরের কার্যালয় উদ্বোধন করেন। এবার রাজ্য সরকার তীর্থযাত্রীদের বীমার পরিমাণ ২ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছে। হাওড়া স্টেশন থেকে সাগরধাম পর্যন্ত ডায়মণ্ডহারবার রোডের জাতীয় সড়কের পথের মধ্যে অস্থায়ী চিকিৎসা শিবির, পুলিশ চৌকি, সিভিক পুলিশরা বিভিন্ন পরিষেবায় নেমে পড়েছে। রাস্তার পাশে বড় বড় হোর্ডিং-এ মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সহ হিন্দি বাংলায় তীর্থযাত্রীদের স্বাগতম জানানো হয়েছে। অনেকেই বলছেন, দীর্ঘদিন পর যেমন গঙ্গাসাগরে মকরসংক্রান্তির পুণ্য স্নানের মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছে, তেমনি এবার লোকসভা নির্বাচনের পরে বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণ আসতে পারে। যে ক্ষণে মমতা ব্যানার্জি ভারতের প্রধানমন্ত্রীও হয়ে যেতে পারেন। তাই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম সুপ্রিমো এবং তাঁর পরিষদরা কাজে লাগিয়ে মমতা ব্যানার্জির 'ইমেজ'কে তুলে ধরার সুযোগ হারাতে চাইবেন না এটাই স্বাভাবিক।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা,১১ জানুয়ারি-১৭ জানুয়ারি, ২০১৪

নতুন ভারত নির্মাণে তিনিই আজও প্রেরণা

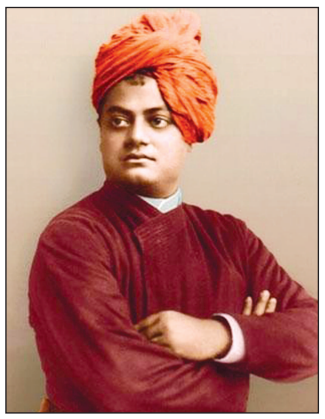

গ্রে স্ট্রিটে সেদিন সকালে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে বাড়িটিকে। তন্ন তন্ন করে তল্লাসী চলছে ঘর। তারা গ্রেফতার করতে এসেছে বাংলার বিপ্লবীদের প্রধান পরামর্শদাতা অরবিন্দ ঘোষকে। গোটা বাড়ি খুঁজে কিছুই পাওয়া গেল না। হঠাৎ দেখা গেল একটা ছোট কৌটো। কৌটোর মধ্যে দানা জাতীয় কিছু ভরা। পুলিশ অফিসার লাফিয়ে উঠলেন আবিষ্কারের আনন্দে। এ নিশ্চয় বোমার মশলা। কিন্তু হাত দিয়ে দেখা গেল স্রেফ ঝুরঝুরে কিছু মাটি। শ্রী অরবিন্দকে পুলিশ জিজ্ঞাসা করল, এগুলি কি ? অরবিন্দ বললেন, ওটা তো বোমার মশলাই, দক্ষিণেশ্বরের মাটি। পুলিশ জিজ্ঞাসা করেন, তার মানে ? অরবিন্দ হেসে উত্তর দিলেন, ওখানকার সবচেয়ে বড় বোমাটার নাম জানেন না! নরেন্দ্রনাথ দত্ত অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক পথ নির্ধারিত হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণাতেই। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের যে দিশা তিনি দেখিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর ১১২ বছর পরেও দেখা যাচ্ছে সেটি ভারতের সঠিক পথ। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন কয়েকদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তথাকথিত বামপন্থা এবং দক্ষিণপন্থা এই দুটি বিপরীতমুখী রাজনৈতিক দর্শন যা ভারতবর্ষের বিভিন্ন দল অনুসরণ করার চেষ্টা করে আসছে তার কোনটিই কিন্তু ভারতের ঐতিহ্য ও ইতিহাস থেকে উদ্ভুত নয়। ধর্মপ্রাণতা, জীবজ্ঞানে শিব সেবা এবং নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতীয় সমাজকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে গেলে সঠিক পন্থা নির্ধারণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, শূদ্র জাগরণের কথা। কালমার্কসের দাস ক্যাপিটাল তখন সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। স্বামীজী তাঁর দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেননি। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস, সমাজ পরিবর্তন এবং মানব সভ্যতার কয়েক হাজার বছরের দর্শন বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছিলেন, ব্রাহ্মণ্যবাদ, ক্ষত্রিয় শক্তির আধিপত্য, বৈশ্য সভ্যতার পর শূদ্রদের জাগরণ অবশ্যম্ভাবী। মার্কসীয় দর্শনেও একইভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে পুরোহিত তন্ত্র, সামন্ত্রতান্ত্রিক শাসনের পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের ফলে কীভাবে ধীরে ধীরে বুর্জোয়া সমাজের উত্থান হচ্ছে। এই বুর্জোয়া সমাজের বাজার দখলের লড়াই থেকেই মাথা তুলবে অবহেলিত, নিপীড়িত শ্রমিক ও কৃষক সমাজ। মানব সভ্যতা তার সার্থক রূপ নেবে এক মহান বিপ্লবের পর সাম্যবাদী সমাজে পরিণত হয়ে। অর্থাৎ ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন ও সমাজ ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে বিবেকানন্দই প্রথম বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের দিশা দেখিয়েছিলেন। তিনি তার লেখনীতে বলেছিলেন নতুন ভারত জন্ম নেবে চাষার কুটির থেকে, নিম্নবর্গীয় শোষিত মানব সমাজের জাগরণের মধ্য দিয়ে। সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়াররূপে তিনি পদ দেখিয়েছিলেন শিক্ষাবিস্তার, নারীমুক্তি ও যুব সমাজের জাগরণকে সঠিকভাবে ব্যবহারের দিশা নির্দেশ করে। এই শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর গুরু দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের সেই পাগলা ঠাকুরের কাছ থেকে।

আজকে সমগ্র বিশ্বকে যে সমস্যা সবথেকে বিদীর্ণ করছে তা হল ধর্মীয় সন্ত্রাস। অপরদিকে আমরা দেখছি ভারতবর্ষেও একাধিক জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে মানুষকে শোষণ করার পথ খুঁজে নিচ্ছে কুটিল স্বার্থান্বেষী এক শ্রেণির প্রভাবশালী মানুষ। আজ থেকে শতাধিক বর্ষ আগে দক্ষিণেশ্বরের সেই মানুষটি শ্রীরামকৃষ্ণ দেব কিন্তু ভারত তথা সমগ্র বিশ্বকে এই সংকট থেকে মুক্তির দিগন্ত দেখিয়েছিলেন, 'যত মত তত পথ' এই বাণীটি উচ্চারণ করে। তিনি অত্যন্ত সহজ ভাষায় বলেছিলেন, সবাই তো একটা পানীয় খেতে চায় তা হল জল। তাকে কেউ বলছে পানি, কেউ বলছে ওয়াটার। আদতে ঈশ্বর-আল্লা-গড সকলই তো একই পরমাত্মার বিভিন্ন নাম। অথচ মানুষের সরল বিশ্বাসকে বিভ্রান্ত করে স্বার্থান্বেষী, প্রভাবশালী কিছু মানুষ কোটি কোটি মানুষের চরম সর্বনাশ করে চলেছে। তাই স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষের পূর্ণ লগ্নে দাঁড়িয়ে একটা কথাই হৃদয়ঙ্গম করতে বাধ্য হচ্ছি আজকে দুর্নীতিগ্রস্থ এবং হিংসা জর্জরিত ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে পারলে তবেই একবিংশ শতাব্দীতে ভারত উন্নয়নের পথে এগোতে পারবে।

অন্যায় করেছেন মধ্যমগ্রামে নির্যাতিতার বাবা-মা ! !

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

সাংঘাতিক অন্যায় করেছেন মধ্যমগ্রামে ধর্ষিতা-নির্যাতিতার বাবা-মা। কারণ, তাঁরা এবং তাঁদের মৃতা মেয়ে রাজ্য প্রশাসনের কাছে লাঞ্ছনার অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তাঁদের অপরাধ, জন্মসূত্রে বিহারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা এ রাজ্যে বসবাস করছেন। স্বাভাবিকভাবেই ঠিক কাজ করেছেন স্থানীয় প্রশাসনের একাংশ এবং সেখানকার তথাকথিত গুণ্ডা বদমাইশরা। আর মিডিয়াকেও বলিহারি যাই। তারাও আদাজল খেয়ে উঠে পড়েছে এই ঘটনায় রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার কাজে। একদিন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে একজন ধর্ষিতা মূক-বধির মহিলাকে নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংসে গিয়েছিলেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সেদিনের শাসকেরা তাঁকে চুলের মুঠি ধরে রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে টানতে টানতে বের করে দিয়েছিলেন। যাঁরা জানেন না, তাঁদের উদ্দেশে বলছি, মমতা ব্যানার্জি একটি অতি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা মহিলা। জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকার জন্য তাঁর লড়াই ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে চিরদিন সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। কিন্তু তাঁর রাজত্বে এরকম অরাজকতার নজির সৃষ্টি হবে কেন। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের পেশ করা তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতীরা সিপিআই (এম)-এর সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত। তাহলে তারা কি করে প্রথমবার মেয়েটিকে গণধর্ষণ করার পর আবার তাঁকে গণধর্ষণ করার মানসিক জোর পায়। বলাবাহুল্য, প্রথমবার গণধর্ষিতা হওয়ার পরে মেয়েটি স্থানীয় থানায় সব তথ্য, দুষ্কৃতীদের নাম-ধাম জানিয়ে এফআইআর করেছিল। মেয়েটি প্রথমবার গণধর্ষিতা হওয়ার পর পুলিশ কি করছিল ? এরপর দুষ্কৃতীরা পুলিশের কাছে নালিশ জানানোর অপরাধে আবার তাঁকে গণধর্ষণ করে।

একেবারে হতদরিদ্র পরিবার। বাবার ট্যাক্সি চালানোর আয়ের ওপর তিনটে পেট চলে। ভয়ে, আতঙ্কে পরিবারের মধ্যমগ্রামের মতিলাল কলোনীর বস্তির ঘরে তাদের যাবতীয় জিনিসপত্র ফেলে রেখে কোনওমতে পালিয়ে এসে বাসা ভাড়া নেয় দমদম বিমানবন্দরের পিছনে আড়াই নম্বর গেটের কাছে। সেখানেও নিস্তার মেলেনি তাঁদের ধর্ষিতার মৃত্যুকালীন জবানবন্দি মারফৎ জানা যায়, দুষ্কৃতীরা তাঁর গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে মেরেছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায়, মৃত্যুর আগে সে অন্তঃসত্তা হয়ে পড়েছিল।

কোনও সন্দেহ নেই, এই অসহায় মেয়েটির মৃতদেহ নিয়ে সিপিআই(এম) তথা তাদের শাখা সংগঠনে 'সিটু' যা করেছে, তা কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না। মৃতার 'ডেথ সার্টিফিকেট' হাতে করে টিভি'র পর্দায় সদম্ভে দেখিয়েছেন সিটু নেতা শ্যামল চক্রবর্তী। পুলিশের পক্ষ থেকে মধ্যমগ্রামে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার পরে তা জোর করে নিয়ে আসা হয় নিমতলা মহাশ্মশানে। উদ্দেশ্য খুব পরিস্কার। যেনতেন প্রকারে মৃতদেহ সৎকার করে দিতে পারলে সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে। কিন্তু যাদের মেয়ে তাদের হাতে মৃতদেহ কেন তুলে দেয়নি পুলিশ বা সিপিআই(এম)। এর পরে আর একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে মধ্যমগ্রামে। হতভাগ্য মেয়েটির বাবা অভিযোগ করেছেন, বেশ কয়েকজন পুলিশ অফিসার ও স্থানীয় কিছু মানুষ তাঁদের বলেন, এ-রাজ্যে তাঁদের আর থাকা চলবে না। চলে যেতে হবে বিহারে। এই অভিযোগ শুনে চমকে ওঠেন আপামর দেশবাসী। লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায় এ-রাজ্যের সংবেদনশীল মানুষজনের।

একথা ঠিক, এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতীরা ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। কিন্তু প্রথমবার গণধর্ষিতা হওয়ার পর কি করছিল প্রশাসন। গুণ্ডা-বদমাইশদের সাকরেদ পশ্চিমবঙ্গের কিছু তাঁবেদার পুলিশ যে ন্যাক্কার জনক খেলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তা হয়ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর জানা নেই। তাই ধর্ষকেরা যদি গ্রেফতার হতে পারের তাহলে সমদোষে দোষী পুলিশদের কেন হাজতে পাঠানো হবে না ? গরিবের ভগবান মমতা ব্যানার্জি তো নিশ্চয়ই জানেন, পুলিশ সুযোগ পেলেই কি ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে ? অতীতে এই পুলিশই বারবার তাঁকে 'হ্যারাস' করেছে। এই পুলিশই শুধু তাঁর নামে নয়, তাঁর আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবদের নামে অসংখ্য ভুয়ো কেস দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, একটি পনেরো বছরের মেয়ে ধর্ষিতা হওয়ার পর কেন বিচার পাবে না। আরও উল্লেখ, কেন তাঁর বাবা-মাকে এ-রাজ্য ছেড়ে বিহারে চলে যেতে হবে। কারা বলেছে এধরনের কথা, এখনই তাদের খুঁজে বের করে চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। আর একটি ফুলের মতো মেয়ের মৃতদেহ নিয়ে বন্ধ হোক সিপিআই(এম) আর পুলিশের নোংরা খেলা।

অন্য খবর

কলকাতায় ১৬ ডিসেম্বর ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির উদ্যোগে বাংলাদেশের বিজয় দিবস পালন

দিলীপ কুমার দাস: গত ১৬ ডিসেম্বর পার্কস্ট্রিটের জহরলাল নেহেরুর মূর্তির পাদদেশ থেকে ফোর্ট উইলিয়ামের বিজয়ী মঞ্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহিদের স্মৃতিতে মোমবাতি হাতে মৌনমিছিল অংশগ্রহণ করেন সমিতির সম্পাদক অজয় দে, জয়ন্ত দত্ত, গৌর সাহা সহ অজস্র মানুষ। ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করে। এই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২০১৩-র ২০ ডিসেম্বর সমিতির উদ্যোগে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ সৌগত রায়, বিধায়ক অসিত মিত্র, বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও মুক্তি যোদ্ধা শাহরিয়ার কবির, সাংবাদিক নাইম নাজিম, বাংলাদেশের কলকাতা হাইকমিশনের প্রতিনিধি প্রমুখ। বক্তাদের মধ্যে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অতিথি দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়রা মৌলবাদীরা দুর্বিনীত, সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ও পশ্চিমবঙ্গবাসীদের পক্ষে বাংলাদেশের শেখ হাসিনার সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের সমর্থন করে তাঁরা বলেন, এ রাজ্যবাসীদের বিশ্বাস বাংলাদেশ সরকার এ সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট পারদর্শী। জেহাদি সন্ত্রাসবাদকে দমন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য প্রয়োজন কিন্তু তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারে অন্ধকারে রেখে নয়। কারণ প্রায় ১৪০০ কিলোমিটার বাংলাদেশ সীমান্তের একটা বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গে দিকে।

বাংলাদেশের দুই বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং আইনজীবী সামসুল হক , তিনজনেই ভারতের অতীত দিনের বিভিন্ন সহায়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভারতের পদক্ষেপে তাঁরা কৃতজ্ঞ। বর্তমানের ক্রমবর্ধমান জঙ্গি আনে দালন দমন করার জন্য ভারতের কাছ থেকে সাহায্য প্রয়োজন। তাঁরা এই মুহূর্তে কাদের মোল্লার ফাঁসির পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেন এবং আইএসআই -এর কথা উল্লেখ করে জেহাদিদের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে সকলকে রুখে দাঁড়ানোর আবেদন করেন। সভায় উপস্থিত বক্তা সকলেই তীব্র আবেগপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। সমিতির সভাপতি সাংসদ সৌগত রায় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বহুমুখী ধারার কথা উল্লেখ করে সন্ত্রাসবাদকে নিপাত করার আহ্বান জানালেন।

‘আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনও পদক্ষেপ করতে দ্বিধা করব না’

বাধ্য হয়েই রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন অশোক কুমার গাঙ্গুলী। জনৈক ইনটার্ন মহিলা তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার মৌখিক অভিযোগ জানানোর পর তা লিপিবদ্ধ করে সুপ্রিমকোর্টের তিনজন বিচারপতি অশোক কুমার গাঙ্গুলিকে অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেন। যদিও তারা একথাও বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের কোনও প্রাক্তন বিচারপতির বিচার করার এক্তিয়ার তাদের নেই।

অশোককুমার গাঙ্গুলী

সোমবার ৬ জানুয়ারি, সন্ধ্যায় রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে ইস্তফার চিঠি তুলে দেন প্রক্তন বিচারপতি। তার ২৪ ঘণ্টা পরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অশোক কুমার গাঙ্গুলী বলেন, ‘মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছিলাম। আমি বুঝেছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে তা সম্ভব নয়।’

বুধবার ৮ জানুয়ারি একটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রাক্তন বিচারপতি বলেন, ‘কোনও সন্দেহ নেই এ-রাজ্যে একনায়কতন্ত্র চলছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে রাজনৈতিক দলে একত্রিত হয়ে আমার বিরুদ্ধাচরণ করছে। কিন্তু আমি কোনওদিন কারও চাপের কাছে মাথা নত করিনি। করবও না।’

তাঁর বিরুদ্ধে জনৈকা ইনটার্ন-এর তোলা অভিযোগের প্রত্যুত্তরে অশোক কুমার গাঙ্গুলী বলেন, ‘যদি ওই মহিলা কোনওভাবে যৌন হেনস্থার শিকার হন, তাহলে কেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেননি। তিনি যদি সত্যি হেনস্থার শিকার হয়ে থাকেন, তাহলে কেন দীর্ঘসময় হোটেলের ঘরে বসে ২৫-২৬ পাতা টাইপ করেন। তারপর তিনি ডিনার খেয়ে আমার ঠিক করে দেওয়া গাড়িতে তাঁর নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে যান।’

২০১২ সালের এপ্রিল মাসে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর অশোক কুমার গাঙ্গুলী পশ্চিম মেদিনীপুরের শিলাদিত্য পর্ব, যাদবপুরের অস্বিকেশ পর্ব, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডগোল সহ বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিলেন।

অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি থাকার সময় কেন্দ্রীয় সরকারের ‘টু-জি’ কেলেঙ্কারীসহ একাধিক মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেন। তাই ধরে নেওয়াই যেতে পারে, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর এই আচরণকে ভালভাবে মেনে নেননি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারিণীর বিরুদ্ধে কোনও আইনগত ব্যবস্থা নেবেন কিনা, এই প্রশ্নে শ্রী গাঙ্গুলী বলেন, ‘আমার কর্মজীবন শুরু হয়েছে শিক্ষকতা দিয়ে। তাই আমার ছাত্র বা ছাত্রীর বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনও আইনগত ব্যবস্থা নেব না। কিন্তু কেউ যদি আদালতে আমার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তখন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনও পদক্ষেপ করতে দ্বিধা করব না।’

ওই বৈদুতিন মাধ্যমে শ্রী গাঙ্গুলী একাধিকবার অভিযোগ করে বলেন, ‘সুপ্রিম কোর্ট তাঁর বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ গ্রহম করেছে তা সম্পূর্ণ বেআইনি। এই পদক্ষেপ গ্রহণ করার কোনও অধিকারই তাদের নেই। তিনি আরও বলেন, রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর দু’দিনের পাকিস্তান সফরে গিয়ে কোনও বেআইনি কাজ করেন নি।’

প্রসঙ্গত শ্রী গাঙ্গুলী বলেন, ‘অভিযোগকারিণীর যে অভিযোগের কপি (গোপনীয় বলে) তাঁকে দেওয়া হয়নি, সেই বিষয়টি কলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘এবেলা’য় প্রকাশ হল কি করে।’

প্রাক্তন বিচারপতি অশোক কুমার গাঙ্গুলী সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর পদত্যাগ পত্রে লিখেছেন, ‘আমি জোরের সঙ্গে বলছি, সংবাদপত্র এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগের কথা প্রকাশিত হয়েছে, সে সবই প্রমাণরহিত এবং ভিত্তিহীন। সমস্ত অভিযোগ আমি অস্বীকার করছি।’

উল্লেখ্য বিষয় হল, ওই ইনটার্ন এখনও পুলিশের কাছে কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি। তাই এই বিষয়ে নানান সমালোচনাও বিভিন্ন মহলে শোনা যাচ্ছে।

বায়ো ম্যানেজমেন্টে কলকাতা বিশবাঁও জলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: জলবায়ুর পরিবর্তনে কলকাতার পরিবেশ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা এক অত্যাধুনিক নগরায়নের ফেলে উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল বিপন্ন হচ্ছে। বিনষ্ট হওয়ার মুখে জীবজগতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য। জীব বৈচিত্র্য ধরে রাখতে উদ্যোগী হয়েছে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ (ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশনস)। ভারতসহ বিশ্বের ১৯৩টি (জুলাই, ২০১১ খ্রীস্টাব্দ) দেশ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে চুক্তিও স্বাক্ষর করেছে। এ সংক্রান্ত আইন সংসদে পাসও হয়েছে। তাতে জৈব বৈচিত্র্য ধরে রাখতে পুরসভা ও পঞ্চায়েত স্তরে ‘বায়োডায়ভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি’ গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। যে কমিটির কাজ হবে কোনও একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় প্রাণী ও উদ্ভিদের তালিকা তৈরি করা। যাতে জানা যায়, কোনও কোনও প্রাণী ও উদ্ভিদ কত সংখ্যায় আছে এবং বিপন্ন হলে তার মাত্রাই বা কী রকম। সেই মতো পশ্চিমবঙ্গের ন’টি জেলায় ওই কমিটি গঠিত হলেও কলকাতা জেলায় কলকাতা পুর-কর্তৃপক্ষ উদাসীন। জলবায়ুর পরিবর্তন শহরের পরিবেশে কতটা প্রভাব ফেলেছে, তা অজানাই থেকে যাচ্ছে। অথচ, বর্তমানে পুরসভায় একটি আলাদা ‘পরিবেশ দফতর’ রয়েছে। একজন মেয়র পারিষদও আছেন।

ফলে কলকাতার পরিবেশ বিজ্ঞানীরা উদ্বিগ্ন। এদিকে সেন্টার ফর এনভায়মেন্ট অ্যান্ড ডেভলপমেন্টের ডিরেক্টর আশিস কুমার ঘোষ কলকাতা পুরসভাকে চিঠি দিয়ে কলকাতার জন্য আলাদা ‘বায়োডায়ভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি’ গঠনের অনুরোধ জানিয়েছেন। আবহাওয়ার পরিবর্তন শহরের জীবজগতের কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, তার ওপর নজর রাখতে ‘পিপলস বায়োডাইভার্সিটি রেজিস্টার’ তৈরিরও সুপারিশ করা হয়েছে। শ্রী ঘোষের প্রস্তাবানুযায়ী, ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে মোট সাতজন সদস্য থাকবেন। জলবায়ুর পরিবর্তন রোধে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আরও একটি কমিটি গঠনেরও প্রস্তাব পুর কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের কমিটি গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হল, এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে সংশ্লিষ্ট এলাকার জীব বৈচিত্র্যের ‘রেজিস্টার’ তৈরি করা। অথচ, কলকাতা পুর এলাকায় সেই ভাবনাচিন্তা শুরুই হয়নি। কেবল ‘স্টেট বায়োডায়ভার্সিটি বোর্ডে’র উদ্যোগে কলকাতায় উদ্ভিদ ও প্রাণী-প্রজাতির গণনার কাজ হয়েছে। পরিবেশ রক্ষায় পুরসভার অধীনে ‘পার্ক’ এবং ‘প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইউনিট’ (পিএমইউ) নামক দু’টি দফতর অবশ্য রয়েছে। উদ্যান দফতরের কাজ ‘সবুজ রক্ষা করা’। আর পিএমইউ-এর কাজ ‘জলাশয় রক্ষা করা’। কিন্তু জীবন বৈচিত্র্য রক্ষায় ‘বায়োডাইভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি’ গড়ার কাজ ‘ডাবল’ গোল্লা। উদ্যান দফতরের ‘অফিসার অন স্পেশাল’ (ওএসডি) ডিউটি দেবাশিস চক্রবর্তীর বক্তব্য, ওই ম্যানেজমেন্ট কমিটি বিষয়ে কিছুই বলতে পারব না। তবে রাজ্যস্তরে একটি কমিটি আছে। পিএমইউ দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল সুব্রত কুমার শীল বলেন, বিষয়টি আলোচনার পর্যায়েই রয়েছে। এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু হয়নি।

পুণ্যার্থীদের দুর্ভোগ মেটাতে কটেজ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর: এবছর পুণ্যার্থীদের ভিড় বেশি থাকলেও থাকার ব্যবস্থা নিয়ে খুব একটা বিপাকের মধ্যে পড়তে হবে না তীর্থযাত্রীদের। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে ১২০কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০টি শয্যা বিশিষ্ট ২০টি নির্মাণের কাজ চলছে। যার মধ্যে ৩টি কটেজ সম্পূর্ণ ভাবে নির্মিত হয়ে গিয়েছে। মেলা শুরুর আগেই আরও ১৩টি কটেজ এবং লজ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে আশাবাদী সাগর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান বঙ্কিম হাজরা। ফলে থাকার জায়গা নিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে না পুণ্যার্থীরা বলে আশা করছে প্রশাসন।

কচুবেড়িয়াতে পুণ্যার্থীদের সাহায্যে ব্যস্ত পুলিশ। ছবি: কাকলি পাল

আগে থাকার জায়গার অপ্রতুলতার কারণে সমস্যার মুখোমুখি হতে হত ভিন জেলা ও রাজ্যের পুণ্যার্থীদের। বিগত বাম সরকারের আমলে গঙ্গাসাগরে হাতে গোণা কয়েকটি লজ গড়ে উঠেছিল। প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আমলে ‘সাগর সঙ্গম’ সার্কিট হাউজটির উদ্বোধন হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্থানাভাব মেটেনি। তবে কটেজগুলি মেলার আগে চালু হয়ে গেলে থাকার জায়গা নিয়ে সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে না তীর্থযাত্রীদের।

বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা জানিয়েছেন, বিগত বাম সরকারের ব্যর্থতায় তীর্থযাত্রীদের চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হত। এমনকি পর্যাপ্ত পরিমাণে শৌচালয় পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে ইকোট্যুরিজম আইল্যাণ্ড গড়ে উঠেছে। পানীয় জল এবং শৌচালয়ের অভাব মেটাতে পাইপলাইন এবং শৌচাগার নির্মিত করা হয়েছে। শুধু মকরসংক্রান্তি নয় সারাবছরই পর্যটকের ভিড় বাড়ানোর জন্য হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু করেছে রাজ্য সরকার। এমনকি ঘোড়ায় চড়ে ঘোরার ব্যবস্থা করা হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলায়।

মথুরাপুরের কৃষিমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মথুরাপুর: মঙ্গলবার সকালে মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকে কৃষিখামার মাঠে কৃষিমেলার উদ্বোধন করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সিএম জাটুয়া। এই মেলা শেষ হয় ৯ জানুয়ারি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক সুবল মণ্ডল, ব্লক কৃষি আধিকারিক নিলয় পাইন, বিডিও সৌমেন মাইতি, মহকুমা কৃষি অধিকর্তা ডাঃ আশিস লস্কর। সিএম জাটুয়া বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কৃষকদের সার্বিক উন্নয়নে একের পর এক প্রকল্প ঘোষণা করছেন। ইতিমধ্যে তৈরি হচ্ছে কৃষাণ মাণ্ডি, দেওয়া হয়েছে কৃষাণ ক্রেটিড কার্ড এবং বিতরণ করা হয়েছে পেঁয়াজের বীজ। সুন্দরবনের মাটিতে প্রযুক্তির সাহায্যে কিভাবে উন্নত মানের চাষ করা যায়, সেবিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর আগে বাম আমলের কৃষকরা যে বঞ্চনার মুখোমুখি হয়েছিল তার দিন শেষ।

উপস্থিত ৫০০জন কৃষকের মধ্যে ১০জনের হাতে কৃষাণ ক্রেটিড কার্ড তুলে দেওয়া হয়। তাদের নিয়ে একটি কুইজ প্রতিযোগিতা হয়। এই মেলা ঘিরে এই অঞ্চলে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকদিন অজস্র মানুষের অংশগ্রহণের পাশাপাশি বিশিষ্ট শিল্পীরা মাতিয়ে তোলেন দর্শক ও শ্রোতাদের।

নবান্ন থেকে জেটি উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর: সুন্দরবনের মুড়িগঙ্গা নদীর লট নম্বর ৪ জেটি এবং গঙ্গাসাগরের যুব আবাসনের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন থেকে এই উদ্বোধন করেন তিনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, ১১ মাস ১১ দিনে সেচ ও জনপথ দফতরের উদ্যোগে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন লট নম্বর ৪ জেটি তৈরি করা হয়। ফলে মুড়িগঙ্গা নদী পারাপার আরও সহজ হয়ে গেল যাত্রীদের কাছে। বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা জানিয়েছেন, তিন কোটি টাকা খরচ করে যুব আবাসনটিকে নব কলবরে সাজানো হয়েছে।

এজেন্ট চাই

যারা আলিপুর বার্তার গ্রাহক হতে চান যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে।

ফোন করুন **এই নাম্বারে** ঃ

৯৮৭৪০১৭৭১৬

মহামিলনের শ্রেষ্ঠ তীর্থ গঙ্গাসাগর

গঙ্গাসাগর কপিল মুনির মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি: কুম্ভমেলার মতই পশ্চিমবাংলার সাগরদ্বীপের গঙ্গাসাগর মেলা ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত পুণ্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম। অতীতে সুন্দরবনে ঘেরা সাগর মোহনার এই দ্বীপে এতো দুর্গম ছিল যে সমস্ত ভারতবাসী একটি প্রবাদ আওড়াতেন, 'সবতীর্থ বার বার। গঙ্গা সাগর একবার।' সেই আমলে অনেকেই সারাজীবনের শেষ যাত্রা রূপে বিবেচনা করতেন গঙ্গাসাগর যাত্রাকে। কারণ, জীবন নিয়ে ফিরে আসার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারতেন না। ভোরের কুয়াশায় বহু নৌকাই পথ হারাত। বঙ্কিমচন্দ্রর কপালকুণ্ডলা উপন্যাস শুরু হচ্ছে নৌকারই পথ হারানোর গল্প দিয়ে। সেই সময় আরও একটি কথা প্রচলিত ছিল, তা হল গঙ্গাসাগরের সন্তান বিসর্জন। ব্রিটিশ শাসনকালে আইন করে এই প্রথা রদ করা হয়। সবচেয়ে বড় কথা হাজার হাজার বছর পেরিয়ে গঙ্গাসাগর আজও সমগ্র ভারতবাসীর কাছে তাঁর আবেদন নিয়ে অম্লান মহিমায় বিরাজিত। মেগাস্থিনিস এবং হিউয়েন সাঙ-এর ভারতভ্রমণ বর্ণনায়ও গঙ্গাসাগর স্থান পেয়েছে।

ভগিনী নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'গঙ্গাসাগর মেলা জনচিত্তের একটি আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান। পুণ্যলাভের সংস্কার এক্ষেত্রে একটি গৌণ প্রেরণা। তীর্থযাত্রীরা এই মহামেলায় সমবেত হয়ে সাগরস্নান করে একটি প্রত্যক্ষ আত্মিক পরিতৃপ্ত লাভ করেন। তাঁরা আনন্দময় হয়ে ওঠেন।'

ঊনবিংশ শতকের (১৮৫৫) 'নবদ্বীপ পঞ্জিকা'য় ৩০৯টি মেলার উল্লেখ আছে। ১৯২৯ সালে বাংলার তৎকালীন জনস্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তা ড. এ বেন্টলি তাঁর 'ফেয়ারস অ্যান্ড ফেস্টিভ্যাল অব বেঙ্গল' পুস্তিকায় ৮৪টি মেলার উল্লেখ করেছিলেন। তাও মূলত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মেলাগুলিকে নিয়েই। সব ক্ষেত্রেই গঙ্গাসাগর মেলার উল্লেখ দেখা যায়।

গঙ্গা ও সাগরে মিলনক্ষেত্র-মহাতীর্থ এই সাগরদ্বীপ মহামুনি কপিলদেবের সাধনক্ষেত্র রূপে পরিচিত ছিল। গঙ্গাসাগর নিত্য-তীর্থ রূপে সমগ্র ভারতবাসীর কাছেই সমাদৃত।

পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে শুধুমাত্র ভারতবাসীই নয়, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভ্রমণার্থী, জিজ্ঞাসু, ঐতিহাসিক, সাংবাদিক ভ্রমণার্থীরাও আসেন সাগরমেলায়। যাতায়াত আর একটু সুগম হেলে এবং মাঝারি মানের দু'চারটি হোটেল গড়ে উঠলে, ভ্রমণার্থীদের তীর্থ হয়ে উঠবে সাগর।

গঙ্গাদেবী যাঁর নামে ও কারণে শিবের জটাজাল থেকে মুক্ত হয়ে সাগরে এসে মিলিত হয়েছিলেন, তিনি মহাজ্ঞানী, মহাতপস্বী কপিলদেব। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সিদ্ধগণের মধ্যে প্রধান বলেছেন। স্যাংখ্যবাদীরা বলেন, ভগবান কপিল বিশ্বের আদি বিদ্বান, আদি উপদেষ্টা। তত্ত্বজ্ঞান নিয়েই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর সাংখ্যজ্ঞান প্রাচীনতায় সর্ব বরিষ্ঠ।

ত্রিপথগামিনী গঙ্গা স্বর্গে মন্দাকিনী, পাতালে ভোগবতী এবং মর্তে তাঁকে পথ দেখিয়ে এনেছিলেন ভগীরথ, তাই তাঁর নাম হয়েছিল ভাগীরথী।

জাহ্নবী, বিষ্ণুপদী-এমন আরও অনেক নাম আছে গঙ্গার।

একটি কলুষনাশিনী, সুরেশ্বরী গঙ্গার সাগরসঙ্গতি, অন্যদিক ভগবান কপিলের অধিষ্ঠান-এই মহামিলনের ফলে গঙ্গাসাগরের জলে স্থলে অন্তরীক্ষে-সর্বত্রই মোক্ষ। গঙ্গাসাগর তাই তীর্থগরিমায় পূর্ণ। পুণ্যকামী মানুষ সুদূর অতীত থেকেই এই তীর্থে আসতেন স্নান, দান, যজ্ঞ ও তর্পণের মাধ্যম পুণ্য সঞ্চয়ের বাসনায়।

বর্তমানকালে গঙ্গাসাগরে যাতায়াতে অতীতের সে ভয়াবহতা বা দুশ্চিন্তা কিছুই নেই। ফলে তীর্থযাত্রী থেকে ভ্রমণার্থী সকলের কাছেই গঙ্গাসাগরের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে কাকদ্বীপ লোকাল বা নামখানা লোকাল ট্রেনে দু-আড়াই ঘণ্টায় কাকদ্বীপ স্টেশনে নেমে ভ্যান রিকশা বা বাসে পৌঁছতে হবে লঞ্চঘাট লট নং ৮-এ।

এরপর নয়ের পাতায়

মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে

মহামিলনের শ্রেষ্ঠ তীর্থ গঙ্গাসাগর

আটের পাতার পর

কলকাতা থেকে সোজা বাসে এলে নামতে হবে ‘নতুন রাস্তার মোড়’। সেখান থেকে বাসে বা ভ্যান রিকশায় লট নং ৮-এ পৌঁছনো যায় সহজেই। ট্রেনের

তুলনায় বাসের ভাড়া অনেক বেশি। ধর্মতলা থেকে অনেক সময় ভূতল পরিবহণ নিগমের বাস সোজা আসে লট আটে। জমজমাট চারিদিক। সামান্য হেঁটে লঞ্চ ঘাট। সাধারণ সময়ে লঞ্চের ভাড়া ছিল সাড়ে ছ’টাকা। আধ ঘণ্টার ভ্রমণ। কলকাতা থেকে সাগরতীর্থের দূরত্ব ১২৪ কিমি মাত্র।

লঞ্চ থেকে ওপারে কচুবেড়িয়ায় নেমে আবার চার-পাঁচ মিনিট হেঁটে ডানদিকে বাসস্ট্যান্ড। পথ ৩০ কিমি, ভাড়া ১৫ টাকা। সময় লাগবে একঘণ্টা প্রায়। গাড়িও আছে, তাদের দাবি বা রেট ৫০০-৭০০টাকা। সকালের দিকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ি নিয়ে বার্জে নদী পেরিয়ে সহজেই পৌঁছনো যায় সাগরতীর্থে।

আধঘণ্টা অন্তর যাত্রী-লঞ্চ পারাপার করে সকাল ছ’টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। তবু বিকেলে এড়িয়ে চলাই ভাল। কারণ ভাটার জন্য দুটো-তিনটে সার্ভিসও বন্ধ হয় কখনও কখন। কচুবেড়িয়া থেকে সাগর পর্যন্ত একটানা পিচের রাস্তা, মোটামুটি ভালই।

সাগরতীর্থে থাকার জন্য অনেক ধর্মতলা,মঠ, মন্দির আছে। এগুলির মধ্যে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সর্ববৃহৎ। বিশাল এলাকা, অসংখ্য ঘর, সুন্দর মন্দির। কলকাতায় যোগাযোগ ২১১ রাসবিহারি অ্যাভিনিউ, বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে। সাংখ্য যোগাশ্রম, ওঙ্কারনাথ তীর্থাশ্রম, কপিলকুটির, অসম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, পূর্ণাশ্রম, বাসুদেবানন্দ সৎসঙ্ঘ আশ্রমও, শ্রীগুরু দত্তাত্রেয় আশ্রম, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, সাংখ্য যোগাশ্রম, মোহনানন্দ আশ্রম সহ আরও নানা আশ্রম আছে। আছে রামকৃষ্ণ মঠ আশ্রমও, তবে সেটি বেশ দূরে। এছাড়া সরকারি বিভিন্ন বিভাগের বাংলো আছে। আছে রাজ্য সরকারের যুব আবাস। এটি দোতলা বিশাল বাড়ি। বুকিং হয় কলকাতা থেকে-৩২ বিবিডি বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা-১, টেলিফোন ভবনের ঠিক উল্টোদিকে।

আশ্রম বা মন্দির-যাই হোক সর্বত্রই এখন তাঁদের নির্দিষ্ট দান দিতে হয় কমবেশি ২০০-২৫০ টাকা। ভোজনকে ওঁরা বলেন, ‘প্রসাদ’। তা আজকাল আর বিশেষ পরিচিতি, বিশেষ দাতা ছাড়া অমিল। সে তুলনায় যুব আবাস সবদিক থেকেই ভাল। ওখানে একটি পরিবার আছেন, অর্থের বিনিময়ে তারা সকলের চা থেকে রাতের খাবার সবই করে দেন মোটামুটি ন্যায্য দামে। ডবল বেড স্নানঘর সংলগ্ন ভাড়া ছিল ১৮০ টাকা, ডর্মিটারি ৬০-৭০ টাকা। কপিলমুনির মন্দির এখান থেকে ৫-৭মিনিটের হাঁটা পথ। সর্বত্রই আছে পথ হোটেল। কপিলমুনির মন্দির থেকে সাগরবেলা আধ মাইলের কম নয়। ইট পাতা রাস্তা অনেকটাই। পথের পাশে পাশে অনেক ছোট ছোট দোকান। পূজাসামগ্রী থেকে চা-বিস্কুট-ওমলেট-রুটিতরকারি-লুচি-পরোটা-ভাতডাল-মাছ সবই পাওয়া যায়। পাওয়া যায় প্রচুর ডাব। এই পথের মাঝামাঝি জায়গায় খড়ে ছাওয়া কুটিরের মতো কটেজ আছে-নাম হোগলা কটেজ। জল-বিদ্যুৎ-বাথরুম আছে, ভাড়া ১৫০টাকা। খাওয়া সেই পথ-হোটেলেই।

নতুন বাসস্ট্যান্ডের কাছে কলকাতার বিভিন্ন ব্যবসায়ি সংস্থার ধর্মশালা বা যাত্রীনিবাস আছে। এদেরও কেউ কেউ মেলায় যাত্রীদের আহারও সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে।

স্থানীয় দর্শন ও ভ্রমণের জন্য রিকশা ভ্যানই ভরসা। অনেকেই দেখতে যান লাইট হাউসটি। তবে সময় করে এখানকার প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালাটি দেখে নিতে পারলে খুবই আনন্দ পাওয়া যাবে।

সাগরমেলার সময় (মকর সংক্রান্তি)সব আশ্রম, মঠ, ধর্মশালা সাগরযাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত অস্থায়ী অবাসের ব্যবস্থা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো করেনই। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘও বিশাল আয়োজন করে। বিভিন্ন ভ্রমণ সংস্থা যাত্রীদের নিয়ে সাগর মেলায় যায়। কোনও কোনও সংস্থা টানা বাসে যান। সেক্ষেত্রে নদী পেরবার জন্য আলাদা পারমিট করে নেন। কেউ আবার লঞ্চে যান। মেলায় এদের জন্য স্থান বরাদ্দ থাকে।

কপিলমুণির মন্দির সম্বন্ধে অতীত কথায় জানা যায় যে, খ্রিষ্টীয় ৪৩৭ শতাব্দীতে সাগর সঙ্গমে এক মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সে মন্দির সমুদ্র গ্রাস করে নেয়। বারংবার একই ঘটনা ঘটতে থাকে এবং স্থান পরিবর্তন করে দূরে সরে আসা চলতে থাকে। বর্তমান মন্দিরটির বয়স কম বেশি ৫০।

এই মন্দিরটি নির্মাণে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। মন্দির নির্মাণের পরে মূর্তি স্থানান্তর নিয়ে সমস্যা দেখা দিলে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরাই সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

সাগরতীর্থের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে জানা যায় যে, এইসব অঞ্চল যখন বসতি শূন্য ছিল, তখনও পশ্চিমা সাধুরা নৌকাযোগে সাগরতীর্থে আসতেন। পরবর্তী সময়ে তাই মেদিনীপুরের ধার্মিক রাজা যাদুরাম কাঁথি দরিয়ার পুরঘাট থেকে নৌকাযোগে ওই সাধুদের সাগরতীর্থে যাতায়াতের সুব্যবস্থা করতেন। সেই সঙ্গে খাদ্য-পানীয়, শীতবস্ত্র সহ চিকিৎসারও ব্যবস্থা করতেন। এবং তাঁর সুরক্ষার জন্য সেনাও পাঠাতেন।

পরবর্তী সময়ে এই সাধুদের মধ্য থেকে সীতারাম দাস মহারাজকে তিনি উক্ত মন্দিরের সেবাকাজে নিযুক্ত করেছিলেন। সেই সুদূর অতীত থেকে অদ্যাবধি পর্যায়ক্রমে এই কপিলমুনির মন্দিরের সেবায়েত তথা মালিক অযোধ্যার পঞ্চরামানন্দীয় নির্বাণী আখড়া। এই একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও মেলার সার্বিক ব্যয় ও ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর আয় যায় অযোধ্যার।

মন্দিরের কপিলমুনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট,জটাজুটধারী ও শ্মশ্রুমণ্ডিত শ্রীমূর্তি। বাম হাতে কমণ্ডলু, ডান হাতে জপমালা। মস্তকে পঞ্চনাগ রয়েছেন ছায়াবিস্তার করে। তাঁর ডানদিকে গঙ্গামাতার মূর্তি। দেবী চতুর্ভূজা, মকরবাহিনী। চারটি হাতে তাঁর শঙ্খ, চক্র, রত্নকুম্ভ ও বরাভয়। দেবীর কোলে ভগীরথ। দেবীর বাম পার্শ্বে বীর হনুমান।

কপিলদেবের বামে রয়েছেন রাজা সগর। গঙ্গামায়ের আশীর্বাদ ও জ্ঞানগুরু কপিলদেবের করুণায় তিনি বীতশোক। এই বিগ্রহের বামে সিংহবাহিনী বিশালাক্ষী দেবী। দেবীর চারটি হাতে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র ও পদ্ম। এঁর বামে ইন্দ্রদেব। বাম হাতে তাঁর যজ্ঞীয় অশ্বের বল্গা, কাঁধে তূণাধার, ডানহাতে ধনুক।

মন্দিরে প্রতিদিন প্রত্যুষ থেকে রাত আটটা পর্যন্ত পাঁচবার পুজো হয়। ফলে পুণ্যার্থীরা একটি-দুটি পুজো-আরতি দর্শন করতেই পারেন।

‘বিশ শতকের সাগরদ্বীপ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, আদিগঙ্গা ক্রমে বারুইপুর, কাকদ্বীপ, শিকারপুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গাসাগরে মিলিত হয়েছে। সাগরদ্বীপের বামে হুগলি নদী, ডানে মুড়িগঙ্গা বা বড়তোলা নদী এবং নিচে বঙ্গোপসাগর।

ঘোড়ামারা, লোহাচরা, আগুনমরি, সুপারিভাড়া আর সাগর-এই পাঁচটি দ্বীপ নিয়েই সাগরদ্বীপ।

পৌষ সংক্রান্তি মাহাত্ম্যে জানা যায়, সূর্যের অয়ন বা গতিপথ দুটি- উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন। বিষুব রেখা থেকে সূর্যের উত্তর দিকে গমনকে বলে উত্তরায়ন এবং দক্ষিণদিকে গমন হল দক্ষিণায়ন। শ্রাবণ থেকে পৌষ-উত্তরায়ণ। পৌষ সংক্রান্তির আর এক নাম তাই উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। এই দিনেই আবার সূর্যদেব মকর রাশিতে প্রবেশ করেন, এই জন্য এই দিনটিকে মকর সংক্রান্তিও বলা হয়। উপনিষদ্-গীতাদি শাস্ত্রমতে উত্তরায়ণ হল দেবযান পথ। এই সময় মৃত্যু হলে অনাবৃত্তি বা মুক্তিলাভ হয়। দক্ষিণায়ন হল পিতৃযানপথ বা অন্ধকারের পথ। এ সময়ে মৃত্যুতে পুনরাবৃত্তি বা বন্ধন। দক্ষিণায়নের পথে কেবল আঁধার, অন্যদিকে দেবযানের পথ আলোয় আলোময়। প্রথম মার্গে মৃত্যু, দ্বিতীয় মার্গে অমৃত। পুরাণে বলা হয়, একবার গঙ্গাসাগর স্নানেই ১০টি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। কপিলমুনির মন্দির ছাড়া সাগরে কয়েকটি মসজিদ ও কয়েকটি গির্জাও আছে। সাগরে একাধিক ব্যাঙ্ক, বড় পোস্ট অফিস, করাতকল, মাছের বড় বড় আড়ত। সাগরে যাতায়াতের পথে লঞ্চ ভ্রমণের সময় দেখা যায় ঝাঁকে ঝাঁকে সিগাল।

বর্ষশুরুতে ফের ডাবুতে পর্যটকের ভিড়

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : ফের পর্যটকের ঢল নামল ডাবুতে। বর্ষশুরুর প্রথম দিন থেকেই ডাবুতে উপচে পড়ে পর্যটকের ভিড়। এবার শুধু জেলা বা রাজ্য নয়, ভিন রাজ্য থেকে পর্যটকেরা বনভোজন করতে আসছেন ডাবুতে।

১৯৮৭ সালে সুন্দরবনের ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি চালু হয়েছিল। তিন বছরের মাথায় ১৯৯০ সাল থেকে বন্ধ হয়ে যায় পর্যটন কেন্দ্রটি। প্রায় ৩০০ একর জমির ওপর পর্যটন কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল। যা কলকাতার নিকটবর্তী পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। ক্যানিং মাতলা নদী বেষ্টিত ম্যানগ্রোভ অরণ্য, ঝিল, ফুলের বাগান এবং স্লুইসগেট হল ডাবুর মূল আকর্ষণ। এমনকি নৌবিহারে

বেরানো সুযোগ রয়েছে পর্যটকের কাছে। শীতের মরসুমে কলকাতা থেকে কাছেপিঠে বনভোজনের জন্য আদর্শ জায়গা হল ডাবু। শুধু রাজ্য কেন ভিন রাজ্য থেকে সহজেই ডাবুতে পৌঁছানো যায়। কিন্তু গুরুত্বের অভাবে ডাবুর জনপ্রিয়তা কমতে বসেছিল। এর পিছনে বিগত বাম সরকারের ব্যর্থতাকে দায়ী করছেন শাসক দলের নেতা নেত্রীরা। সুন্দরবন উন্নয়ন ও সেচ মন্ত্রী মণ্টুরাম পাখিরা জানিয়েছেন, বাম সরকারের ব্যর্থতার জন্য ক্যানিং ডাবু পর্যটন কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে পর্যটন কেন্দ্রটি উন্নত করার জন্য সুন্দরবন উন্নয়ন দফতর থেকে একটি সার্ভে করা হয়েছে। সেই রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছে। ডাবুকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নতুন ১২টি স্লুইসগেট এবং ১০০ ফুট লম্বা একটি ব্রিজ নির্মাণের কাজ চলছে।

কীভাবে যাবেন: শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে বা বাসে ক্যানিং। তারপর সেখান থেকে হেড়োগঙ্গাগামী বাসে সাতমুখী স্টপেজে নেমে ভ্যানে করে ডাবু।

থাকার ব্যবস্থা: সেচ দফতরের বাংলো আছে।

ঘর হতে দুই পা ফেলিয়া

ঝড়খালি

এটি সুন্দরবনের নতুন পিকনিক স্পট। নৌবিহারের ব্যবস্থা আছে। কাঁটা জঙ্গলে পিকনিকও করা যায়।

কীভাবে যাবেন: ধর্মতলা থেকে বাসে সরাসরি ঝাড়খালি। পিকনিক স্পটে যাওয়ার জন্য ভ্যান রিক্সা।

থাকার ব্যবস্থা : সুন্দরবন বন বিভাগের কটেজে থাকতে পারেন।

কোলাঘাট

রূপনারায়ণ নদের রূপের হাটের পাশে কোলাঘাট পিকনিকের আদর্শ। বাবলা ও ক্যাক্টাসের বন দেখার মতো। নৌবিহার আছে। দেদার বনভোজনেও যাওয়া যেতে পারে। এছাড়া পিকনিকের জন্য রয়েছে মৌতাত।

কীভাবে যাবেন: কলকাতা থেকে বাসে বা লোকাল ট্রেনে কোলাঘাট।

থাকার ব্যবস্থা: পি ডব্লু, ডি বাংলো আছে।

ধর্ম

ক্ষীরগ্রামের দেবী যোগাদ্যা

দেবী যোগাদ্যাকে কেন্দ্র করে আজও ঘটে নানান অলৌকিক ঘটনা। বছর কয়েক আগে দেবীর মন্দিরের সামনে জনৈক ব্যক্তি পাপ স্খলনের জন্য হত্যে দিয়েছিলেন। কোনও একসময় ওই ব্যক্তি মাকে পদাঘাত করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তাঁর কুষ্ঠরোগ হয়। রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য তিনি জামালপুরে তার গুরুর কাছে শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ওই জায়গায় ধর্মরাজ ঠাকুর আছেন। ওই রোগগ্রস্ত মানুষটির কাছে শোনা যায়, ধর্মরাজ ঠাকুর তাঁকে স্বপ্ন দিয়ে বলেন, ক্ষীরগ্রামের মা যোগাদ্যা মন্দিরে তুমি হত্যে দিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হও এবং স্বপ্নাদেশ হয় যে, ওই গ্রামের জনৈক ব্যক্তির পদধূলি নিলে তুমি রোগমুক্ত হবে। দেখা গেল, এক বছরের মধ্যে তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান। আজও রাত ন'টার পরে মায়ের মন্দির চত্বরের মধ্যে কেউ থাকেন না। বলা যায়, কোনও বিশেষ কারণে ওই সময়ের পরে

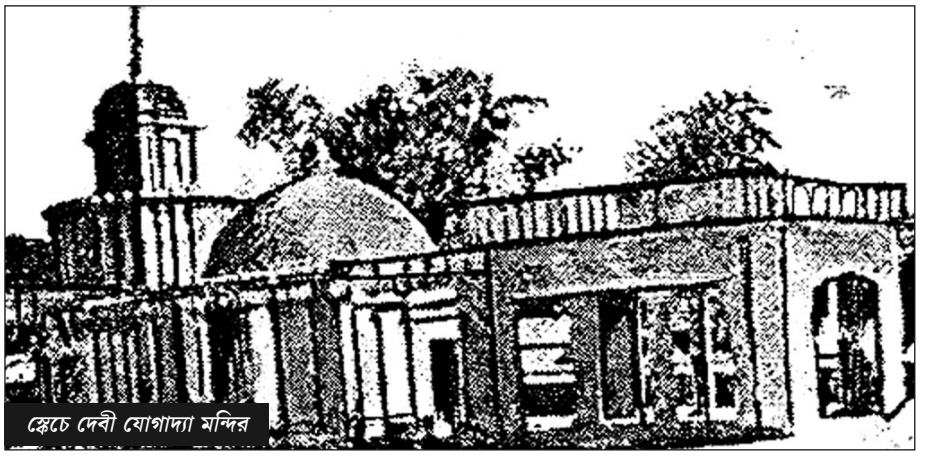

স্কেচে দেবী যোগাদ্যা মন্দির

সেখানে কেউ থাকতে পারেন না।

এখনও প্রতি সংক্রান্তিতে এখানে বলি হয়। এছাড়াও যাঁদের মানসিক থাকে তাঁরাও এখানে বলি দেন। দুর্গানবমীর দিন বলি দেওয়া হয় মোষ, ছাগ আর ভেড়া। এখানে শক্তি মতে পুজো হয়। উপকরণের মধ্যে থাকে মদ ও মাংস। তবে এখানে কোনও অনাচার হয় না। কখনও কোনও ভিন দেশের মানুষ এখানে এলে তাকে কেউ বিরক্ত করে না।

রাখালদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'বর্ধমান রাজ বংশানুচরিত' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে জানা যায়, 'কীর্তিচন্দ্র দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে যে সকল জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুপ্রসিদ্ধ মহাপীঠস্থান ক্ষীরগ্রামও তাহার অন্তর্ভুক্ত। এই স্থানে দেবীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ নিপাতিত হয়। তথায় দেবী যোগাদ্যা ও ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব বিরাজমান আছেন। কীর্তিচন্দ্র এই স্থানের অধিকারপ্রাপ্ত হইয়া অনির্বচনীয় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানে দেবীর একটি রত্ন বেদি, মন্দির, শয়নগৃহ ও গর্ভমন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। রত্ন বেদিতে একখানি শিলালিপি গ্রথিত আছে, কিন্তু তার অক্ষরগুলি বিনষ্ট হওয়ার কিছুই পড়িতে পারা যায় না। অদ্যাবধি দেবীর পূজাদি রাজ সরকার হইতেই সুচারুরূপে নির্বাহ হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব রেল বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলায় ভ্রমণ (২য় খণ্ডে) বলা হয়েছে, কাটোয়া জংশন হইতে কৈচর ১০ মাইল দূর। ক্ষীরগ্রামে দেবীর দক্ষিণচরণের অঙ্গুষ্ঠ পড়িয়াছিল, দেবীর নাম যোগাদ্যা, ভৈরব ক্ষীর খণ্ডক। দেবীপ্রতিমা সারা বৎসর ধরিয়া একটি দীঘির জলে ডুবানো থাকে। বৈশাখ সংক্রান্তির দিন জল হইতে দেবীকে তুলিয়া মহাসমারোহে পূজা করা হয় ও তদুপলক্ষে একটি মেলা বসে। যোগাদ্যার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী আছে। কথিত আছে, একবার দেবী যোগাদ্যা একটি কুমারীর বেশ ধারণ করিয়া শাঁখা পরিধান করেন এবং পরে জল মধ্য হইতে শঙ্খশোভিত হস্ত উত্তোলিত করিয়া শাঁখারী ও স্থানীয় ধনী সেবাইকে উহা দেখান। এই কাহিনী অবলম্বনে বিখ্যাত মহিলা কবি তরু দত্তের একটি সুন্দর ইংরেজি কবিতা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। প্রবাদ, 'পূর্বে যোগাদ্যার পূজার দিন প্রতি বৎসর তাঁহার নিকট একটি করিয়া নরবলি হইত।' হরিগোপাল ঘোষাল সম্পাদিত 'কাটোয়া দর্পণ'-এর শারদীয় সংখ্যায় উল্লেখ আছে, ক্ষীরগ্রাম - ক্ষীরঔগ্রাম। একান্নপীঠের অন্যতম পীঠ। দেবীর নাম যোগাদ্যা। দেবীর নাম যোগাদ্যা। দেবীর ভৈরব ক্ষীরকণ্ঠ। সমুদ্রমন্থনে বিষ উঠেছিল। শিব সেই বিষপান করে 'নীলকণ্ঠ' নাম ধারণ করেন, তারারূপে দেবী স্তন্যদান করে শিবকে বিষমুক্ত করেন। দুধের আর এক নাম ক্ষীর। নীলকণ্ঠ হয় ক্ষীরকণ্ঠ। এই ক্ষীর হতে 'ক্ষীর' নামের উৎপত্তি। কেহ কেহ মনে করেন 'ক্ষীর' নাম বৈষ্ণব সংস্কৃতিযুক্ত। মাঝিগ্রাম - মাঝিঔগ্রাম। সংক্ষেপে মাঝ গাঁ।

ক্ষীরগ্রামে 'যোগাদ্যা' ঠাকুরের প্রাঙ্গণে প্রতিমাসের সংক্রান্তিতে 'গুয়াডাকা' নামে একটি অনুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন গ্রামের অগ্রহারিকগণ এই গুয়াডাকা অনুষ্ঠানে সমবেত হন। সকলকে 'পানসুপারি' দেওয়া হয়। অবশেষে 'মাঝ' কথাটি উচ্চারিত হলে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এক শ্রেণীর অগ্রহারিক এই গুয়াডাকার 'মাঝ' রক্ষা করলেন। যাঁরা মাঝ রক্ষা করেন তাঁদের উপাধি 'মাঝি'। অগ্রহারিক মধ্যে 'মাঝ' উপাধি লক্ষিত হয়। এই মাঝ রক্ষাকারীদের গ্রাম হতে 'মাঝিগ্রাম'। সংক্ষেপে 'মাঝ গাঁ' এই নামের দ্যোতক। বর্তমানে ক্ষীরগ্রামের ন'ঘর সেবাইত আছেন। তার মধ্যে সনৎকুমার চক্রবর্তীদের বংশের পালা থাকে সাত মাস। প্রতি মাসে তাদের পালা থাকে ছ'দিন।

দেবীর ভৈরব ক্ষীরকণ্ঠ। 'রাঢ়ের ক্ষীরগ্রাম ও দেবী যোগাদ্যা' বইটির লেখক সনৎকুমার চক্রবর্তীর কাছে জানা গিয়েছে, অনেক সাধক এই সতীপীঠে সিদ্ধি লাভ করেছেন। অনেকেই আসনের মাঝে থাকা সুড়ঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করেছেন। শেষ যিনি ওইভাবে আত্মত্যাগ করেছেন বলে জানা যায়, তাঁর নাম গঙ্গাধর। শ্রী চক্রবর্তী জানান, তিনি দেহত্যাগ করেছেন অনেকদিন আগে। আমার বাবা-ঠাকুর্দা এই নাম শুনেছেন। পরে আমরাও শুনেছি অনেক পণ্ডিতের ধারণা, ষষ্ঠ শতাব্দীতে কামরূপে কুব্জিকাতন্ত্র লেখা হয়। সেখানে ক্ষীরগ্রামের মা যোগাদ্যার কথা উল্লেখ আছে। মন্দিরটি তৈরি হয়েছে একাদশ শতাব্দীতে। বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের কিউরেটর মন্দিরের একটি ইট নিয়ে গবেষণা করে গবেষণালব্ধ বিষয়টি ১৯৬১ সালে কালনা কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। ওই রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেন যে, মূল মন্দিরটি একাদশ শতাব্দীতে তৈরি হয়। মন্দিরের গোল গম্বুজটি তৈরি হয় মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের আমলে। আনুমানিক সতেরোশ চল্লিশের মধ্যে এটি তৈরি হয়। নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদের কাহিনী' বইটি থেকে জানা যায়, ঔরঙ্গজেব বাদশার আমলে হিজরি ১০৯০, ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটস্থ খাজুরদিহি নিবাসী উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ও মিত্র বংশীয় সম্ভূত গঙ্গধীকারি উপাধিপ্রাপ্ত হরিনারায়ণ রায়, পীঠস্থান ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যাদেবীর সেবার বন্দোবস্তের জন্য ষোলশত টাকার ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁর আর্থিক আনুকূল্যেই মা যোগাদ্যার সেবার কাজ চলত।

তার আগে হরিদত্ত নামে এক স্থানীয় জমিদার ছিলেন। তিনি এই দায়িত্ব বহন করতেন। কথিত আছে, পাতাল থেকে দেবীকে নিয়ে আসেন হনুমান এবং রামচন্দ্র এখানে মায়ের পুজো করেন। তখন দেবীর নাম ছিল ভদ্রকালী, পরে নাম হয় যোগাদ্যা। তবে কোনও পুঁথিতে পাওয়া যায়, মায়ের নাম হল যুগাদ্যা। যুগাদ্যা নামটি এসেছে যুগশ:আদ্যা থেকে আর যোগাদ্যা হল যোগীনাং আদ্যা। যে, যেভাবে দেবীর ব্যাখা করেছেন। আদি গ্রামটি ছিল দীঘির চারধারে, যেখানে মা শাঁখারিকে দর্শন দিয়েছিলেন। এই দীঘির আয়তন প্রায় একশ একর। বর্তমানে যেখানে মায়ের মন্দির রয়েছে, সেটি বনজঙ্গলে ভর্তি ছিল। পরবর্তী সময়ে গ্রামটি যখন আবিষ্কার হয়, তখন মাকে কেন্দ্র করে জায়গাটি গড়ে ওঠে। এখানে ব্রাহ্মণ, উগ্র-ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছেন। আপাতত আনুমানিক হাজার ছয়েক মানুষ এখানে স্থায়ীভাবে বাস করেন। তবে দেবীকে কেন্দ্র করে তেমন কোনও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠেনি। মাঘ মাসের সাকরী সপ্তমী তিথিতে এখানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তখন দু'জনকে বর কনে সাজানো হয়। এই বর কনের সাজে সেজে মালি (মালাকার) ও তাঁর স্ত্রী একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়ান। সেখানে বর্তমানে যাঁর বাড়ি তিনি তাঁদের বরণ করে নেন। এই প্রথা আজও চলে আসছে। চৈত্রমাসের সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত নির্দিষ্ট বাদ্যকারেরা মায়ের মন্দিরের সামনে গভীর রাতে (সাড়ে বারোটা-একটা-দেড়টা পর্যন্ত) বাজনা বাজান। সারা মাস তাঁরা হবিষ্যান্ন খেয়ে থাকেন। পরিষ্কার কাপড় পরে ও সাতপুরু কাপড় কোমরে ও চোখে বেঁধে তাঁরা মন্দিরের সামনে যান। ওদের গন্তব্যস্থল সীমাবদ্ধ থাকবে আটচালা আর মন্দিরের মাঝের জায়গা অবধি। জনশ্রুতি, এই সময় দেবীর চ্যালাচামুণ্ডারা বাজনার তালে তালে নৃত্য করে। তাই সেই দৃশ্য যদি কারও দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে ভয় পেয়ে যাবে। ওই ঢাকিরা সারা বছর গ্রামের বিভিন্ন জায়গায়, শিবের গাজনের সময় তাঁরা যে তাল বাজান, ওই সময় সেই বত্রিশটি তালই বাজিয়ে থাকেন। তিনশ বছর আগে এখানে নরবলি হত। ১৮৩৮ সাল থেকে নরবলি প্রথা রোধে আইন প্রণয়ন করা হয়। (এই প্রসঙ্গে জনশ্রুতির বিষয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে)। তবে এখন নরবলি না হলেও বুক চিরে নররক্ত মায়ের উদ্দেশে নিবেদন করা হয়। আজও মায়ের থানে নানান অলৌকিক ঘটনা ঘটে। অনেকে আজও এখানে এসে হত্যে দেন। এমনও হয়েছে, মায়ের ভোগের মাছ চিলে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যথাস্থানে মাছটি রয়েছে। রাত দশটার পরে মন্দির চত্বরে কেউ থাকেন না। নিত্য পূজার উপকরণ হিসেবে দেওয়া হয় ছোলা আর পাটালি। দুপুরে দেওয়া হয় ভাত-ডাল-তরকারি-মাছ-পায়েস। আজও একই নিয়মে চলেছে মায়ের পুজো। দেবী জাগ্রতা এ বিশ্বাস রয়েছে সকলের। যুগ যুগ ধরে এই সতীপীঠে মায়ের পূজার্চনা চলেছে অবিচ্ছিন্নভাবে।

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

অর্থনীতি

কোন শেয়ারে বিনিয়োগ করবেন ২০১৪ সালে

অনিমেষ সাহা

আর্থিক মন্দা কাটিয়ে উঠে আমেরিকা যখন ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে, তখন ভারতীয় শেয়ার বাজারেও তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। এতদিন ধরে যে সমস্ত শেয়ারের দাম তলানিতে এসে ঠেকেছিল তাঁরাও মুখ ঘোরাতে শুরু করেছে। অবশ্য এই ইতিবাচক উত্থানের পিছনে অনেকে অন্য কারণ লক্ষ্য করছেন। ২০১৪ সালে নির্বাচণ পরবর্তীকালে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি বড় ধরনের পরিবর্তন আসে তা অবশ্য বাজারকে অন্য সংকেত দেবে। অবশ্য বাজার আশা করে আছে ২০১৪'র নির্বাচনের পর এক স্থিতিশীল সরকার তৈরি হতে পারে। ২০১৩-তে কিন্তু বাজার তার সর্বোচ্চ উচ্চতা দেখিয়ে এসেছে। ২০০৮ সালে যে ২১০০ সেনসেক্স বাজার ছুঁয়েছিল তা থেকে ধরাশায়ী হয়ে ৮০০০ চলে আসায় যে গেল গেল রব দেখা গিয়েছিল তার থেকেও বাজার বেরিয়ে এসে নতুন উচ্চতায় পৌঁছিয়েছে। বাজার বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন ২০১৪ সালে বাজার তার আগের উচ্চতাকে ছাড়িয়ে এক নতুন জায়গায় গিয়ে পৌঁছাবে। আর যার ফলে অনেক শেয়ারের দামই তাদের পুরনো দামের উচ্চতাকে ছাঁড়িয়ে যাবে। তবে আমেরিকার অর্থনীতি ঘুড়ে দাঁড়ানোর ফলে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রের শেয়ারগুলিতে ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যেতে পারে। অবশ্য সেরকম হলে বিনিয়োগ করতে হবে ফার্মা ক্ষেত্রের শেয়ারগুলিতেও। তাছাড়া লোহার দাম যেভাবে বাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে তাতে লৌহ ইস্পাত ক্ষেত্রের শেয়ারগুলিতেও দাম বাড়ার সম্ভাবনা থাকবে।

তবে ২০১৪ পরার আগেই বিভিন্ন বাজার বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন শেয়ার কেনার জন্য তাদের মতামত দিয়েছেন। তার মধ্যে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ শেয়ার হল টাটা মোটরস, এইচসি এলটেক, শোভা ডেভলপারস, লার সেন টুবরো, র‍্যানব্যাক্সি, অরবিন্দ ফার্মা প্রভৃতি। তবে যে শেয়ারই বিনিয়োগ করা হোক না কেন মনে রাখতে হবে, আমেরিকার অর্থনীতির ইতিবাচক পদক্ষেণ এবং ভারতের স্থিতিশীল সরকার সমস্ত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। ইতিমধ্যে দেশের মূল্যবৃদ্ধি ক্রমাগত বেড়ে চলায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার ঋণ নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত রঘুরাম রাজন সুদের হার বাড়ানোর মতো পদক্ষেপ নেননি।

যদিও আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান বেনবার্নেক তাদের বন্ড কেনা অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছেন। এত সব ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও ২০১৩-র শেষেও বাজার ইতিবাচক পথেই বন্ধ হয়েছিল। ২০১৪ সালের ঋণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে যদি আবার কড়া মনোভাব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর দেখান তাহলে বাজারের পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে। যেহেতু খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির হার ১০ শতাংশের উপরে রয়েছে এবং ২০১৩-১৪ সালের ফিসকাল ঘাটতির যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল তা অনেকটাই পুরণ

হয়ে এসেছে। তাই আগামী দিনে অর্থের জোগান দিতে হলে ঘাটতির পরিমাণ বাড়তে পারে। যা দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে নেতিবাচক সংকেত।

এই সমস্ত বিষয়গুলি ২০১৪ সালের বাজরের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তবে মোদি ফ্যাক্টার বাজার খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। চার রাজ্যের নির্বাচন নিয়ে বাজার মোদির পক্ষেই ছিল। দিল্লিতে বিজেপি সরকার গড়তে পারলে বাজার হয়ত ২০১৩-তেই নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যেত।

যেহেতু লোকসভা নির্বাচন এখনও কিছুটা দেরি আছে তাই বাজারের গতিবিধিও আপাতত নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যেই আটকে। ৬৩০০ কাছ থেকে নিফটি বার বার হোঁচট খেলেও ৬০০০-এর নীচে যেতে পারেনি। তাই আগামী দিনে ৬৪১৫ অতিক্রম করে যাবে কিনা তা অবশ্য নির্ভর করবে লোকসভার পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থার ওপর।

তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনিই রীণা ব্রাউন

৩০ বছর তিনি কাটিয়েছেন অন্তরালে। মাঝে-মাঝেই তাঁর শরীর সাথ দেয় নি, তাই অনেক সময় ভর্তি হতে হয়েছে হাসপাতালে। কিন্তু বাংলা ছায়াছবির জগতে একমাত্র শিবরাত্রির সলতে সুচিত্রা সেন, পার করে দিন কমপক্ষে ১০০টা বছর, এটাই আপামর বাঙালির কামনা। এই কিংবদন্তীর অনেক অজানা কাহিনী নিয়ে *হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়ের* ধারাবাহিক প্রতিবেদন।

কৃষ্ণা সেন। পাটনায় মামার বাড়িতে সকলে তাঁকে এই নামেই ডাকতেন। আর আজ সবাই তাঁকে বলেন বলিউডের গ্রেটা গার্বো। জীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা লিখছেন না কেন? অনেককেই এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, আমার আবার কী লেখার আছে। অতি ঘনিষ্ঠ দু-চারজনের কাছে বলেছেন, জীবনের কথা লিখতে গেলে অনেকের মুখোশ খুলে দিতে হবে। আমার জীবনে অনেক বদমাইশের আবির্ভাব হয়েছে। ওদের কথা লিখে কলমকে অসম্মান করবো কেন? তাই সুচিত্রা সেনের কলমে প্রকাশিত হয়নি তাঁর আত্মজীবনী। অন্তরালেই রয়ে গিয়েছে মহানায়িকার জীবনের অনেক অজানা কথা।

বাড়ির ডাকনাম কৃষ্ণা, তারপর রমা হয়ে তিনি যে কখন সুচিত্রা সেন হয়ে উঠেছেন তা ঠাহর করতে সময় লেগেছিল বেশ কিছুদিন। অন্তরের স্বরূপ চিনতে সময় লাগে আরও অনেকদিন। তারিখটা ইংরেজি মতে ১৯৮০ সালের ২৫ জুলাই। সময় রাত আড়াইটে। '৪৬ নম্বর গিরীশ মুখার্জি রোডের বাড়ির ঠাকুরদালানে শোয়ানো রয়েছে মহানায়ক উত্তমকুমারের মরদেহ। সবুজ পাড় সাদা শাড়ি পড়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন সুচিত্রা সেন। হাতে রজনীগন্ধার স্টিক আর একটা মালা। রজনীগন্ধার গুচ্ছ রাখলেন মহানায়কের খাটের এক পাশে। তারপর হাতে-ধরা মালাটা নিয়ে মহানায়কের নিথর দেহের সামনে দাঁড়াতেই কেমন যেন থতমত খেয়ে থমকে দাঁড়ালেন কয়েক মুহূর্ত। কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না মালাটা প্রিয়বান্ধবের শরীরের কোথায় রাখবেন। এমন সময় এসে দাঁড়ালেন উত্তম-জায়া গৌরী দেবী। অশ্রু বিজড়িত কণ্ঠে বললেন, সুচিত্রা তুমি তো অনেকবার ওর গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছ, আজও ওর গলাতেই পরিয়ে দাও। গৌরীদেবীর আশ্বাসে মালাটা উত্তমকুমারের গলায় পরিয়ে দিয়েই ফুপিয়ে কেঁদে উঠলেন সুচিত্রা। বুঝতে পারলেন, আর নয়, এবার পাকাপাকি ভাবে চলে যেতে হবে অন্তরালে।

> **জীবনের কথা লিখতে গেলে অনেকের মুখোশ খুলে দিতে হবে। আমার জীবনে অনেক বদমাইশের আবির্ভাব হয়েছে।**

'ক্যাটম বোম' ছবিতে এক্সট্রার রোলে তাঁকে প্রথম দেখেছিলেন পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। শুটিং হচ্ছিল ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। ১৯৫০-৫১ সালের কথা। এরপর নীরেন লাহিড়ী তাঁকে 'কাজরী' ছবিতে প্রথমে নায়িকা করার কথা ভাবেন। কিন্তু কোনও কারণে এসই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে নায়িকা করে সেকেন্ডে লিডে সুচিত্রাকে রাখা হয়। আক্ষরিক অর্থে এই ছবিতে খুবই অবহেলা করা হয় তাঁকে।

এর কিছুদিন আগে দিবানাথ সেনের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়ে ৩২ নম্বর বালিগঞ্জ প্লেসে এসেছেন রমা সেন। সর্ব অর্থেই গৃহবধূ। দিবানাথের বাবা আদিনাথ সেনের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ভাই বিমল রায় মাঝে মধ্যে আসা যাওয়া করতেন ওই বাড়িতে। বিমলবাবুই একসময় রমাকে সিনেমায় অভিনয় করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সুচিত্রা সেন জীবনে হতে চেয়েছিলেন গায়িকা। স্বামী দিবানাথ সেনের সঙ্গে পার্কস্ট্রিটের একটি স্টুডিওয় নেপথ্য গায়িকা হিসেবে অডিশনও দেন। উত্তীর্ণও হয়েছিলেন সেই পরীক্ষায়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে নেপথ্য গায়িকা হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। ওই স্টুডিওর মাধ্যমে তাঁর কাছ প্রস্তাব আসে ছবিতে অভিনয় করার। কিন্তু বর্ধিষ্ণু পরিবারের রাশভারী কর্তা আদিনাথ সেনের কাছ থেকে সিনেমায় অভিনয় করার ছাড়পত্র কে আদায় করবে—এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে চলতে থাকে দ্বন্দ্ব। একদিন সাহস করে রমা শ্বশুরমশাইকে বলেই ফেললেন তাঁর ইচ্ছার কথা। নতুন বৌমার কথা শুনে আদিনাথ বলেন, তোমার প্রতিভা থাকলে তা কি কেউ আটকে রাখতে পারে? তুমি যদি অভিনয় করতে চাও তাহলে আমি বাধা দেব কেন?

সেই শুরু। তবে অন্যান্য অনেক শিল্পীর মতো তাঁরও শুরুর পথটা মসৃণ হয়নি।

তখনও তিনি সর্বত্রই রমা সেন নামেই পরিচিত। নিছকই পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করার জন্য স্বামী দিবানাথ সেনের সঙ্গে স্টুডিওতে গিয়ে সামান্য টাকার বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ হন। সেই ছবির নাম 'শেষ কোথায়'। না, কোনওদিন শেষ হয়নি সেই ছবির কাজ। বলা যায়, ঠিকমতো দানাই বাঁধেনি। হয়ত তাই আজও তিনি খুঁজে চলেছেন এক অতৃপ্ত জীবনবোধের উত্তর 'শেষ কোথায়',—এই দুটি শব্দের মাধ্যমে।

এরপর আগামী সংখ্যায়

বাংলার গোয়েন্দাদের প্রতি ট্রিবিউট দূরবীন

অভিমন্যু দাস: সঙ্গীত শিল্পী-প্রযোজক সৈকত মিত্র বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সী ও ফেলুদাকে নতুনভাবে পর্দায় আনলেন। উত্তর কলকাতার এক পুরনো পাড়ায় এক বাড়ির বাসিন্দা বৃদ্ধ ব্যোমকেশ (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়), অজিত (রজত গঙ্গোপাধ্যায়) এবং ফেলুদা (সব্যসাচী) ও তপসে (অরিত্র দত্ত)। পাড়ার অন্য এক বাসিন্দা ভানু (দেবরঞ্জন নাগ)। গোয়েন্দা পাড়া নামে খ্যাত, এই পাড়ার বাচ্চা ছেলে পুপুল সে নিজেকে মনে করে, জটায়ু গল্পের ক্যাপ্টেন স্পার্ক, দূরবীনের সাহায্যে সে দেখতে পায়, পাড়ার এক স্বর্ণ ব্যবসায়ি খুন হওয়ার ঘটনা, পুলিশ এই খুনকে বলে আত্মহত্যা। নিহত ব্যবসায়ির স্ত্রী ব্যোমকেশকে দিয়ে এই ঘটনার তদন্ত করাতে চান। কিন্তু লালমোহনবাবু ওরফে জটায়ুর

ছবি: প্রতিবেদক

পরামর্শে সেই রহস্যের সন্ধানের দায়িত্ব পান ফেলু মিত্তির। যা মন থেকে মেনে নিতে পারেন না ব্যোমকেশ। তিনি পুপুল(রঙ্গিত গুহরায়) ও তাঁর দুই কিশোর বন্ধুকে নিয়ে তদন্ত শুরু করেন।

এই ছবিতে রহস্য ও মজা দুই পাওয়া যাবে। ইদানিং কালে বাংলা ছবিতে নতুনভাবে আবার নিজস্ব ঘরানা যে ফেরত আসছে তার অন্যতম পথিক তরুণ পরিচালক স্বাগত চৌধুরী পরিচালিত এই ছবিটি। স্বাগত-র এই অভিষেক ছবির কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার ও পুপুলের বাবার চরিত্রের অভিনেতা মেগাধারাবাহিক মা-এর 'অখিল মামা' সুব্রত গুহরায়। স্বর্ণব্যবসায়ির চরিত্রে গায়ক প্রতীক চৌধুরী রয়েছেন অপরাজিত আঢ্য, শান্তিলাল মুখার্জি, জটায়ু-র ভূমিকায় নিত্য গাঙ্গুলী। প্রত্যেকের অনবদ্য অভিনয় এবং টান টান চিত্রনাট্যে এই শীতের ছুটিতে শিশু কিশোরদের মনজয় করবে।

এখন সময় রণবীর সিং-এর

সঞ্জয় লীলা বনসালির রামলীলাতে হিটের মুখ দেখার পর রণবীরের দিকে এখন আছড়ে পড়েছে ছবির অফারের ঝড়। একে তো শীঘ্রই বাজারে আসছে 'গুন্ডে', তার ওপর শুরু হচ্ছে সাদ আলীর 'কিল দিল' ছবির কাজ। এবার নৃত্য গুরু গণেশ আচারিয়া তাঁর দেহাতি ডিস্কোর প্রধান ভূমিকার জন্যও নিয়েছেন তাঁকে।

মাফিয়া অরুণ গাওলিকে নিয়ে ছবি

পরিচালক গৌরব বাভদানকর মুম্বাইয়ে আলোড়ন তোলা এই গ্যাঙস্ট্যারকে নিয়ে একটি ছবি তৈরি করতে চলেছেন। অরুণের কন্যা গীতা এই ছবির তথ্য সংগ্রহে বিশেষভাবে সাহায্য করছেন। এই ভূমিকায় নওয়াজ উদ্দিন সিদ্দিকির অভিনয় করার কথা হয়েছে।

র‍্যাম্পের প্রশিক্ষক ঋতুপর্ণা

একস্ট্রা অর্ডিনারি নামে একটি হিন্দি ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। ১০টি তরুণিকে নিম্নবিত্ত ও বিপথগামী জীবনের মোড় ঘুরিয়ে সাফল্যের অভিমুখে চালিত করবে তাঁর চরিত্রটি। ছবিতে দেখা যাবে বাড়ির পরিচারিকা, ফুল বিক্রেতা কিছু মেয়ে আবার কোনও কোনও মেয়ে ধর্ষণের স্বীকার, আবার কেউবা পতিতা রূপে কর্মরত এই মেয়েগুলি। ঋতুপর্ণা তাদের 'মডেল' হওয়ার প্রশিক্ষণ দিয়ে জীবনের মোড় ঘুরাতে চাইবেন। চাক দে ইন্ডিয়াতে হকি প্রশিক্ষক শাহরুখ যেমন তরুণিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশ্বজয়ী করেছিলেন তেমনি ঋতুপর্ণাও এই মেয়েগুলির জীবনে সাফল্য এনে দেওয়ার পথ প্রদর্শন করবেন। ছবির পরিচালকের নাম সুনন্দ শ্যামল মিত্র।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ১১ জানুয়ারি- ১৭ জানুয়ারি,২০১৪

মেষ: অগ্রগতির পথ এখনও রুদ্ধ থাকবে। উৎসাহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছু কিছু উৎসাহ দেখা যাবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে কিছু না কিছু শুভফল পাওয়া যাবে। দায়িত্বপূর্ণ কাজে সফলতা আসবে। ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সাহয্যের জন্য এগিয়ে আসবেন। ধর্মীয় বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

বৃষ: শত্রুরা নানাভাবে ক্ষতি করবার জন্য চেষ্টা করবে। অনেক ক্ষেত্রে তলপেটে অস্ত্রোপচারের যোগ রয়েছে। যদি তা হয় সেটা সফলতা পাবে। অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে বহুবিধ সুযোগ আসবে। লেখ্য পরীক্ষায় সফলতা আসবে। দায়িত্বপূর্ণ কাজে সফল হবেন। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ।

মিথুন: শিক্ষা সম্পর্কীয় বিষয়ে বা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সফলতা আসবে। পাকাশয়ের পীড়ায় অনেকে কষ্ট পাবেন। বৈদেশিক ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। কর্মোন্নতির যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে। অবিবাহিত পুত্র-কন্যাদের বিবাহযোগ আসছে।

কর্কট: মনের জোর থাকলেও কাজ তেমন জোরদার হবে না। প্রোমোটারদের ক্ষেত্রে বিপদের আশঙ্কা আছে। শিক্ষায় শুভফল পাবেন। ব্যবসায় অশুভ প্রভাব কমতে থাকবে।

সিংহ: দায়িত্বপূর্ণ কাজ এখন হাতে না নেওয়াই ভাল। পরীক্ষা চলতে থাকলে শুভফল পাবেন। পেটের গোলমাল হতে পারে। ব্যবসায় লাভবান হবেন। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। দূর ভ্রমণের যোগ আছে। নতুন কর্মের যোগাযোগ দেখা যায়।

কন্যা: মনের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পাবে। সাংসারিক গোলযোগ লক্ষিত হয়। অর্শ বা আমাশয়ের যোগ রয়েছে। নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। জমি-জমার বিষয়ে ক্ষতি হবে। কেনাবেচার বিষয়ে বা প্রতারকের দিক থেকে সতর্ক হওয়া দরকার।

তুলা: ঘন মেঘ এখনও কাটেনি। সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে এগিয়ে যেতে হবে। শরীর সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। গলায় পীড়ার যোগ রয়েছে। ধর্মীয় আচার আচরণের সাহায্য নিলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। সপ্তাহের শেষ দিকে ভাল ফল পাবেন। কালীপূজা করুন, ভাল ফল পাবেন।

বৃশ্চিক: মনের আশাগুলি বর্তমান অবস্থায় অপূর্ণ থাকবে। পারিপার্শ্বিক গোলযোগ চঞ্চল করে তুলবে। হতাশায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। সপ্তাহের শেষ দিকে ভাল ফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রতারিত হবেন। ব্যয় সামাল দিতে পারবেন না।

ধনু: একের পর এক ধাক্কা এসে ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে, তথাপি অগ্রগতির পথকে রোধ করা যাবে না। অগ্নিভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। লেখাপড়ার বিষয়ে সামান্য চেষ্টা না করলে পরীক্ষায় ভাল ফল পাবেন না। একাধিক ব্যবসার যোগাযোগ আসবে।

মকর: সপ্তাহের শেষদিক থেকে মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। কর্মে গোলযোগ ঘটালেও কর্মচ্যুত হবেন না। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। সাফল্যের যোগ রয়েছে। প্রসাধনের ব্যবসায় লাভ। কলাশিল্পীদের ক্ষেত্রে সাফল্যের ইঙ্গিত বহন করছে।

কুম্ভ: পূর্বাপর পরিকল্পনাগুলি বাস্তবে যতই বাধার কারক হোক না কেন সাফল্য লাভ করবেন। স্নেহ-প্রীতির ক্ষেত্রে বাধা আসবে। প্রোমোটারদের ক্ষেত্রে শুভ হবে না। পিতার স্বাস্থ্যহানির কারক হবে। নাতিদূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

মীন: ঝঞ্ঝাট অবশ্যই থাকবে, কিন্তু তা নিরসন হবে। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট ভাল ফল পাবেন। লেখ্য পরীক্ষায় ভাল ফল পাবেন। বয়স্করা কোমরের যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন। দৈব দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। আয় ভালই হবে। স্নেহ-প্রীতির যোগ রয়েছে।

লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশকদের জন্য সুখবর

আপনারা কি আপনাদের প্রিয় লিটল্ ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে চলেছেন? কিংবা নতুন কোন সংখ্যা? আপনি কী নিজের কোন সংকলন প্রকাশ করেছেন? খবর দিন আলিপুর বার্তাকে। **কেন?** প্রতি মাসে কোন কোন ম্যাগাজিন প্রকাশ হল। তাতে কি থাকছে। নতুন সংখ্যাই বা কি বেরুল। কারা কারা নতুন নতুন সংখ্যা বা বই প্রকাশ করলেন। এছাড়াও খুবই অল্প খরচে আপনার পত্রিকা বা বইয়েরপ্রচ্ছদ সহ বিজ্ঞাপন দিতে পারেন এই বিভাগে। **যোগাযোগ করুনঃ** অরুণ ব্যানার্জী ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪ কুণাল মালিক ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

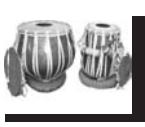

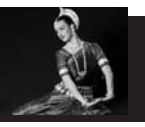

মাঙ্গলিকী

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা পথের আলাপ

গ্রন্থসন্ধানী: পত্রিকার দ্বিতীয়বর্ষের প্রথম সংখ্যা জমা পড়েছে আমাদের দফতরে। মলাটে সুকুমার রায় ও রামানুজনের আলোকচিত্র, তলায় ক্যাপশন '১২৫ তম জন্মজয়ন্তী স্মরণে'। অর্থাৎ দুই ভারতীয় প্রতিভাকেই এই সংখ্যায় শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। এমন দুই প্রতিভা যাঁরা মাত্র তিরিশ-বত্রিশ বছর বেঁচেছিলেন, তারই মধ্যে 'দাগ কেটে গেছেন' স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় তাঁদের সংক্ষিপ্ত কর্মজীবনে। আবার এমনই সমপাতন, দু'জনেই একইসময়ে এই পৃথিবীতে এসেছেন, আবার একই সময়ে বিদায় নিয়েছেন।

সুকুমার রায়ের অত্যন্ত মনগ্রাহী জীবন আলেখ্য লিখেছে নবম শ্রেণির ছাত্র রনজয় দাস। ভাষা ঝরঝরে, পড়তে গিয়ে হোঁচট খেতে হয় না। অপরদিকে আবেগ বর্জিত তথ্যপূর্ণ অণুনিবন্ধ। লেখার মাঝে মাঝে আবোলতাবোল থেকে নেওয়া মজাদার ছবির পুনর্মুদ্রণ লেখাটিকে আরও উজ্জ্বল করেছে। সুকুমার রায়ের জন্মতারিখের ভুলটুকু অগ্রাহ্য করলে রনজয় দাসকে তাঁর লেখা মুন্সিয়ানের জন্য উষ্ণ অভিনন্দন জানাতে হয় - সেটাই জানানো হল।

শ্রীনিবাস রামানুজনের জীবন-আলেখ্য লিখেছেন সুলেখক চিরন্তন মুখোপাধ্যায়। বিজ্ঞান জগতের মানুষ চিরন্তন, আবার সুলেখক, তাই রামানুজনের গণিত শাস্ত্রে আবিষ্কারগুলি কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সংগ্রামী জীবনের কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন তাঁর অণুনিবন্ধে চিরন্তন-তাঁকেও অভিনন্দন। সন্দীপ বিশ্বাসের ভ্রমণ কাহিনী 'পুণ্য পাহাড় পরেশনাথ' খুবই ভাল রচনা। অণু ভ্রমণ কাহিনী লেখা বেশ কঠিন। সেটাই সুন্দরভাবে করেছেন সন্দীপ বিশ্বাস। অভিনন্দন। 'পথের আলাপ' সংগঠন গ্রাম বাংলায় পার্থেনিয়াম নিয়ে সমাজ সচেতনার কাজে নেমেছেন।

সুতরাং তাঁদের মুখপত্রে পার্থেনিয়াম নিয়ে লেখা থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। পত্রিকার এই সংখ্যায় বিভাস গোলদারের 'পার্থেনিয়াম ও মানব সমাজ' লেখাটির তাই বিশেষ গুরুত্ব আছে। রচনাটিও ভাল। জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাদু সংক্রান্ত লেখাটিতে একটি মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। তিনি তাঁর লেখায় যে বিখ্যাত তাসের খেলাটির বর্ণনা দিয়েছেন সেটির সঠিক নাম হল 'আউট অব দিস ওয়ার্লড'।

মন্টু দেবনাথ তাঁর রম্যরচনা 'বোসবাবু ও একটি সকাল' সুন্দরভাবে শুরু করেছেন। কিন্তু খাপছাড়াভাবে হঠাৎই শেষ করে দিয়েছেন। এছাড়া গল্পে তিনি কুম্ভকর্ণের নাম উল্লেখ করেছেন বিরাট ভোজন বিলাসী বলে (অন্ততঃ লেখাটি পড়লে তাই মনে হচ্ছে)। সেটা কি ঠিক? আবার গল্পের মূল চরিত্র বোসবাবু ক্ষোভে, হতাশায় গুন্‌গুন্ করে যে প্যারডি গানটি গাইলেন তাতে মনের ক্ষোভ প্রকাশ পায় না, 'ফূর্তি' প্রকাশ পায় (গল্পে তাঁর মন্ত্রী সেটাই বলেওছেন অর্থাৎ লেখক নিজের লেখাকেই 'ক' ট্রাডিক্ট' করেছেন) ফলে গল্পটা এলোমেলো হয়ে গেছে। অথচ গল্পের প্লটটা ভাল। সুতরাং মন্টু দেবনাথ গল্পটা আর একবার লিখুন, সুনিশ্চিতভাবে তা ভাল হবে। সেক্ষেত্রে পথের আলাপের সম্পাদকের অনুমতি নিয়েই তিনি গল্পটি অন্য কোনও পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে পাঠাতে পারেন। চমকের অণুগল্প 'বৃষ্টি, ফিরে এসো একবার' অসাধারণ।

গল্পের শেষে পৌঁছে দুটি লাইন 'বৃষ্টি ফিরে এসো। জলে ভিজো না'-বুকের ভিতর বেদনার মীড় তোলে, আবার বাস্তবের কষাঘাতে পাঠককে আঘাত করে। বস্তুত গল্পে কতটা বলব আর কতটা না বলার ভিতর দিয়েই পাঠককে বলা হবে তার এক সেরা নিদর্শন চমকের এই গল্পটি উষ্ণ অভিনন্দন! এই সংখ্যায় প্রকাশিত সবকটি কবিতাই উপভোগ্য - তাই সব কবিকেই অভিনন্দন! 'পাঠকের মতামত'- কলমে জ্যোতিষ চন্দ্র বিশ্বাসের চিঠিটি একটি সুন্দর নিবন্ধর চেহারা নিয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে শম্পা ঘোষের কয়েক লাইনের সুন্দর চিঠি। রয়েছে 'পথের আলাপ' সংগঠনের 'রবীন্দ্র প্রণাম' সন্ধ্যার অনুষ্ঠান সংবাদ। পত্রিকায় মুদ্রণ প্রমাদ প্রায় নেই, ছাপা ঝরঝরে। 'পথের আলাপে' 'পথের ধূলো' প্রায় নেই।

সম্পাদক - চমক মজুমদার

যোগাযোগ- ৯৯০৩৫৯৪২৫২

দমদমে জাদু আড্ডা ও উপভোগ্য সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কয়েকমাস আগে অনুষ্ঠিত দমদমে জাদু আড্ডা সমৃদ্ধ হয় ১৯ জন জাদুকর, কবি, সঙ্গীতশিল্পী ও সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তির উপস্থিতিতে। আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বরিষ্ঠ কবি, লেখক অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য তাঁর স্বাগত ভাষণে আড্ডায় উপস্থিত সকলকে বলেন। তাঁর গৃহে এ আসরে সবাই যেন নিজেকে এই পরিবারের আপনজন বলেই মনে করেন। এরপর সঞ্চালক সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় আড্ডায় উপস্থিত সকলের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেন। আড্ডা শুরু হল গৃহকর্ত্রী সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীত শিক্ষিকা ভাস্বতী ভট্টাচার্য্যের ছাত্রী শিশু বালিকা করিণা ঘোষের রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনে। এরপর ভাস্বতী দেবীরই ছাত্র সপ্তম শ্রেণির ছাত্র রোহিত বণিকের 'বন্দেমাতরম', 'বেলা বয়ে যায়' প্রভৃতি গান আড্ডাকে আরও সমৃদ্ধ করল। অতঃপর শুরু হল বৈঠকী জাদু। আড্ডায় এইদিন প্রথম আসেন জাদুকর ডাক্তার কৃষ্ণগোপাল শাসমল। সুন্দরভাবে পরিবেশন করলেন কয়েকটি আধুনিক তাসের জাদু - 'বি, ওয়েভস', 'কার্ড ওয়ার্প' প্রভৃতি। আড্ডায় প্রথম আগত পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিয়ারিং-এর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিশিষ্ট যুবা জাদুকর সুদীপ্ত মৌলিক আড্ডা জমিয়ে দিলেন 'রোপ রিং', 'নেষ্ট অব বক্সেস' নামক ধ্রুপদী জাদুর অনবদ্য পরিবেশনে।

এদিন আড্ডায় প্রথম এলেন বরিষ্ঠ লেখক, সৌখীন জাদুকর ভি.এম. ঘোষ। পড়লেন তাঁর রস সমৃদ্ধ রম্যরচনা 'পিঠ'। নিজের লেখা বই উপহার দিলেন অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্যকে। পরে সুন্দর স্ট্যান্ডআপ তাসের জাদুও (সংখ্যা নিয়ে) দেখালেন। আড্ডার আহ্বায়ক অর্ঘ্য ভট্টাচার্য্য দেখালেন মুদ্রার জাদু। আরও দেখালেন তাসের প্যাক নিয়ে ধ্রুপদী ডিভাইনেশনের জাদু। যা তিনি তাঁর পিতামহের কাছ থেকে শিখেছিলেন। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে কিছু কাগজ উপহার দিলেন এই খেলাটির বিষয়েই, যা তিনি অ্যাক্রা জাদু পত্রিকায় খুঁজে পান। অর্ঘ্য এদিনও দেখালেন তাঁর সংগ্রহের বিদেশি দুস্প্রাপ্য তাসের বেশকিছু অভিনব প্যাক। অপরদিকে সঙ্গীতশিল্পীদের সঙ্গে সিনাথ সাইজার সাথ দেন। বালিকা হিমিকা ভট্টাচার্য্য শুনিয়েছে স্বরচিত কবিতা , সুন্দর বাচনের সঙ্গে দেখিয়েছে 'টপসি টার্ভি বটল'-এর জাদু। সভাপতি একফাঁকে শুনিয়েছেন মননশীল স্বরচিত কবিতা। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শুনিয়েছেন সুকুমার মণ্ডলের দুর্দান্ত রম্যরচনা 'ভাড়াটে চাই'। দেখিয়েছেন হন্টেড কি ইমাজিনারি কার্ড স্বসৃষ্ট ও প্রকাশিত। সুকুমারবাবুর লেখা বই অরুণবাবু নিয়ে এসেছিলেন আড্ডায়। সভাপতির হাতে সেটি তুলে দেন ভি.এম. ঘোষ। এদিন আরও ভূতুড়ে চশমার দুর্দান্ত জাদু দেখান অর্ঘ্য। অপর্ন বন্দ্যোপাধ্যায় শুনিয়েছে আবৃত্তি। সুনীতা ব্যানার্জী শুনিয়েছেন অনবদ্য পল্লীগীতি। ভাস্বতী ভট্টাচার্য্য শুনিয়েছেন মনকাড়া আধুনিক ও রবীন্দ্রসঙ্গীত। সিন্থেসাইজারে অর্ঘ্য ভট্টাচার্য্যের 'মেলোডি' পরিবেশনের মাধ্যমে আড্ডার সমাপ্তি ঘটল - সকলে উপভোগ করলেন জাদু-গান-গল্প-বাজনা সমৃদ্ধ এক অনবদ্য সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা।

বিজ্ঞপ্তি

সাগর সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পে এ বছরের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে
ক) অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে সরবরাহের জন্য খাদ্য মজুতকরণ (স্টোরিং)
খ) অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে খাদ্য পরিবহন (ক্যারিং)
এর জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা হবে। এছাড়াও অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনে নিম্নলিখিত জিনিসপত্রগুলি সরবরাহ করা হবে।

১)চাল, ডাল রাখার পাত্র (প্লাস্টিক)
২)অ্যালুমিনিয়াম হাঁড়ি
৩) স্টিলের থালা
৪) স্টিলের গ্লাস
৫) বসার আসন
৬) ওজন মেশিন (মা ও শিশু)
৭) প্লাস্টিক টেবিল
৮) বাঁশের ঝুড়ি
৯) জলের মগ
১০) অ্যালুমিনিয়াম কড়াই
১১) অ্যালুমিনিয়াম বালতি
১২)স্টিল ট্রাঙ্ক
১৩)লোহার ছানতা
১৪)স্টিল হাতা

এবং উক্ত বিজ্ঞাপন যে কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার দিন থেকে ১৪ (চৌদ্দ) দিন পর্যন্ত যেকোন সরকারি কার্য দিবসে সকাল ১০.৩০ থেকে বিকেল ৩.০০ পর্যন্ত আবেদন পত্র ও শর্তাবলী সাগর সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের কার্যালয়ে পাওয়া যাবে।

আগ্রহী ও উপযুক্ত ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানকে মহকুমা শাসক, কাকদ্বীপ অফিসে নির্ধারিত বয়ানে মুখবন্ধ খামে দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বিশদ বিবরণের জন্য সাগর সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের কার্যালয়ে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাক্ষর

সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
সাগর সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প।
রুদ্রনগর, দঃ২৪ পরগণা।

মুগ ডাল ও কলাই চাষের সুলুক সন্ধান

ডাল শস্যের চাষ

ডাল থেকে সবচেয়ে বেশি উদ্ভিজ প্রোটিন পাওয়া যায়। ডালশস্যে ১৮-২৫ শতাংশ প্রোটিন আছে। ডালশস্যের মধ্যে এমন কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড আছে, যা তণ্ডুলশস্যের মধ্যে থাকে না। এজন্য তণ্ডুল শস্যের পাশাপাশি আমাদের ডালশস্য খাওয়া দরকার। আবার ডালশস্য শিম্বজাতীয় উদ্ভিদ হওয়ায় গাছের শিকড়ে থাকা রাইজোবিয়াম জীবাণু বাতাসের নাইট্রোজেন কম লাগে। আবার ডালশস্য চাষের পরবর্তী ফসলে নাইট্রোজেন কম দিতে হয়।

মুগ ডাল

মাটি: জল দাঁড়ায় না এমন দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি অধিক উপযোগী। বেশি নোনা মাটিতে চাষ করা যাবে না। মাঝারি নোনা সহনশীল।

জাত: সোনালী, পান্না, সম্রাট, বাসন্তী প্রভৃতি জাতের বেশিরভাগ শুঁটি একসঙ্গে থাকে। এই ধরনের জাতই চাষের পক্ষে উপযোগী।

বীজশোধন: প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ম্যাঙ্কোজের ৭৫ শতাংশ ৩ গ্রাম হারে ভালভাবে মেশালেই বীজ শোধন হয়ে যাবে। বীজ শোধনের কমপক্ষে ৭ দিন আগে বীজের সঙ্গে রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে।

বীজবপন: ফাল্গুন-চৈত্র এবং ভাদ্র মাসে বিঘা প্রতি ২.৫-৪ কেজি বীজ ছিটিয়ে কিংবা সারিতে (২০-১০ সেমি.) বোনা হয়। ঘন গাছ পাতলা করে প্রতি বর্গমিটারে ৫০-৫৫টি গাছ রাখা দরকার।

সার প্রয়োগ: একর প্রতি মূলসার ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ১৬ কেজি ফসফেট, ১৬ কেজি পটাশ প্রয়োগ করা হয়। কোনও চাপান সার প্রয়োগের দরকার পড়ে না।

গাছে সুসংহত খাদ্য সরবরাহের জন্য বীজ বোনার ৩ সপ্তাহের মাথায় জিঙ্ক, ৪ সপ্তাহের মাথায় বোরন এবং ৫ সপ্তাহের মাথায় মলিবডেনাস স্প্রে করা হয়। আবার বীজ বোনার ৩০-৪০ দিনের মাথায় প্রতি লিটার জলে ইউরিয়া বা ডিএপি গুলে স্প্রে করলে মুগের ফলন বৃদ্ধি পায়। মাটিতে জৈবসারের বড়ই আকাল। যে কোনও প্রকার জৈবসার প্রয়োগ মাটির পক্ষে খুবই উপযোগী।

পরিচর্যা ও ফসল তোলা: সমস্ত গাছে ফুল আসার আগে বাড়ন্ত অবস্থায় একটা সেচ দিলে ভাল হয়। ঘন গাছ পাতলা করে দিয়ে বর্গমিটারে ৫০-৫৫টি গাছ রাখলে গাছের আকৃতি ও ফলন বৃদ্ধি পায়। ফুল ফোটার সময় হঠাৎ বৃষ্টি হলে ফসলের ক্ষতি হয়। বীজ বোনার দু'মাস বয়স থেকে শুঁটি তোলা হয়। পাকা শুঁটি সকালবেলায় ছিঁড়ে নেওয়া হয়। মোট ২-৩টি ওজেলে শুঁটি তোলা হয়। গড়ে বিঘা প্রতি ৮০-১২০ কেজি ফলন পাওয়া যায়।

কলাই

মাটি: দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ মাটি বেশি উপযুক্ত।

জাত: কালিন্দী, কৃষ্ণা, বসন্ত বাহার, গৌতম, উত্তরা প্রভৃতি উন্নত শ্রেণীর জাত। গ্রীষ্মকালে বসন্তবাহার জাতটি কালিন্দীর চেয়ে বেশি ফলন দেয়, গৌতম জাতটি গ্রীষ্মকালে বেশি ফলন দেয়।

বীজশোধন: প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে থাইরাম ৭৫ শতাংশ ২ গ্রাম হারে ভালভাবে মেশালেই বীজ শোধন হয়ে যাবে। বীজ শোধনের কমপক্ষে ৭ দিন আগে বীজের সঙ্গে রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে।

বীজবপন: ফাল্গুন-চৈত্র এবং ভাদ্র মাসে বিঘা প্রতি ৩-৪ কেজি বীজ ছিটিয়ে বোনা হয়।

সারিতে বুনলে সারি থেকে সারির দুরত্ব ৩০ সেমি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১৫ সারির দুরত্ব ৩০ সেমি. গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১৫ সেমি. রাখা হয়। ঘন গাছ পাতলা করে প্রতি বর্গমিটারে ৩০-৩৫টি গাছ রাখা হয়। রাইজোবিয়াম কালচার বীজের সঙ্গে মেশানো দরকার।

সার প্রয়োগ: একর প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ১৬ কেজি ফলফেট এবং ১৬ কেজি পটাশ মূল সার হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। কোনও চাপান সার দেওয়া হয় না।

নিজস্ব প্রতিনিধি

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও গ্রামোন্নয়ন মেলা-২০১৪

পরিচালনায় : মাঙ্গলিকী (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)
তারিখ : ১৯ জানুয়ারি-২৩ জানুয়ারি ২০১৪
সামালী,মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

অনুষ্ঠান সূচী

১৯ জানুয়ারি ২০১৪,
দুপুর ২টায় : বিষয় : বসে আঁকো
বিভাগ-ক (৬ বছর পর্যন্ত)
বিভাগ-খ (৬-এর উর্ধ্বে ৯ বছর পর্যন্ত)
বিভাগ-গ (৯এর উর্ধ্বে ১২ বছর পর্যন্ত)
বিভাগ-ঘ (১২এর উর্ধ্বে ১৬ বছর পর্যন্ত)
প্রতিযোগিতার বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে।
শুধুমাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে।

২০জানুয়ারি ২০১৪
দুপুর ২টায় : বিষয়-আবৃত্তি
বিভাগ-ক (১০ বছর পর্যন্ত)
বিভাগ-খ (১০-র উর্ধ্বে ১৬ বছর পর্যন্ত)
বিভাগ-গ (সর্বসাধারণ)
যে কোন রুচিশীল কবিতা আবৃত্তি করা যাবে। কবিতার দুটি প্রতিলিপি প্রতিযোগিতার দিন জমা দিতে হবে।
বিকেল ৪টায়-একক রবীন্দ্রনৃত্য
বিভাগ-সর্বসাধারণ

২১ জানুয়ারি ২০১৪
দুপুর ২টায় : বিষয়-রবীন্দ্র সঙ্গীত
বিভাগ-ক (১০ বছর পর্যন্ত)
বিভাগ-খ (১০এর উর্ধ্বে ১৬ বছর পর্যন্ত)
বিভাগ-গ (সর্বসাধারণ)
ক বিভাগের বিষয়-যে কোন রবীন্দ্র সঙ্গীত
খ বিভাগের বিষয়- পুজা পর্যায়
গ বিভাগের বিষয়-প্রেম পর্যায়।
গানের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে।
হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে।
বিকেল ৩টে : বিষয় : তরুণ গুহ স্মৃতি ক্যুইজ প্রতিযোগিতা।
বিভাগ : সর্বসাধারণ (প্রতি দলে দুজন থাকতে হবে)।

২২ জানুয়ারি ২০১৪
দুপুর ১টায় : বিষয় : রুচিশীল আধুনিক বাংলা গান
বিভাগ :সর্বসাধারণ
যে কোনও রুচিশীল বাংলা গান পরিবেশন করতে হবে।
গানের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে।
হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে।
বিকেল ৩টে : একক সৃজনশীল নৃত্য
বিভাগ: সর্বসাধারণ।
যে কোনও রুচিসম্মত সঙ্গীতের ওপর নৃত্য পরিবেশন করতে হবে (সিনেমার গান ব্যবহার করা যাবে না)। সিডি বা ক্যাসেট ব্যবহার করা যাবে।

নিয়মাবলী

- প্রয়োজনে জন্মের শংসাপত্র জমা দিতে হবে। বিচারকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।
- প্রতিযোগিতায় কোনও প্রবেশমূল্য নেই।
- পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৩ জানুয়ারি ২০১৪ বিকেল ৫টায়।

নাম জমা দেওয়ার স্থান

- আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দফতর, সামালি, বিবেক নিকেতন-২৪৯৫-৯১৪৮
- বিশ্বজিৎ পাল (ক্যানিং) ৯৪৭৫৮০১৪৬৪
- মেহেবুব গাজি (ডায়মন্ডহারবার)৯৮০০৫৭১৯৬৯
- অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার (বারুইপুর) ৯৭৪৮১২৫৫৭০০
- আলিপুর বার্তার সিটি অফিস-৫৭/১এ চেতলা রোড, কলকাতা২৭, সঞ্জয় সরকার-৯৮৩৬০৯৮৮৪৩
- কাশীনাথ সিংহ, (বাখরাহাট) ৯৯০৩৬২৭৭০৫

গ্রামোন্নয়ন মেলায় স্টল, ব্যানার, হোর্ডিং দিতে আগ্রহী ব্যক্তি ও সংস্থারা শীঘ্রই যোগাযোগ করুন।

প্রতিযোগিতা ও গ্রামোন্নয়ন মেলা সম্পর্কে যে কোনও তথ্য জানার জন্য করুন কুনাল মালিক - ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

বিঃদ্রঃ প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক মঞ্চে মনোজ্ঞ আমন্ত্রণমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে।

মিডিয়া পার্টনার-আলিপুর বার্তা
দৈনিকের সঙ্গে আজও পাল্লা দেয়।

যুবসমস্যা ও স্বামী বিবেকানন্দ

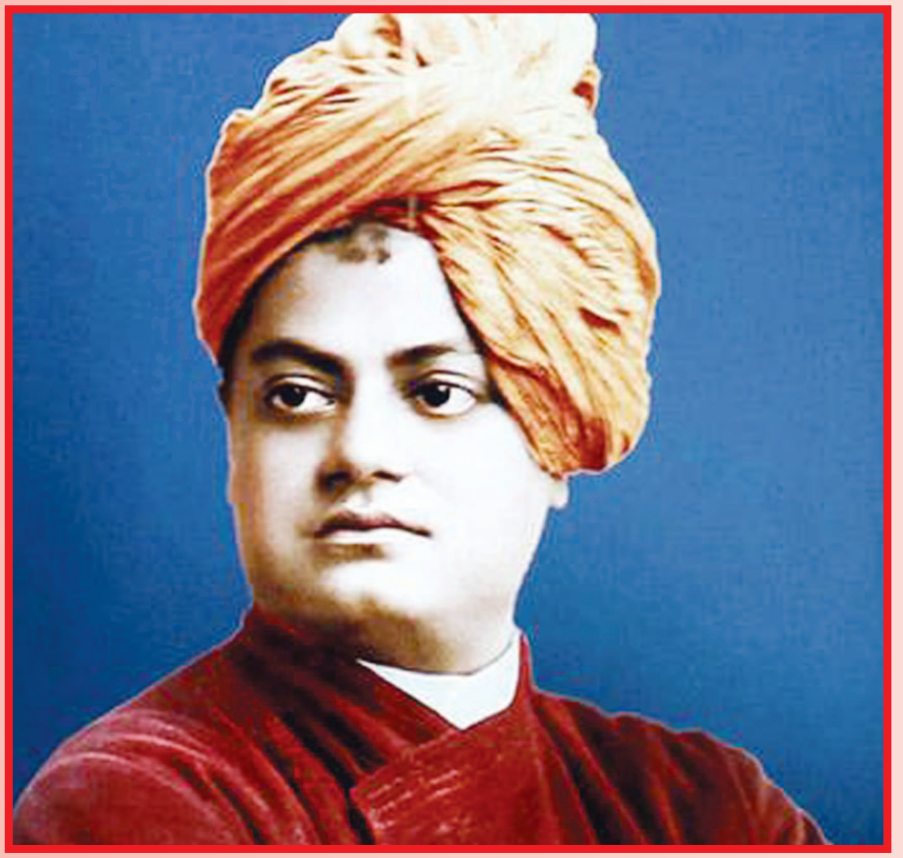

গৌরীশঙ্কর হালদার

বলরাম মন্দির শতাব্দকাল ধরে অগণিত ভক্তের কাছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে পূণ্যভূমিতে রূপান্তরিত একটি পবিত্র তীর্থ। কত অনন্য লীলাই না এখানে ঘটে গিয়েছে। একদিন এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের মধ্যে যেন অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে গেলেন। অপর একদিন স্বামী বিবেকানন্দের স্বগতোক্তি শোনা গেল, যেন ঠাকুরকে বলছেন, 'যদি কাজ করাতে হয়, তাহলে হাত ধরে কাজ করাও।' এখানে রামকৃষ্ণ মিশন সমিতির পত্তন।

বলরাম মন্দিরে একদিন একঘর লোক। স্বামীজী বলছেন, 'দেশে এই শ্রদ্ধার ভাবটা আবার আনতে হবে। নিজেদের ওপর বিশ্বাসটা আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। তাহলেই দেশের যতকিছু সমস্যা ক্রমশঃ আপনা-আপনিই মীমাংসিত হয়ে যাবে।' প্রশ্নকর্তা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বললেনঃ কংগ্রেস প্রভৃতি সংস্থা আন্দোলন করছে, ইংরেজ বাহাদুরের কাছে কত প্রার্থনা করছে। এসব অভাব কিসে পূরণ হবে?

স্বামীজী বললেন, 'রাজা অভাব পূরণ করলে সব রাখতে পারবে, সে লোক কই? আগে মানুষ তৈরি কর। মানুষ চাই। আর শ্রদ্ধা না আসলে মানুষ কি করে হবে?'

ভদ্রলোক তবু সন্তুষ্ট নন। বললেন, অধিকাংশ ব্যক্তি তা মনে করেন না। স্বামীজীর দ্বিধাহীন উত্তর এল, অধিকাংশ ব্যক্তিই কিন্তু নির্বোধ। আমাদের মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন একথাগুলি যে, আমরা অধিকাংশই নির্বোধ যতই জ্ঞানের গর্ব করি না কেন এবং আমাদের অধিকাংশেরই এই শ্রদ্ধা বস্তুটির নিতান্ত অভাব। বিশেষ করে মনে রাখা উচিত আজ যখন আমরা এক সমস্যাজর্জর যুগে বাস করছি। অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন আমরা। দারিদ্রের সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা, সামাজিক বহুবিধ সমস্যা, জনসংখ্যা সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, অনুন্নত গোষ্ঠীর সমস্যা, আইনশৃঙ্খলার সমস্যা, জাতীয় সংহতি সমস্যা, দেশরক্ষা সমস্যা, ভূমি-কৃষি সমস্যা, উৎপাদন সমস্যা, জলবায়ুদূষণ সমস্যা, বনরাজি সমস্যা, জীবন-সমাজ-রাষ্ট্র-দর্শন সমস্যা আরও কত সমস্যা আছে। এ দেশে দেখা দিয়েছে আর এক নতুন সমস্যা - বার্ধক্যের সমস্যা।

সমস্যা জীবনেরই। যেখানে জীবন নেই সেখানে সমস্যা নেই। সূর্যের তাপ কমছে কিনা—এটা একটা চিন্তার বিষয়ই হোত না যদি তার ফল জীবনের ওপর বর্তাবার সম্ভাবনা না থাকত। জীবনের গতি ও প্রকাশকে যা ব্যাহত করে, জীবনের সম্ভাবনাকে যা সঙ্কুচিত করে, জীবনের পথে যা বাধা সৃষ্টি করে তাই সমস্যা। আবার যেখানেই জীবন সেখানেই সমস্যা আছে। স্বামীজী বলেছেন, সমস্ত পরিবেশের দাবিয়ে রাখার চেষ্টাকে অতিক্রম করে আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশের নাম জীবন।

যুব সমস্যার যেটা উভয় পক্ষই বুঝতে চান না, সেটাই বোধ হয় মূল দিকটা। যুবসমস্যাও জীবনের সমস্যা এবং বেশি করে জীবনের সমস্যা। কারণ, জীবনের সেখানে প্রাচুর্য। আর জীবন বলতে, আমরা দেখেছি, স্বামীজীর সংজ্ঞায়, বিকাশ আর প্রকাশ। জীবনের বাধা যদি হয় সমস্যা, যা আমরা দেখছি, তবে সমস্যার সন্ধান করতে হয় বিকাশ আর প্রকাশের নিরিখে।

এ সমস্যায় যুব ভিন্ন অন্যদের দেখেছি শুধু নিন্দা করতে বা ক্ষোভ এবং ক্রোধকে প্রশমনের চেষ্টা করতে। শেষোক্ত চেষ্টা তাদের প্রকাশের বাধাই দিতে চায়। তাই তো সমাধানের পথ নয়। আর তারা নিজেরা যেটা প্রকাশ করতে চায় সেটা তাদের কাঁচা সত্তাটা, তাদের পাকা সত্তা নয়। কাঁচা সত্তাটাকে পাকা করা যায় ওই অপরটি দ্বারা—যেটি হল বিকাশ। বিকশিত সত্তাটি প্রকাশিত হলেই তারা পাবে যথার্থ জীবন। আর সেটাই হতে পারে এ সমস্যার প্রকৃত সমাধান। কাঁচা সত্তা বিকশিত হওয়া যেন বীজের অঙ্কুরোদগম হওয়া। ছোট্ট বীজের অঙ্কুরোদগম হলে যেমন শক্ত মাটি ভেদ করে প্রকাশ হয়, প্রকাশের বাধাকে তা যেমন স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করে, যুবজীবন বিকশিত হলে তা অমনই স্বচ্ছন্দে প্রকাশিত হবে কঠিন সমাজের বাতাবরণকে বিদীর্ণ করে। এ সমস্যার মূল তাই জীবন বিকাশের সমস্যায় নিহিত। আর স্বামীজী সে দিকটিতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

স্বামীজী কি বলছেন? 'কিন্নাম রোদিসি সখে ত্বয়ি সর্বশক্তিঃ'—হে সখে! কাঁদছ কেন? তোমাতেই সব শক্তি রয়েছে। 'এইটি জানো এবং এ শক্তি অভিব্যক্ত কর।' 'বলে —একে বিশ্বাস কর, ওকে বিশ্বাস কর, বলি, প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস কর দিকি। বল—আমি সব করতে পারি।' 'আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড়ঃ কদাচিৎ।' নিজের শক্তিপ্রভাবেই সব হয়, জড়ের কোনও শক্তি নেই। বলছেন—বেদসকল ইহাই প্রচার করেন—'নিরাশ হইও না, পথ বড় কঠিন—যেন ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, তাহা হইলেও নিরাশ হইও না, ওঠো—জাগো এবং তোমাদের আদর্শে উপনীত হও।'

আর আমরা কি করছি? কোথায় আমাদের অমন দীপ্তিমান বাক্য যত দৌর্বল্য-সঞ্চারী ভাব, দৃশ্য আর বাক্য তাদের সামনে তুলে ধরছি। তুলে ধরছি তাদের চলচ্চিত্তের সামনে চলচ্চিত্র, 'দূরদর্শন' আর হীনকারী সাহিত্যসম্ভার। যুবজনের সমস্যাই হ'ল, তাদের যা আছে—জীবন, শক্তি, মন, বুদ্ধি, আবেগ, ইচ্ছা, আকাঙ্খা, সবল দেহ, সতেজ ইন্দ্রিয়—এগুলোর সদুপযোগ তারা জানে না, অপব্যবহারই করে বসে। শিক্ষাই এ সবের সদুপযোগ শেখায়, সে শিক্ষা তাদের দিই না, যা দিই তাতে এগুলোর অপব্যবহারই তারা বেশি করে শেখে। ফল কি? আমরা 'দেহের দাস, মনের দাস, জগতের দাস, একটা ভাল কথার দাস, একটা মন্দ কথার দাস, বাসনার দাস, সুখের দাস, জীবনের দাস, মৃত্যুর দাস, —সব জিনিসের দাস।'

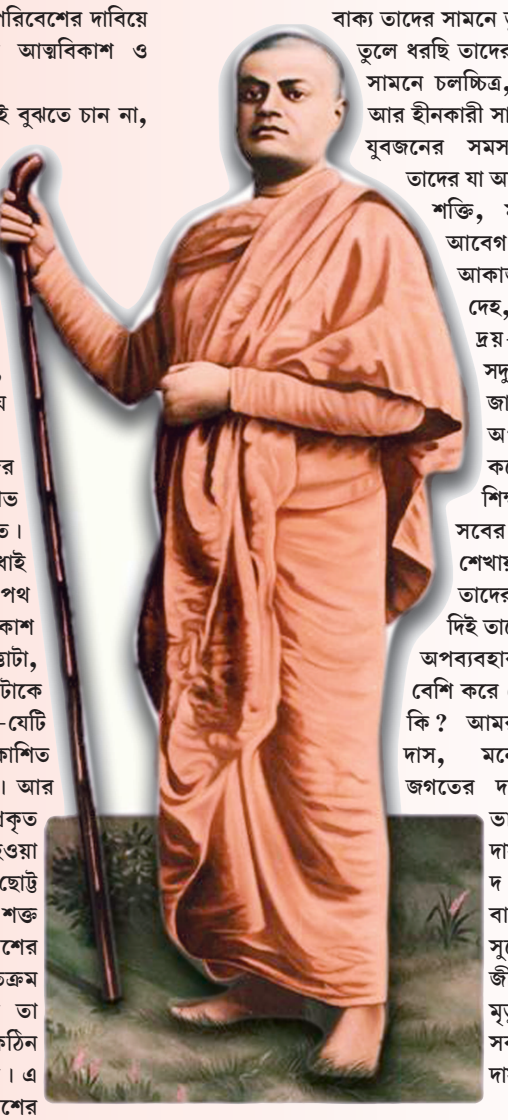

অপরের ওপর দোষারোপ করে এই বিষময় ফল থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না।

এরপর পনেরো পাতায়

বিপ্লবসাধনায় স্বামীজী

বিপ্লব সাধন বসু

ভারতবর্ষে, এবং বিশেষ করে বাংলায়—সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন দুটি পর্বে বিভক্ত একটি ১৯০৫-১৯১২ সাল এবং অপরটি ১৯৩০-১৯৩৫ সাল। এরও পরে একটি সশস্ত্র বিপ্লবী পর্যায়—নেতাজী সুভাষের আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রাম এবং ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়'র সমসাময়িকে কিছু বিক্ষিপ্ত প্রয়াস।

সশস্ত্র বিপ্লবের মূলে প্রথম যে প্রেরণাটি কাজ করে, সেটি হল জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম এবং এই স্বদেশপ্রেম উদ্বোধনের প্রাকশর্ত একটি তীব্র জাতীয়তাবোধ এবং সংস্কৃতিগত ভাববিপ্লব। আধুনিক রাজনীতিক ভাষায় ঃ A political revolution must be preceded by a cultural revolution। (স্বামী বিবেকানন্দ আরো গভীরে গিয়ে cultural revolution-এর পরিবর্তে spiritual revolution শব্দটির ব্যবহার করেছিলেন)। ভারতবর্ষে উনিশ শতকের শেষ পাদের আগে যে সশস্ত্র প্রতিরোধগুলি, সেগুলি যথার্থ বিচারে সশস্ত্র 'বিদ্রোহ', সশস্ত্র 'বিপ্লব' নয়। বিপ্লব নয় এই অর্থে যে, তাদের পেছনে কোনও গণসম্পৃক্ততা ছিল না, আমূল ভাবগত আলোড়ন উপস্থিত ছিল না, জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ছিল অপরিণত, বিপ্লবের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অনুপস্থিত, বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্রগঠনের রূপরেখা ছিল অস্পষ্ট। তবু অমোঘভাবেই জাতীয়তাবাদ এবং বিপ্লবের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী ধীরে ধীরে জন্মলাভ করেছিল উনিশ শতকের শেষপাদে এবং এর মূল ঋত্বিক ছিলেন—ভারতাত্মা বিবেকানন্দ।

চন্দ্রগুপ্তের আমলে, চাণক্যই প্রথম হিন্দু ভারতবর্ষে একটি জাতীয়তার সার্বিক সূত্রে ভারতবর্ষকে গ্রথিত করার চেষ্টা অগ্রসর হন। তারপর 'এক ধর্ম রাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি' এ সংকল্প শিবাজী থেকে আকবর কারো ক্ষেত্রেই সফল হয়নি, বরং অনৈক্যই ভারতবর্ষের বিধিলিপি ছিল।

ইংরেজ শাসনের একটি সুফল ছিল ডাক-তার-রেল এবং এক অখণ্ড শাসন যা অলক্ষ্যেই, ভারতবর্ষকে ভৌগলিক দিক দিয়ে এবং সাধারণ স্বার্থে-সুখে-দুঃখে একই ভাগ্যে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। দ্বিতীয় সুফল, ইংরেজ শাসনই বয়ে এনেছিল রেনেসাঁর উজ্জ্বল ফসল, সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্খাকে জাগ্রত করেছিল, ব্যক্তিস্বাধীনতা-

এরপর পনেরো পাতায়

যুবসমস্যা ও স্বামী বিবেকানন্দ

চোদ্দো পাতার পর

স্বামীজী বলছেন, ‘বলো, আমি যে কষ্ট ভোগ করিতেছি, তাহা আমারই কৃতকর্মের ফল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমার দ্বারাই এই দুঃখকষ্ট দূরীভূত হইবে। অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমার সম্মুখে। সর্বদা মনে রাখিও, তোমার প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্যই সঞ্চিত থাকিবে, যেমন তোমার কৃত প্রত্যেক অসৎ চিন্তা ও অসৎ কার্য তোমার ওপর ব্যাঘ্রের মতো লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত, তেমনি তোমার সৎচিন্তা ও সৎকার্যগুলি সহস্র দেবতার শক্তি লইয়া সর্বদা তোমাকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত।’ উপায় কি? ‘সাধু (সৎ) হও, তাহা হইলে তোমার অসাধু ভাব একেবারে চলিয়া যাইবে। এইরূপে সমুদয় জগৎ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। ইহাই সমাজের মহৎ লাভ। সমগ্র মানব-জাতির পক্ষে ইহাই মহৎ লাভ।’

শিক্ষার মূল কথা ব্রহ্মচর্য, সংযম, সদুপযোগবুদ্ধি, শৃঙ্খলা। এসবেরও মূল শ্রদ্ধা। স্বামীজী সেই শ্রদ্ধাকেই তাই সব সমস্যা সমাধানের সূত্র বলে দেখিয়েছেন। বলছেন, ‘এই শ্রদ্ধা বা যথার্থ বিশ্বাস প্রচার করাই আমার জীবনব্রত।’ ‘তোমাদের মধ্যে যাহারা উপনিষদগুলির মধ্যে মনোরম কঠোপনিষদ পাঠ করিয়াছ, স্মরণ আছেঃ এক রাজর্ষি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ভাল ভাল জিনিস দক্ষিণা না দিয়া অতিবৃদ্ধ কার্যের অনুপযুক্ত কতকগুলি গাভী দক্ষিণা দিতেছিলেন।’ লক্ষণীয়, বর্তমান যুবক বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুচিত কাজ দেখলে তাদের শক্তির সদুপযোগের পরিবর্তে ক্ষোভ প্রকাশ করে। কিন্তু স্বামীজী বলে যাচ্ছেন, ‘সেই সময় তাঁর পুত্র নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। এই অপূর্ব শব্দের তাৎপর্য বুঝা কঠিন। এই শব্দের প্রভাব ও কার্যকারিতা অতি বিস্ময়কর। নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধা জাগিবামাত্র কি ফল

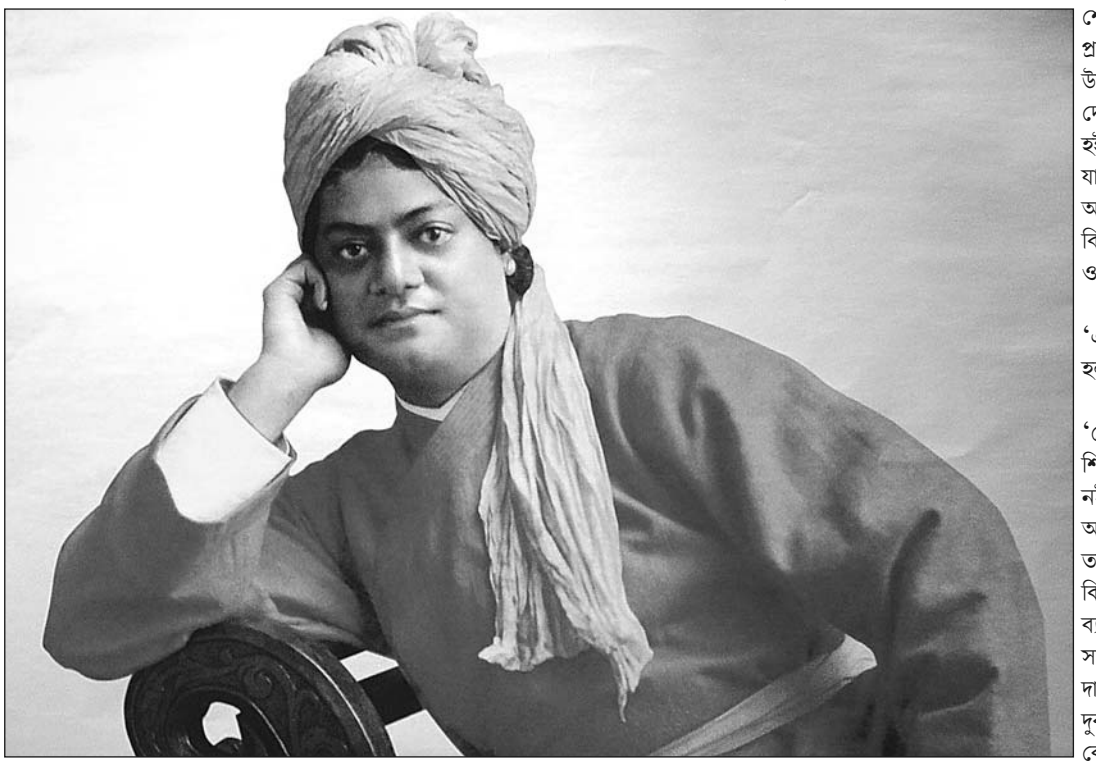

হইল দেখ। শ্রদ্ধা। জাগিবামাত্র নচিকেতার মনে হইল—আমি অনেকের মধ্যে প্রথম, অনেকের মধ্যে মধ্যম, অধম আমি কখনও নহি, আমিও কিছু কার্য করিতে পারি। তাঁহার এইরূপ আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়িতে লাগিল, তখন যে-সমস্যার চিন্তায় তাঁহার মন আলোড়িত হইতেছিল, তিনি সেই মৃত্যুতত্ত্বের মীমাংসা করিতে উদ্যাত হইলেন, যমগৃহে গমন ব্যতীত সেই সমস্যার মীমাংসা হইবার অন্য উপায় ছিল না, সুতরাং তিনি যমসদনে গমন করিলেন। আমাদের চাই এই শ্রদ্ধা। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত হইতে এই শ্রদ্ধা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। সেইজন্য আমাদের এই বর্তমান দুর্দশা। মানুষে মানুষে প্রভেদ এই শ্রদ্ধার তারতম্য লইয়া, আর কিছুতেই নহে। এই শ্রদ্ধার তারতম্যেই কেহ বড় হয়, কেহ ছোট হয়। এই শ্রদ্ধা তোমাদের ভিতর প্রবেশ করুক। আমি চাই এই শ্রদ্ধা। আমাদের সকলেরই আবশ্যক—এই আত্মবিশ্বাস, আর এই বিশ্বাস অর্জনরূপ মহৎকার্য তোমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে।’ সঙ্গে সঙ্গে মনে করিয়ে দিচ্ছেন এর উল্টো ভাবটা যার দ্বারা সমস্যা গভীরতর হয়—‘আমাদের জাতীয় শোণিতে এক ভয়ানক রোগের বীজ প্রবেশ করিতেছে—সকল বিষয় হাসিয়ে উড়াইয়া দেওয়া, গাম্ভীর্যের অভাব। এই দোষটি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। বীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু সব আসিবেই আসিবে।... আমার দেশের ওপর আমি বিশ্বাস রাখি, বিশেষতঃ আমার দেশের যুবকদলের ওপর।’

স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ‘এই শ্রদ্ধাটা আমাদের কেমন করে নষ্ট হল?’

উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন, ‘ছেলেবেলা থেকে আমরা নেতিমূলক শিক্ষা পেয়ে আসছি। আমরা কিছুই নই—এই শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। আমাদের দেশে যে বড় লোক জন্মেছে, তা আমরা জানতেই পাই না। ইতিমূলক কিছু শেখানো হয়নি। হাত-পায়ের ব্যবহার তো জানিইনি। ইংরেজদের সাতগুষ্টির খব জানি, নিজের বাপ-দাদার খবর রাখি না। শিখেছি কেবল দুর্বলতা, এতে আর শ্রদ্ধা নষ্ট হবে না কেন?’

যুবসমাজই সমাজের উন্নতি সাধনে সক্ষম। যুবজনের সম্পদই তার যুবশক্তি। কিন্তু তাই তার সমস্যার মূল, কেন না তাদের সংযম, সদুপযোগবুদ্ধির শক্তি অপব্যবহারে হীনবল। অথচ শক্তিই কাজের সম্পাদক।

এরপর আগামী সংখ্যায়

বিপ্লবসাধনায় স্বামীজী

চোদ্দো পাতার পর

ব্যক্তিমুক্তি-নারীজাগরণ-স্বাধিকারবোধ-রাষ্ট্রচেতনা এগুলিকে উদ্দীপ্ত করেছিল। এই পটভূমিতে নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে জাতীয় মুক্তি-দেশের মুক্তি-অর্থনৈতিক মুক্তি তীব্র আবেগেই আভাসিত হচ্ছিল। এই আভাসেরই ফলশ্রুতি ছিল হিন্দুমেলা-দেশপ্রেমের কবিতা-সঙ্গীত-সাহিত্য। যদিও জনসাধারণ তখনও পশ্চাদপটে, তবু নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের, রাজনীতির ভাষায় ‘পেতিবুর্জোয়া নেতৃত্বের’ ভূমি তৈরি হচ্ছিল।

এই পটভূমিতেই বিবেকানন্দের ছাত্রজীবনের বিকাশ, তাঁর-চিন্তাচেতনা, ধ্যান-ধারণারও। তীক্ষ্ম মননশীল বিবেকানন্দ অবশ্যই ছিলেন-সমকালের নানা রাজনীতি ও স্বদেশী ভাব-ভাবনায় আন্দোলিত।

নবগোপালের হিন্দুমেলা ও জাতীয় ব্যায়ামাগারে কিশোর বয়সেই তাঁর যাতায়াত একথা যেমন আমরা জানি, তেমনি জানি-বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধক রচনার তিনি ছিলেন মুগ্ধ পাঠক, মেঘনাদ বধের রাবণ চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধানত, দেশমাতৃকার রূপকল্পনায় উদ্দীপ্ত এবং সুরেন্দ্রনাথের অগ্নিক্ষরা বক্তৃতার নিয়মিত শ্রোতা। ছাত্রজীবনের পরই তাঁর সংকলিত ‘সংগীত কল্পতরু’তে, স্পষ্টতই লক্ষনীয় স্বদেশী গানের প্রাধান্য।

ঠাকুরের দেহান্তের পর পরিব্রাজক বিবেকানন্দ, ভারত-পথিক বিবেকানন্দ আসমুদ্র হিমাচল পরিভ্রমণ করে, জনসংযোগের মাধ্যমে—ভারতবর্ষের অশিক্ষিত নিপীড়িত-শোষিত-নির্যাতিত গণজীবনের যে মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তাই তাঁর উত্তরজীবনকে আমরণ চালিত করেছিল এক অখণ্ড সংকল্পে। বস্তুত, ‘দেশ-মানুষ-ঈশ্বর’ এই ত্রিভুজের যথার্থ বিকাশে—বিস্তারে তিনি ছিলেন কৃতসংকল্প এবং এর প্রথম বিন্দুটি দেশের মুক্তি, দেশের দুর্গতি মোচন এইই হয়ে উঠল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। তাঁর নিজের ভাষায়ঃ ‘আমার চরিত্রের সর্বপ্রধান ত্রুটি এই যে, আমি আমার দেশকে ভালবাসি, বড় একান্তভাবেই ভালবাসি।’

একেই নিবেদিতা পরবর্তীকালে বলেছিলেন, The queen of his adoration was is motherland....India was his day-dream, India was his night-mare.

ভারতবর্ষের যে কোনও প্রান্তের একটি মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাসও তাঁর হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ মমতায় অণুরণিত, তারই বেদনায় বৈদান্তিক সন্ন্যাসী অশ্রুপ্লুত। ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায় লিখছেন, ‘দেশের জন্য বেদনা, দেশের জন্য ব্যথা।

... বিবেকানন্দ কে? দেশের জন্য ব্যথা কি কখনও শরীরিণী হয়? যদি হয় বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।’

এরপর আগামী সংখ্যায়

পর্তুগালকে চিনিয়েছিলেন ইউসোবিও

ষোলো পাতার পর

এর আগেই তিনি ইউরোপসেরা ফুটবলার হওয়ার প্রতিযোগিতা ব্যালন ডি-ওর’তে দ্বিতীয় স্থান পান। বর্তমানে এই সম্মানটি বিশ্বের বর্ষসেরা ফুটবলারকে দেওয়া হয়।

ইউসোবিও বেনফিকার জার্সি গায়ে ১৯৬৩,১৯৬৫ এবং ১৯৬৮তে ৩বার ইউরোপিয়ান কাপে দলকে রানার্স করেন। ১৯৬৫তে তিনি ইউরোপের বর্ষসেরা ফুটবলার হয়ে ব্যালন ডি-ওর পান। পরের বছর তিনি এই সম্মানের দৌড় পান দ্বিতীয় স্থান। ১৯৬৮তে ইউরোপের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে পান সোনার বুট। পর্তুগালের ফার্স্ট ডিভিশনে তিনি ৭বার সর্বোচ্চ গোলদাতা হন। এবং ১১বার দলকে লিগ বিজয়ী করেন। পর্তুগীজ কাপ জেতেন ৫বার এবং ইউরোপিয়ান কাপ জেতা অতুলনীয় গৌরব অর্জন করেন১৯৬১-৬২-র মরসুমে। তাঁর ক্লাব বেনফিকার হয়ে ৬১৪টি ম্যাচে ৬৩৮ গোল করেন। এর মধ্যে ৫৭টি গোল ছিল ইউরোপের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা ইউরোপিয়ান কাপ এবং উয়েফা কাপ। এবার আসা যাক তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনের কথায়, দেশের জার্সি গায়ে তিনি ৬৪টি ম্যাচে করেছেন ৪১গোল।

দীর্ঘ তিন দশক পর পর্তুগালের জার্সি গায়ে ২০০৫ এ রেকর্ড ভাঙে পাউলেটা। ইউসোবিওকে পেলে-র প্রায় সমপর্যায়ে বসিয়ে দিয়েছিল ১৯৬৬-র বিশ্বকাপ। সেবার তিনি ছিলেন দলের অধিনায়ক। প্রাথমিক গ্রুপে ব্রাজিল ,বুলগেরিয়া এবং হাঙ্গেরির মোকাবিলা করতে হয় তাদের। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ম্যাচে দুরূহ কোণ থেকে তাঁর একটি অসাধারণ হাফভলিতে গোল আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। এরপর কোয়ার্টার ফাইলালে

পেলে ও ইউসোবিও

যখনই তাঁর সামনে কেউ তাঁর সঙ্গে পেলে-র তুলনা করত তিনি হেসে বলতেন পেলে হলেন ফুটবলের বাদশা। আমি তাঁর গোলাম মাত্র।

আসে সে অবিস্মরণীয় ম্যাচ। উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে পর্তুগালের ম্যাচটি বিশ্ব ফুটবল ইতিহাসে সর্বকালের অন্যতম সেরা ম্যাচ রূপে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। খেলা শুরুর মাত্র ২৫ মিনিটের মধ্যে উত্তর কোরিয়া দুরন্ত গতিতে ৩টি গোল করে এগিয়ে যায়। কিন্তু হাফ টাইমের আগেই ইউসোবিও এই তিনটি গোল শোধ করে দেন। দ্বিতীয়ার্ধে ইউসোবিওকে রোখার জন্যে উত্তর কোরিয়ার ন’জন ফুটবলার দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তোলেন তা সত্ত্বেও তিনি করেন আরও দুটো গোল। নিজেদের মিডফিল্ড লাইন থেকে একটি বল টেনে নিয়ে গিয়ে একার চেষ্টায় একটি গোল করেন। অপর গোলটি আসে পেনাল্টি থেকে যেটি পর্তুগাল পায় ইউসোবিওকে রোখার জন্য এক কোরিয়ডিফেন্ডার জঘন্য ট্র্যাকেল করায়। সেমিফাইনালে অনবদ্য খেলেও প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ও সেবার বিজয়ী দল ইংল্যান্ডের কাছে ২-১ গোলে হারতে হয়। এই ম্যাচটি পর্তুগালের ইতিহাসে ‘অশ্রুজলের খেলা’ (জোগাদ ল্যাগ্রিমাস) রূপে আখ্যাত হয়ে আছে। তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় তাদের মোকাবিলা করতে হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের। যে দলের রক্ষণে শেষ প্রহরী ছিলেন পৃথিবী সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক লেভ ইয়াসিন। তাকে বোকা বানিয়ে ইউসোবিও গোল করে দলকে এগিয়ে দেন এবং শেষ পর্যন্ত তৃতীয় স্থান পায় পর্তুগাল ২-১ গোলে জিতে। সেবার ৯টি গোল করে তিনি পান সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার সোনার বুট। এই বিশ্বকাপের পরেই মাদাম তুসোর মিউজিয়ামে তাঁর মোমের মূর্ত্তি গড়ে সম্মান জানানো হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। যখনই তাঁর সামনে কেউ তাঁর সঙ্গে পেলে-র তুলনা করত তিনি হেসে বলতেন পেলে হলেন ফুটবলের বাদশা। আমি তাঁর গোলাম মাত্র। সবচেয়ে বড় কথা দরিদ্র ও অবজ্ঞাত পর্তুগালকে তিনি বিশ্বসভায় সম্মানের আসনে বসিয়েছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকার বহন করছেন লুইফিগো, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

বিশ্বে পর্তুগালকে চিনিয়েছিলেন ইউসোবিও

সঞ্জয় সরকার

পিতৃহারা ১৫ বছরের চতুর্থ সন্তানকে এলিসা কিছুতেই সেই সুদূর ইতালিতে পাঠাতে রাজি হলেন না। ডেকেছিল কিন্তু ইতালির বিশ্ববিখ্যাক ক্লাব জুভেন্টাস। অথচ বল পায়ে ম্যাজিক দেখানো ছেলেটি তখন অবধি বেশিরভাগ দিন ফুটবল খেলে মোজার ভেতর ঢোকানো তৈরি বলে। দারিদ্র্যের জন্য আসল ফুটবল জোটে না। কিন্তু দু বছর পরেই ১৭ বছরের ছেলেটিকে নিয়ে ইউরোপের দুই প্রবল প্রতিপত্তিশালী ক্লাবে রীতিমত যুদ্ধকালীন সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী স্পোর্টিং ক্লাব দ্য পর্তুগালের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বেনফিকা তাঁকে ১২দিন লুকিয়ে রেখেছিল জেলেদের এক গ্রামে। ১৯৪২-র ২৫ জানুয়ারি মোজাম্বিকের লরেন্সও মার্কওয়েজ নমক শহরতলিতে জন্ম হয় এই ছেলেটির। নাম ইউসোবিও দ্য সিলভা ফেরেইরা। বাবা ছিলেন অ্যাঙ্গোলা রেলে কার্যরত শ্রমিক মালঞ্জে। মা কৃষ্ণাঙ্গ মোজাম্বিকবাসী এলিসা আনিসা বেনি। তখন মোজাম্বিক ছিল পর্তুগালের উপনিবেশ।দেশের নাম ছিল পর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকা। ১৫ বছর বয়সে ৫ ফুট ৯ ইঞ্চির কিশোরটি যোগদান করে স্পোর্টিং দ্য লরেন্সও মার্কুয়েজ দলে। এটি ছিল পর্তুগালের বিখ্যাত স্পোর্টিং ক্লাব দ্য পর্তুগালের নার্সারি টিম। লিজবনের এক সেলুনে এক ফুটবল স্পটার বসে গল্প করছিলেন, পূর্ব আফ্রিকার তিনি দেখে এসেছেন এক বিস্ময় বালককে। কথাটি কানে যায় ওই সেলুনে বসে থাকা লিজবনের প্রতিদ্বন্দ্বি ক্লাব বেনফিকা কোচের। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোগী হন এবং ব্যবস্থা করেন কিশোর ইউসোবিওকে তাঁর ক্লাবে নিয়ে আসার। বেনফিকা যখন ইউসোবিওকে তাদের ক্লাবে আনার উদ্যোগ নিল তখন তারা ৩ বছরের চুক্তিতে অফার করল ১ হাজার পাউন্ড। কিন্তু ইউসোবিও-র দাদা তার দ্বিগুণ অর্থ দাবি করেন। বেনফিকা তাতেই রাজি হয়ে যায়। অবশেষে ১৯৬০-এ ১৭ ডিসেম্বর বেনফিকা তাকে সই করানোর জন্যে লিজবনে নিয়ে আসে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব স্পোর্টিং দাবি করে যে, যেহেতু ইউসোবিও তাদের নার্সারি টিমের খেলোয়াড় তাই তারাই এই তরুণটিকে খেলানোর ন্যায্য দাবিদার। শেষ অবধি বেনফিকা শিবিরের হয়েই ইউসোবিওও ইউরোপীয় আসরে প্রবেশ এবং তাঁর সোনালী সময়টা এই ক্লাবের জার্সি গায়ে দিয়ে খেলে গিয়েছেন।

ইউসোবিও

১৯৬১-র ২৩ মে তাঁর আত্মপ্রকাশে হ্যাটট্রিক করে ৪-২ গোলে জেতান দলকে। ১৯৬১-র ১৫জুন এক ঐতিহাসিক দিন যেদিন ট্যুর দ্য প্যারিসের বেনফিকা দল ব্রাজিলের স্যান্ট্রোস ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতে নামে।

সুপার ফর্মের পেলে সহ বিশ্বসেরা ক্লাব তখন স্যান্টোস। প্রথমার্ধেই স্যান্টোস দল ৪-০ গোলে এগিয়ে যায়। সেই সময় সান্তানার বদলে কোচ ইউসোবিও'কে মাঠে নামান। এরপরে স্যান্টোস দুটি গোল দিলেও ইউসোবিও তিনটি গোল করেন এবং খেলার ফল হয় ৬-৩। এই খেলার পরে ইউসোবিওকে নিয়ে সমগ্র ফুটবল বিশ্বে আলোড়ন পড়ে যায়।

পরের মরসুমে ১৭টি লিগ ম্যাচে তিনি গোল করেন ১২টি এবং দলকে জেতান পর্তুগীজ কাপ। ১৯৬৩-তে ইংল্যান্ডে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের স্বর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ফিফা টিমে জার্সি গায়ে চড়ান ইউসোবিও।

এরপর পনেরো পাতায়

কর্তাদের শুভবুদ্ধি ইস্টবেঙ্গলের সাফল্যের গোপন চাবিকাঠি

অভিমন্যু দাস

ডার্বি ম্যাচ হওয়ার আগেই কালিঘাট এমএসকে ২-০ গোলে পরাজিত করার পাশাপাশি টানা ৪ বার কলকাতার লিগে চ্যাম্পিয়ন হল ইস্টবেঙ্গল। সাতের দশকে টানা ৬বার চ্যাম্পিয়ন হওয়া রেকর্ডের দিকে আরও এককদম এগিয়ে গেল তারা। এইনিয়ে ৩৫ বার লাল-হলুদ তাঁবুতে কলকাতা লিগের ট্রফি ঢুকল। ফেসবুক-ট্যুইটারে উপচে পড়েছে আবেগ, নানান টুকরো মন্তব্য এবং নানান মজার ছবিতে। অধিকাংশ গঙ্গাপারের তাঁবুকে উদ্দেশ করে। মুহুর্মুহু তাতে লাইকও পড়ছে। ইস্টবেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় এই টিমে অনেক সদস্যই টানা ৪বার চ্যাম্পিয়নশিপ দলের অংশীদার হয়ে থাকবেন। ইস্টবেঙ্গলের এই ধারাবাহিক সাফল্যের রহস্য কী, তা নিয়ে

প্রাক্তনরা নানা কথা বলছেন। দীর্ঘদিন ইস্টবেঙ্গলের সুনামের সঙ্গে খেলা প্রাক্তন ফুটবলার ও পুলিশএসি দলের বর্তমান কোচ স্বরূপ দাস মনে করছেন, 'এই সাফল্যের মূল কারণ হল, একই দল দীর্ঘদিন ধরে খেলে যাচ্ছে। ক্লাব অফিসিয়ালরা বছরের শুরুতে টিম তৈরির সময় অত্যন্ত যত্ন নিয়ে টিমটা তৈরি করেন। মোটামুটি প্রায় সব খেলোয়াড়কে তারা ধরে রেখে টিমটা করেন। ফলে টিমের মধ্যে একটা অদ্ভূত বোঝাপড়া গড়ে ওঠে। যেটা অন্য ক্লাবগুলির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। প্রতি বছরই এক-দুজন খেলোয়াড় চলে গেলেও তাদের পরিবর্তে যাদের নিয়ে আসা হয় তারাও দলের সঙ্গে চমৎকারভাবে একাত্ম হয়ে যান। যেমন এবছর পেন ক্লাব ছেড়ে দিলেও মোগা এবং সোয়েকা সেই অভাবটা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পূরণ করে দিয়েছেন। ফলে সাফল্য আসছে। বছরের শুরুতে মরগানের পরিবর্তে নতুন বিদেশি কোচ ফেলোপাকে দিয়ে মরসুম শুরু করালেও ক্লাবের সাফল্যের জন্য তাকে সরিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি ক্লাব অফিসিয়ালরা। ফেলোপার পরিবর্ত হিসেবে নিয়ে এসেছেন আরমান্দো কোলাসোকে। যিনি ডেম্পোকে ৫ বার আইলিগ জিতিয়েছেন। কোলাসো প্রথম ম্যাচেই চির প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে পরাজিত করে ইস্টবেঙ্গলে তার নতুন ইনিংস শুরু করেছিলেন। তাঁর সেই সাফল্য টিমের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং প্রতিটি প্লেয়ারকে দারুণভাবে ব্যবহার করে চলেছেন। তাই প্রথম দলের অনেক খেলোয়াড়ের চোট আঘাত থাকাসত্ত্বেও কলকাতা লিগটি হাসতে হাসতে অনায়াসে ডার্বি ম্যাচের আগেই অপরাজিত অবস্থায় জিতে যেতে পেরেছে। বলা যেতে পারে প্রায় দ্বিতীয় সারির দল নিয়েই এবারের লিগটি ইস্টবেঙ্গল জিতেছে। ক্লাব অফিসিয়ালদের পজিটিভ চিন্তাভাবনাটাই খেলোয়াড়দের মধ্যে দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তার ফল স্বরূপ এই সাফল্য।'

ইস্টবেঙ্গলের এই সাফল্য সম্পর্কে ময়দানে তিনটি টিমে খেলে যাওয়া মাঝ মাঠের কুশলী বল প্লেয়ার প্রাক্তন ফুটবলার বাসুদেব মণ্ডল মনে করছেন, 'একটা টিম চার বছর ধরে একইভাবে সাফল্য পাওয়ার পিছনে আসল রহস্য হল ক্লাব অফিসিয়ালদের উন্নত মানসিকতা। টিম তৈরির সময় সঠিকভাবে খেলোয়াড় নির্বাচন এবং একই দলকে ধরে রাখার কসরতটা ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করে চলেছেন। পরিবারের সব সদস্য যদি দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকার ফলে যে পারস্পরিক বোঝাপড়া তৈরি হয় তার ফলে পরিবারটা অত্যন্ত সুচারুভাবে চলে। ইস্টবেঙ্গলের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটাই হয়েছে। দীর্ঘদিন এক একটা টিম একসঙ্গে খেলার ফলে তারা এই সাফল্য পাচ্ছে। এক্ষেত্রে কোচেরও একটা বিরাট ভূমিকা থাকে। গত তিন বছর মরগ্যান একরকম ভাবে টিম বেঁধেছিলেন। ফেলোপা এসে সেই সুরে টিমটাকে বাঁধতে না পারার ফলে মরসুমে শুরুতে একটু তাল কেটে গিয়েছিল। কিন্তু কোলাসো এসে সেই পুরনো ছন্দে টিমকে আবার বেঁধে ফেলেন। পুরনো ইস্টবেঙ্গলকে আবার স্বমহিমায় ফিরে আসতে দেখা যাচ্ছে। কলকাতা লিগ অনায়াশেই ডার্বি ম্যাচের আগে নিজেদের তাঁবুতে নিয়ে নিয়েছেন। আগামী দিনের আরও অনেক ট্রফি তাঁরা এই সাফল্যের হাত ধরে ঘরে তুলে নেবেন।'

ফুটবল বিশ্বকাপের সাতকাহন

গত সংখ্যার পর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৯৮২-তে খেলার আসর বসল স্পেনে। সেবছর অনবদ্য খেলা দেখিয়ে বহু ফুটবলপ্রেমীর মন জয় করে নিচ্ছিল ব্রাজিল দল। অপরদিকে মিচেল প্ল্যাথিনির নেতৃত্বাধীন ফ্রান্স দলও অনবদ্য শৈল্পিক ফুটবল দেখিয়ে আসন করে নিয়েছিল ফুটবল বোদ্ধাদের হৃদয়। কোয়াটার ফাইনালে ব্রাজিল বনাম ইটালির খেলাটির উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে। ব্রাজিলের অনবদ্য বল-প্লেগ'র বিরুদ্ধে ইটালির আটোসাঁটো রক্ষণ ও কাউন্টার অ্যাটাক ভিত্তিক খেলায় ফলাফল ২-২ থাকা অবস্থায় ম্যাচ যখন অতিরিক্ত সময়ের দিকে গড়াচ্ছে ইটালির স্ট্রাইকার পাওলো রসি'র অনবদ্য এক গোলে ইটালিয়ানরা পৌঁছে গেল সেমিফাইনালে। এরপর পোল্যান্ডকে হারিয়ে তাঁরা পেল ফাইনালের ছাড়পত্র। অপরদিকে ফ্রান্স সেমিফাইনালে উঠলেও কার্ল হেঞ্জ রুমেনিগের অনবদ্য

পরিচালনায় লড়াকু পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয় তৃতীয় স্থান পেয়েই। ফাইনালে মুখোমুখি হল ইটালি ও পশ্চিম জার্মানি। সকলেই ভাবলেন জার্মানির দুরন্ত জেদ ও দাপটের কাছে মাথা নত করতে হবে ইটালিকে। কিন্তু পাওলো রোসি'র অনবদ্য গোলন্দাজী দক্ষতার কাছে হার মানতে হল পশ্চিম জার্মানিকে। ১৯৩৮-এর পরে তাঁরা আবার আরোহণ করল ফুটবল বিশ্বের শীর্ষ চূড়ায়। এই বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার নীল-সাদা জার্সি গায়ে মারাদোনার আবির্ভাব ঘটলেও বিপক্ষ ডিফেনডারদের মারকুটে ট্যাকেলে আহত হয়ে বিষণ্ণভাবে বিদায় নিতে হয় তাঁকে।

এরপর আগামী সংখ্যায়

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সুধীর নন্দী কর্তৃক নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।